অনুবাদ সিরিজ

মিডল্‌মার্চ

জর্জ ইলিয়ট

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৪৮

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৭, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উপহার

● **লেখক-পরিচিতি ঃ** জর্জ ইলিয়ট নামটি পুরুষেরই নাম অবশ্য। কিন্তু এ-নামে যিনি ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন, তিনি আদৌ পুরুষ নন। আসলে তিনি ছিলেন মেরী এ্যান (ওরফে মেরিয়ান) ইভান্স-নাম্নী এক সুন্দরী মহিলা। জন্ম তাঁর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর, ওয়ারউইকশায়ারের অন্তঃপাতী নিউ ম্যাটনের আর্বারি খামারে।

কভেন্ট্রির বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করার পরে উচ্চশিক্ষার আর কোন সুযোগ পান নি মেরী এ্যান। ১৮৪১-এ গ্রামের বাড়ি ছেড়ে কভেন্ট্রি শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন তাঁর পিতা, আর সেখানেই মেরীর পরিচয় হয় খ্রীষ্ট-ধর্মতত্ত্বের টীকাকার চার্লস হেনেলের সঙ্গে। হেনেলপত্নীও লেখিকা ছিলেন। 'লাইফ অব্ জিসাস'-নামক একখানি জার্মান গ্রন্থের অনুবাদ অসম্পূর্ণ রেখে তিনি যখন স্বর্গারোহণ করলেন, তখন হেনেলের অনুরোধে মেরী ইভান্সই সেটি সম্পূর্ণ করে দেবার দায়িত্ব নিলেন। এই থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার শুরু।

১৮৫০ সালে মেরী ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৪-তে মেরী ফেনারব্যাক-এর 'এসেন্স অব্ ক্রিশ্চিয়ানিটি'র একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই একখানি মাত্র বই-ই তাঁর আসল নামে বেরিয়েছিল।

১৮৫৭ সালে তিনি লিখলেন 'দ্য স্যাড ফর্চুন্স্ অব্ রেভারেণ্ড এ্যামস বার্টন'। ঐ সালেই আরও দু'খানি ছোট বই তিনি লেখেন—'গিলফিল্স্ লাভ স্টোরি' এবং 'জ্যানেট্স্ রিপেন্ট্যান্স'। এই বৎসরই ঐ তিনখানি বই আবার একসাথে পুনর্মুদ্রিত হয় 'সীন্স্ ফ্রম ক্লেরিকাল লাইফ' নামে।

অতঃপর 'অ্যাডাম বিড' (১৮৫৯), 'মিল অন দ্য ফ্লস' (১৮৬০), 'সাইলাস মার্নার" (১৮৬১), 'রমোলা' (১৮৬৩), 'ফেলিক্স হোল্ট দ্য র‍্যাডিক্যাল' (১৮৬৬) প্রভৃতি লিখবার পরে প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি উপন্যাস রচনা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। তাই বলে লেখনী তাঁর অলস ছিল না। 'স্প্যানিশ জিপসী', 'আগাথা', 'লিজেণ্ড অব জুবাল' এবং 'আর্মগার্ট'-নামক চারখানি কাব্য তিনি এই সময় রচনা করেন। প্রকাশিত হয় তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মিডলমার্চ' (১৮৭১-৭২)। ১৮৭৪ সালে লিখিত 'ড্যানিয়েল ডেরাণ্ডা' তাঁর শেষ উপন্যাস।

১৮৮০ সালে মেরী বিবাহ করেন বহু পুরাতন বন্ধু জন ক্রস্‌কে। বিবাহের কয়েক মাস পরেই মেরী স্বর্গারোহণ করেন (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০)।

মিডল মার্চ—

মুখের সামনে দুহাত নাড়তে নাড়তে বেদম কাশতে লাগল [পৃঃ ৯১

মিডলমার্চ

১

খুব বাড়াবাড়ি অসুখই যাচ্ছে বুড়োটার।

"বুড়োটা" ছাড়া অন্য কিছু পিটার ফেদারস্টোনকে বলে না কেউ। বিতৃষ্ণা ওর উপরে সকলেরই। শুধু এক ফ্রেড ভিন্‌সির ছাড়া। ফ্রেডের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয় এই মামাটির উপরে বিতৃষ্ণা পোষণ করা। কারণ মাঝে মাঝেই সে দশ বিশ পঞ্চাশ, এমন কি একশো পাউণ্ড পর্যন্ত বকশিশ খামোকাই পেয়ে থাকে মামার কাছে। চাইলে ত পায়ই, অযাচিতভাবেও পেয়েছে দুই চার বার।

বুড়ো? তা, আশি বছরের মত হল বই কি ফেদারস্টোনের। শরীর অনেক দিনই ভেঙ্গেছে। কেনই বা ভাঙ্গবে না? যত্ন করবার কেউ নেই। বিয়ে করেছিলেন দুই দুইবার, দু'টিই গত হয়েছেন। সন্তান তাঁদের কারোই হয় নি। ফলে বুড়ো পিটারের আপনজন বলতে ত্রিসংসারে কেউ নেই। অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যাকে নিজে পিটার আপন বলে মনে করতে পারেন।

আর তা যে পারেন না, সেই কারণেই ত তাঁর উপরে বিতৃষ্ণা সকলের। সকলের, অর্থাৎ ভাইবোন ভাইপো ভাইঝি ভাগনে ভাগনী শালা শালী ও গয়রহদের। একুনে এঁরা প্রায় অক্ষৌহিণী সংখ্যক, এবং প্রত্যেকেই এঁরা তারস্বরে যখন তখন ঘোষণা করে থাকেন যে বুড়োটার কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নেই, থাকলে কবে সে নিজের অগাধ ঐশ্বর্য তাঁকেই লেখাপড়া করে দিয়ে মনের আনন্দে নাচতে নাচতে স্বর্গে চলে যেত। দেয় নি, এবং যায় নি যে, তাতেই হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে—বুড়োটা কী পরিমাণ খল, একগুঁয়ে, অবিবেচক এবং বজ্জাত।

আত্মীয়বর্গের এমনধারা অভিযোগ আজ অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর ধরে শুনে আসছেন ফেদারস্টোন। শুনছেন আর মনে মনে মুণ্ডপাত করছেন তাদের। কাউকেও কাছে ঘেঁষতে দেন নি এ-যাবৎ। ঐ ফ্রেড ভিন্‌সি আর মেরি গার্থকে ছাড়া। মেরি হল গিয়ে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর ভাইঝি, আর ফ্রেড দ্বিতীয়া স্ত্রীর ভাইপো। এ-দু'টির উপরেও আবার নেকনজরের তারতম্য তাঁর যথেষ্ট। ফ্রেডকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন, যখন-তখন খামোকাই ডেকে এনে দশ বিশ পাউণ্ড বকশিশ করেন তার শখ-সৌখিনতায় সাহায্য করার জন্য। আর মেরি—

মেরিকে তিনি নিজের বাড়িতেই এনে রেখেছেন। মেরির কোন উপকার করার মতলবে নয়, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তাগিদে। দাস-দাসীদের দিয়ে কি আর বুড়ো মানুষের যত্ন-আত্তি হয়? হয় না যে, তা দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আঠারো আনা মালুম হয়েছে ভদ্রলোকের। তাই প্রথম পক্ষের শ্যালক কালেব গার্থের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন তাঁর বড় মেয়েটিকে, নিজের সংসারটা বজায় রাখার জন্য। পাছে এ-বন্দোবস্তটাকে কালেব বা মেরি বা অন্য কেউ স্নেহের পক্ষপাত বলে ভুল করে বসে, এই ভয়ে গোড়া থেকেই তিনি বলে দিয়েছেন—"বছরে ত্রিশ পাউণ্ড মাইনে দেব হে, আর খোরপোশ ত আছেই। অন্য মেয়ে আমি ওর চেয়ে সস্তাতেই পেতাম, তবে তোমার আজকাল অবস্থা ভাল চলছে না, জানি ত। তোমার ঘাড় থেকে একটা মেয়ের খরচা কমে যায় যদি, এই ভেবেই মেরিকে নেওয়া।"

তা, কালেব গার্থ, যদিও মিডলমার্চ পরগনায় অমন সৎ আর কর্মঠ বিষয়ী লোক দ্বিতীয় আর একটি নেই, গ্রহের ফেরে সত্যিই এখন তিনি দৈন্যদশায় পড়েছেন খানিক। তা নইলে সোমত্ত মেয়েকে তিনি চাকরি করতে পাঠাতেন না, বিশেষ করে আত্মীয়ের বাড়িতে। আর সে আত্মীয়ই বা কী দরদী আত্মীয়! কথা শুনলে গা জ্বালা করে। "অন্য মেয়ে আমি সস্তাতেই পেতাম!"—মরে ,যাই আর কি! যাও না, দেখ না খুঁজে টিপটন-ফ্রেশিট-লোউইকের গোটা এলেকাটা ঘুরে ঘুরে, মেরির কড়ে আঙ্গুলের যুগ্যি একটা মেয়ে কোথায় পাও!

তা থাকুক সেকথা। বুড়ো পিটার ফেদারস্টোন কঠিন অসুখেই এবার পড়েছেন বটে। ডাক্তার লিডগেট বয়সে তরুণ, তায় মিডলমার্চের

লোক তিনি নন, তবু তাঁরই ডাক পড়েছে স্টোন হাউসে এবার। হাতযশ তাঁর খুব। বুড়োর বিশ্বাস সেরে ওঠা যদি বরাতে থাকে তাঁর, লিডগেটই পারবেন তাঁকে সারিয়ে তুলতে।

আত্মীয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছেন চারিদিক থেকে। যেমন নাকি আঁধার রাতে পোকামাকড়েরা ছুটে আসে মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বলে উঠতে দেখলে। এসে অবশ্য তাঁরা নিজেরা পুড়ে মরেন নি, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছেন বেচারী মেরি গার্থকে। কারণ মেরিই হচ্ছে গৃহকর্ত্রী। কর্তার আত্মীয়দের আপ্যায়নের ভার তার উপর। এরকম ক্ষেত্রে এসে থাকে আত্মীয়েরা, আসার প্রথা ত আছেই, অধিকারও আছে বইকি! বিশাল সম্পত্তি. এই বিরাট বাড়ি স্টোন হাউস (ফেদারস্টোন নিজের নামের শেষাংশ নিয়েই বাড়ির নামকরণ করেছিলেন), স্থানীয় বালস্ট্রোড ব্যাঙ্ক, ব্রাসিংয়ের সিটি ব্যাঙ্ক, এমন কি লণ্ডনেরও দুই চারটা বড় ব্যাঙ্কে মবলগ মজুত অর্থ, এর কোন সুনিশ্চিত ওয়ারিশ নেই। এ-অবস্থায় প্রত্যেকটি আত্মীয়ই আশা করতে পারে যে বুড়োটার অন্তরে অন্তিম সময়ে হয়ত ধর্মজ্ঞানের উদয় হবে খানিকটা, এবং বিষয়টার সামগ্রিক না হোক, অন্ততঃ আংশিক মালিকানাও তাকেই দিয়ে যাবে বুড়ো। যাতে দিয়ে যায়, তারই জন্য প্রার্থীর হাজিরা দেওয়ার দরকার এ-সময়ে।.

হাজিরা কিন্তু নীচের তলাতেই দিতে হচ্ছে। উপরে উঠবার হুকুম নেই কারও। কড়া নিষেধ ফেদারস্টোনের। বৈঠকখানায় দেদার চেয়ার আছে, বসে থাক। রান্নাবাড়িতে পাচিকারা পাহাড়সমান খাবার জিনিস গুছিয়ে রেখেছে, যার যা খুশী গেলো, হা-হুতাশ কর, গল্পগুজব কর প্রাণ খুলে, কিন্তু খবরদার, কেউ গণ্ডি পেরিয়ে উপরে উঠোনা।

গণ্ডি পেরিয়েছিলেন ভাই জন ফেদারস্টোন, এবং বোন মিসেস ওয়াল। ফেদারস্টোন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। "আমরা এক মায়ের পেটের ভাইবোন, তা এ-সময়ে ভুলে যেও না ভাই"— আর্ত আবেদন মশারি-ঢাকা পালঙ্কের পানে ছুড়ে দিয়ে বেচারীদের বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ঘর থেকে।

সারাদিন মানুষে মানুষে গিজগিজ করছে নীচের তলাটা। এখানে এসেই প্রাতরাশ করেন আত্মীয়রা, বাড়ি ফেরেন ডিনার সেরে রাত্রি এক প্রহর পার করে। জন ফেদারস্টোন আর মিসেস ওয়াল রাত্রিবাসও

করেন এক একদিন, বৈঠকখানার চেয়ারেই। যেদিন রোগীর অবস্থা অতিরিক্ত খারাপ যায় একটু, সেদিন আর ঘরে ফেরেন না তাঁরা! বলা যায় না ত! হয়ত শেষ সময়ে পিটার ভাইকে ডেকেও পাঠাতে পারেন—"ভাই জন! বোন মার্থা! আছ নাকি কাছাকাছি! এসো, তোমাদের নামেই এক ছত্র উইল করে দিয়ে যাই।"

উইল! না, ওটা এখনও করেনি ভাই পিটার। শেষ পর্যন্ত বাজিয়ে দেখছে—কার দরদ বেশী তার উপরে। দেখুক! জন আর মার্থা অগ্নিপরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত! যত রাত্রিই জাগতে হয়, তাঁরা অকাতরে জাগবেন।

সেদিন পিটারের অবস্থা কিছুটা ভালই। লিডগেট যখন নেমে এলেন রোগীর ঘর থেকে, তখন ডিনার চলছে নীচের মহলে, যোড়শোপচারে। ডাক্তার চলে যাচ্ছেন বারান্দা দিয়ে, কাঁটা-চামচ হাতে নিয়েই দুই চারজন ছুটে এলেন অবস্থা জানতে। "একটু ভাল ত ?"—প্রশ্ন প্রত্যেকেরই। যেন পিটারের দ্রুত আরোগ্যলাভ ছাড়া অন্য কোন কামনা তাঁদের নেই।

লিডগেট মাথা নাড়লেন শুধু। সে-মাথানাড়ার অর্থ কেউ বুঝল 'হাঁ', কেউ বুঝল 'না'।

জন ফেদারস্টোন প্রথম দলে—তিনি বোন মার্থার কানে কানে বললেন, "তাহলে চল বাড়ি যাই। আজ আর কিছু হচ্ছে না—"

ফলে রাত দশটা নাগাদ স্টোনহাউস আজ ফাঁকা হয়ে গেল, স্থায়ী বাসিন্দা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ রইল না সেখানে।

পিটার ফেদারস্টোন যথাপূর্ব নিজের ঘরে পড়ে আছেন।

না—সচেতন, না—অচেতন মাঝামাঝি একটা অবস্থা চলছে বৃদ্ধের। আজ বলে নয়, চলছে বেশ কয়েকদিন থেকেই। মাঝেমাঝে পুরোপুরি জ্ঞান এক একবার ফিরে আসছে অবশ্য, যেমন কয়েকদিন আগে একবার এসেছিল ভাইকে আর বোনকে কুকুরতাড়া করে ঘর থেকে তাড়াবার জন্য। যখনই তা আসছে ফিরে, তখনই চেঁচিয়ে মেচিয়ে নাস্তানাবুদ করে ফেলেছেন বেচারী মেরি গার্থকে। কারণ সে আছে পাহারায়। ছোট শহর মিডলমার্চ, রাত জাগবার মত নার্স এখানে পাওয়া যায় না। কাজেই রাতের পাহারা বরাবরই মেরিকে দিতে হচ্ছে, মিসেস ভিন্‌সির

সঙ্গে ভাগাভাগি করে। মিসেস ভিন্‌সি অর্থাৎ ফ্রেড ভিন্‌সির মা। তিনি নিজে অবশ্য কোনদিনই তেমন অন্তরঙ্গ ছিলেন না বুড়োটার সঙ্গে। কিন্তু ফ্রেড? তাঁর ফ্রেডের যে অনেক আশাভরসা ঐ বুড়োর কাছে! ছেলের খাতিরে মা এসে রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত জাগছেন রোজ। হ্যাঁ, রোজই আদ্ধেক রাত তিনি জাগেন, আদ্ধেক রাত মেরি। আর আশ্চর্য দেখ, যে ফেদারস্টোন নিজের ভাইবোনকে দেখলে খেঁকিয়ে উঠছেন, তিনি এই ভদ্রমহিলাকে দিব্যি বরদাস্ত করে যাচ্ছেন, ফ্রেডের মুখ চেয়ে।

ফ্রেড? সে ত দিনের বেলাটা এইখানেই থাকে! এই ঘরেই! বুড়োর পালঙ্কের পাশে চেয়ার পেতে। কষ্ট? তা এটুকু কষ্ট না করলে চলবে কেন? সম্পত্তি যদি পেতে হয়, দুটো দিন একটু না হয় মেহনতই করা গেল! তারপর, বুড়ো স্বর্গত হলে—আঃ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আরাম কর না! পেটে গেলে পিঠে সয়, এ আর না জানে কে?

হ্যাঁ, যেকথা হচ্ছিল। থাকেন, মিসেস ভিন্‌সি রোজ রাত্রেই থাকেন এই ঘরে। আজ কিন্তু নেই। নিজের বাড়িতেই তিনি ডিনার খান, ফেদারস্টোনের অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে রুচি হয় না বলেই। মিডলমার্চ সমাজে এই ভিন্‌সিদের মর্যাদা একটু অসাধারণ। কারণ মিস্টার ভিন্‌সি হচ্ছেন মিডলমার্চের মেয়র, ব্যবসাপত্রও তাঁর ভাল, তায় আবার তিনি এ-তল্লাটের সেরা ধনী বালস্ট্রোডের শালা। অর্থাৎ, ভিন্‌সি মশাইয়ের দুটি বোনই ধনীর ঘরে পড়েছিল, একটি ছিলেন ফেদারস্টোনের স্ত্রী, তিনি এখন নেই। অন্যটি হলেন বালস্ট্রোডের স্ত্রী, তিনি আছেন।

যা হোক, মিসেস ভিন্‌সি ডিনারের পরে আসবেন, কথা ছিল। আসেন নি। কী অসুবিধা হয়েছে তাঁর, এত রাত্রে জানবার কোন উপায় নেই। জানবার তেমন দরকারও মেরি বুঝছে না। একাই সারা রাত জাগতে হবে? হয় যদি, তাতে আর হয়েছে কী? মেরি তাতে পেছ-পা নয়। খাটতে সে ভয় পায় না। কষ্টকে কষ্ট মনে করে না। বাপকা বেটী! বাপকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে দেখেছে হাসিমুখে, শ্রমশীলতার পাঠ তাঁরই কাছে নিয়েছে এতদিন। আর শুধু শ্রমশীলতারই

বা বলি কেন, কর্তব্যনিষ্ঠার, সততার এবং আদর্শবাদের, নিঃস্বার্থ পরোপকারের, কোন্‌টার নয়?

সুতরাং একা একাই রাত্রি জাগরণের জন্য তৈরী হয়ে এসে রোগীর কক্ষে আসন গ্রহণ করেছে মেরি। দাসদাসী বাড়িতে ডজন-খানিক। কিন্তু রোগীর শুশ্রূষা তাদের কর্তব্যের অঙ্গ নয়, আর তারা ঘরের ভিতর থাকলে ফেদারস্টোনের তাতে অস্বস্তিই হবে। সুতরাং একাজে সাহায্যের জন্য মেরি অনুরোধ করেনি কাউকে।

বেশ কাটছে রাত্রি। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা। রোগী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন, ঘুমোচ্ছেন কিনা, বোঝা যায় না। নিজে থেকে জেগে না উঠলে জাগানো নিষেধ ডাক্তারের। সুতরাং করণীয় কিছুই নেই মেরির। বসে বসে কী একটা বইয়ের পাতাই ওলটাচ্ছে সে। রাত্রিও বেশী নেই আর।

হঠাৎ রোগী নড়ে উঠলেন। মেরি হাতের বই টেবিলের উপরে রেখে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, জেগেই ত গেলেন! বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছেন মেরির দিকে। পেয়ালায় ফলের রস করাই ছিল, তাই হাতে নিয়ে মেরি এগিয়ে গেল—"একটু কিছু খাবেন? গলাটা শুকিয়ে এসেছে বোধ হয়?"

ধীরে মাথা নাড়লেন ফেদারস্টোন। তার পরে বেশ জোরালো গলাতেই বললেন, "শোনো মেয়ে! একটা কাজ কর—"

মিসি বা মেয়ে বলেই ওকে ডাকেন ফেদারস্টোন। কারণ, একেবারে নিঃসম্পর্কীয়া ত নয়! ভাল না বাসুন, ব্যবহারটা ভদ্রোচিত করা দরকার।

"বলুন—" বলে এক পা মেরি এগিয়ে গেল।

চাদরে ঢাকা ছিল ফেদারস্টোনের পা থেকে গলা পর্যন্ত, সেই চাদরের তলা থেকে ক্ষুদে একটা চেপটা লোহার বাক্স বার করলেন তিনি। একটা চাপ দিতেই তা খুলে গেল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন ফেদারস্টোন। যখন সে-হাত বেরুলো, তাতে একটা বড় চাবি।

"এই চাবি দিয়ে লোহার সিন্দুক খোলো—" হুকুম করলেন ফেদার-স্টোন। ঐ ঘরেরই এক কোণে দেয়ালে-গাঁথা তাঁর লোহার সিন্দুক।

"সিন্দুক খুলব?"—এইটুকু ছাড়া আর কোন কথা বেরুলো না মেরির মুখ থেকে। শুধু যে অবাক্ হয়েছে বেচারী, তা নয়, রীতিমত ভয়ই পেয়েছে একটু। অপরের সিন্দুক খোলা যে নিরাপদ কাজ নয়, ও-থেকে যে অনেক জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, এ-জ্ঞান বিলক্ষণ আছে মেরির। তা ছাড়া, কাজটা অন্য পাঁচরকম গেরস্তালি কাজের এক পর্যায়ভুক্তও নয়। আজ অনেকদিনই ত সে চাকরি করছে এ-বাড়িতে, সিন্দুক খোলার ভার ত তাকে আগে কখনো দেন নি ফেদারস্টোন!

সিন্দুকে পয়সাকড়ি, সোনাদানা, দরকারী কাগজপত্র থাকতে পারে, আছেও নিশ্চয়। ধর, তার কোনটা হারিয়ে যায় যদি? ফেদারস্টোন যদি বেঁচে ওঠেন, তিনিও ভাবতেও পারেন যে মেরিই তা সরিয়েছে। আর তিনি যদি মরে যান, অন্য লোক ত নিশ্চয় ভাববে যে চুরিটা মেরি ছাড়া অন্য কেউ করে নি। প্রশ্ন যদি ওঠে, মেরি ত মিথ্যা কথা বলতে পারবে না! আদর্শবাদী পিতার কন্যা সে, আশৈশব সত্যকেই আঁকড়ে আছে। সিন্দুক সে খুলেছিল, তা ত পারবে না অস্বীকার করতে!

সে এদিকে ভাবছে, ফেদারস্টোন ওদিকে রেগে যাচ্ছেন। মুখ থেকে হুকুম বেরুলো কি অমনি তা তামিল হল, এইটাই এ-বাড়ির রীতি। আজ তিনি অসুখে পড়েছেন বলেই কি সে রীতির লঙ্ঘন হবে নাকি? যথাসম্ভব জোর গলাতেই তিনি হেঁকে উঠলেন—"ভাবছ কি তুমি? সিন্দুকটা খুলতে বলছি—"

"মাফ করবেন। আর যা বলবেন, করব। করছি ত চিরদিনই। কিন্তু সিন্দুক খুলতে পারব না এই রাত্তির বেলায়।"—গলা মেরির নীচু, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে সে-গলা কাঁপছে না একটুও।

"কেন? আমার সিন্দুক, আমি বলছি খুলতে, খুলবার বাধা কী তোমার? বোকা মেয়ে, যা বলছি, কর শীগ্গির। ভালই হবে তাতে তোমার। ভালই হবে, বলছি আমি।"

"আ-মা-র ভাল হবে? —মেরি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে একথা শুনে।

"মানে, ফ্রেড ভিন্সির ভাল মানেই ত তোমারও ভাল? ফ্রেডের

সঙ্গেই ত বিয়ে হবে তোমার? এ-বুড়ো সবজান্তা। নাও, দেরি করো না, সময় নেই বেশী। যা বলছি, তা কর। সিন্দুক খোলো। উপরের তাকেই দু'খানা উইল আছে। উপরের খানা তুলে নাও। ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দাও! নীচের খানাই বলবৎ থাকুক। তাহলেই ফ্রেড আর তুমি কায়েম হয়ে এই বাড়িতে বাস করতে পারবে, ভোগ করতে পারবে পিটার ফেদারস্টোনের যথাসর্বস্ব।"

"এসব কী বলছেন আপনি?" —এ কী প্রলোভন? মেরি বেচারী ভয়ে কাঁপছে। দারুণ লোভ দেখাচ্ছেন বৃদ্ধ—

কিন্তু লোভের বশে কি অন্যায় কাজ করবে মেরি! সে হাতে হাত জড়িয়ে মুঠি পাকাচ্ছে, বুকের উপর চেপে ধরছে সেই মুঠি, সে বুকের ধড়ফড়ানি সংযত করবার জন্য—"যা পোড়াতে হয়, অন্য লোক দিয়ে পোড়াবেন, রাত ভোর হলে। কোন অবস্থাতেই আমি খুলতাম না সিন্দুক। ফ্রেডের বা আমার স্বার্থ যখন জড়িত আছে ওর সঙ্গে, তখন ত আরও খুলব না—"

"হতভাগী! এই নে, এই বাক্সটাতে দু'শো পাউণ্ডের উপরে আছে। সব তোকে দিচ্ছি। তুই সিন্দুক খোল্, যা বলছি, তাই কর্। ফ্রেডকেই সব দিয়ে যাব, চিরদিন ভেবেছি। হঠাৎ ঐ হতভাগাটা এল, মায়ায় পড়ে গিয়ে নতুন একটা উইল করলাম। এখন মরবার সময় বুঝতে পারছি—কাজটা খারাপ হয়েছে। কিন্তু শোধরাবার সময় আছে এখনো, তুই যদি অবুঝ না হোস। নে, খোল্ সিন্দুক! খোল্! তোরই ভালর জন্য বলছি—"

"মাফ করুন, মাফ করুন আমায়!"—দুই হাত মুঠি পাকানোই রয়েছে বুকের উপরে, মেরি পিছু হঠতে হঠতে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল একেবারে।

"নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারলি! কী করব, আমার ত উঠে গিয়ে সিন্দুক খোলার শক্তি নেই—"

বুড়ো মাথাটা ঘুরিয়ে বালিশের উপর রাখলেন। মেরি আর দেখতে পাচ্ছে না তাঁর মুখ। নিস্তব্ধ সব। মেরি ভাবছে উনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়লেন আবার। পায়ে পায়ে এসে নিজের চেয়ারে বসল। ভগবানকে ধন্যবাদ, প্রলোভন জয় করবার শক্তি তিনি মেরিকে

দিয়েছেন। সুস্থ মস্তিষ্কে বৃদ্ধ যে উইল বাতিল করেছিলেন। এখন মৃত্যুকালে সেটাই আবার বহাল করতে চাইছেন। এখন ওঁর মাথার যে ঠিক নেই, তা ত বোঝাই যায়। এ-সময়কার এ-অন্যায় কাজে সাহায্য করলে, সেটা বেআইনী হত কিনা, মেরি জানে না, কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ যে হত, তাতে সন্দেহমাত্র নেই মেরির।

বুড়ো সেই যে মাথা কাত করে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর একটুও নড়েন নি। এত গাঢ় ঘুম ত হয় না রোগীর! মনে নানারকম সন্দেহ উদয় হতে লাগল মেরির। অবশেষে সে উঠে গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে মুখখানা দেখল বৃদ্ধের। তারপর আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালা খুলে দিল ঘরের। ভোর হচ্ছে ওদিকে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর।

মারা গিয়েছেন পিটার ফেদারস্টোন।

সমাধি দেওয়া হল ফেদারস্টোনকে, বিপুল সমারোহে। আত্মীয়েরা যে যেখানে ছিলেন, দূরে বা নিকটে, তাঁরা ত যোগ দিলেনই শব-যাত্রায়, অনাত্মীয় রবাহূতের সংখ্যাও কম হল না। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় সকলের। বেশির ভাগ লোকই ঘুরঘুর করছে একটা অদম্য কৌতূহলের বশে। কে পাবে বুড়োটার অগাধ বিষয় আশয়? কাকে দিয়ে গেল?

আবার এমনও হতে পারে যে কাউকেই দিয়ে যায় নি কঞ্জুস বুড়ো। সেক্ষেত্রে ওয়ারিস কে দাঁড়াবে? ভাইপোরা? জন ফেদার-স্টোন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে রয়েছেন, যাতে তাঁর মনের চাঞ্চল্য অন্য কেউ বুঝতে না পারে। ফ্রেড ভিন্‌সিও অস্থিরতা প্রকাশ করছে না কিছু, কারণ মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে পিসেমশাই তাকেই দিয়ে গিয়েছেন সব। সে বিশ্বাস না থাকবে কেন তার? বুড়ো ত বরাবরই তেমনি আশ্বাস তাকে দিয়েছেন আকারে ইঙ্গিতে!

সে-আশ্বাস যে শেষ-দিকে তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন ফ্রেডের অজান্তে, তা ত ফ্রেডকে তিনি বলেন নি! আর মেরিও বৃদ্ধের অন্তিম মুহূর্তের ঘটনার কথা বলে নি কিছু। ফ্রেডকেও না, অন্য কাউকেও না। বলবে অবশ্য একজনকে, তার নিজের আচরণ ঠিক হয়েছে, না

ভুল হয়েছে—সেইটি যাচাই করে নেবার জন্য। বলা বাহুল্য, সে-একজন ফ্রেড নয়, সে হল মেরির বাবা কালেব গার্থ।

সমাধির অনুষ্ঠান শেষ হল। আত্মীয় জনেরা সবাই এক এক মুঠো মাটি ফেলে দিচ্ছেন কফিনের উপরে। সেই আত্মীয়দলের মধ্যে হঠাৎ একজন অপরিচিত লোককে দেখে চমকে গেল সবাই। পিটার ফেদারস্টোনের আপন জনেরা সবাই চেনে সবাইকে। কিন্তু এই ব্যাং-মুখো হাড্ডিসার লোকটাকে ত চেনে না কেউ! এ তল্লাটেরই লোক নয় ও। কে তবে? কী সুবাদে ও বুড়োটার কবরে মাটি দেয়?

কারও কোন ধারণা নেই। একমাত্র মেরি গার্থের ছাড়া। বৃদ্ধ পিটারের শেষ সময়ের সেই একটা কথা মনে পড়েছে তার। "হঠাৎ ঐ হতভাগাটা এল, মায়ায় পড়ে গিয়ে নতুন একটা উইল করলাম—"

এই ব্যাং-মুখো লোকটাই বোধ হয় "সেই হতভাগাটা", যাকে স্টোন হাউসের রাজপাটে বসাবার জন্য নতুন উইল করেছিলেন পিটার, চিরদিনের প্রিয়পাত্র ফ্রেডকে বঞ্চিত করে। বাবার কানে কানে সে না বলে পারল না—"দেখে রাখো বাবা, ঐ বোধ হয় নতুন মালিক স্টোন হাউসের।"

"সে কী রে? এ তুই কী বলছিস্? কে ও?" প্রশ্ন করলেন গার্থ স্বভাবতঃই।

"পরে শুনো—" এ-ছাড়া আর কিছু বলবার মত সুযোগ তখন ছিল না মেরির।

রাত্রিবেলায় ভোজ। মৃত্যুভোজ হলেও আড়ম্বর তাতে কম নয়। কর্তৃত্ব করছেন মৃত ভূস্বামীর ভাই জনই। সম্পূর্ণটা না হোক, স্টোন-হাউস ও তার সম্পর্কিত বিষয় আশয়ের সিংহভাগটা যে তিনিই পাবেন, এ-আশা তাঁর এখনও আছে। না থাকলেও এসব কৃত্য তাঁকে আজ করতেই হত। এটা পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য।

পরের দিন দুপুর বেলায় এলেন উকিল স্ট্যাণ্ডিশ। আত্মীয়েরা ত আছেনই। স্ট্যাণ্ডিশের সঙ্গে দেখা গেল সেই ব্যাং-মুখো ভদ্রলোককে, যদিও গতকাল মৃত্যুভোজে তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

ফেদারস্টোনের মৃত্যু শয্যাতেই পাওয়া গিয়েছিল সিন্দুকের চাবি। তাই দিয়ে সর্বসমক্ষে সিন্দুক খুললেন স্ট্যাণ্ডিশ। দেদার স্বর্ণমুদ্রা আর কারেন্সি নোট পাওয়া গেল। অগুন্তি দলিল—দস্তাবেজ। তবে সে-সব নিয়ে আপাততঃ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সবাই উদ্‌গ্রীব উইলের বয়ানটি শুনবার জন্য।

উইল রয়েছে দু'খানা। একখানা দুই বছর আগের, একখানা মাত্র মাস খানিকের। আগের খানাই আগে পড়লেন উকিল। তাতে আত্মীয়দের সবাইকেই কিছু কিছু অর্থ দিয়েছিলেন ফেদারস্টোন, যদিও পরিমাণে সে সব খুবই অল্প। বরং আত্মীয়দের তুলনায় ভৃত্যরাই পেয়েছিল বেশী। ঐসবগুলি বাদে আর সব কিছুর উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন পিটার ফেদারস্টোন, তাঁর একান্ত স্নেহভাজন শ্যালকপুত্র ফ্রেড ভিন্‌সিকে।

হায়, ফ্রেড ভিন্‌সির মত ভাগ্যবান আজ কে ছিল দুনিয়ায়, যদি মাস খানিক আগে এ-উইল বাতিল করে বুড়োটা নতুন উইল না করে যেত!

সে-উইলও এবার পড়লেন উকিল।

ভৃত্যদের (এবং মেরি গার্থেরও) প্রাপ্যগুলি যথাপূর্ব ঠিক আছে। কিন্তু আত্মীয়েরা কেউ এক পেনিও পান নি। যথাসর্বস্ব পিটার দিয়ে গিয়েছেন তাঁর ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র যোশুয়া রিগকে। পুত্রই, যদিও তাঁর মা বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না পিটারের। স্ট্যাণ্ডিশ পরিচয় করিয়ে দেবার পরে সবাই চিনল সমাধিক্ষেত্রের সেই ব্যাং-মুখো লোকটিই যোশুয়া রিগ। আর স্টোনহাউসের দরোয়ান স্যামুয়েলও চুপিচুপি কাউকে কাউকে জানাল—এই লোকটিকে গত এক বছরে অনেকবার সে এ বাড়িতে দেখেছে। রাত্রে ছাড়া সে কখনো আসত না, এসেই সোজা চলে যেত কর্তার ঘরে। তার আসা-যাওয়ার কথা যাতে প্রকাশ না হয়, সেদিকে কড়া হুকুম ছিল ফেদারস্টোনের।

———

২

মরা নদীতে বান ডাকলে লোকে সেকথা মনে রাখে যুগ যুগ ধরে। স্টোনহাউসে মালিক-বদলের যে-পালা সদ্য অভিনীত হয়ে গেল, মিডল-মার্চের গ্রাম্য পরিবেশে তার উত্তেজনা হঠাৎ ঢিমিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ছিল না, তবু গেল ঢিমিয়ে। কারণ, ওর চাইতেও নাটকীয় ব্যাপার প্রায় পিঠ-পিঠই ঘটে গেল একটা। এক ধনীর দুলালী, অপ্সরার মত রূপসী কুমারী বরমাল্য দিলেন এক হত-কুৎসিত বুড়ো পাদরির গলায়।

অপ্সরাটি ডোরোথিয়া ব্রুক, টিপটনের তালুকদার আর্থার ব্রুকের ভাইঝি ও উত্তরাধিকারিণী। আর বুড়োটি হলেন এডোয়ার্ড ক্যাসুবন, লোউইট গির্জার রেক্টর। বুড়োর পক্ষে বলবার কথা দুটি মাত্র। প্রথমতঃ লোকটি বিদ্বান, দ্বিতীয়তঃ তিনি ধনীও। কিন্তু তাঁর সে-ধনৈশ্বর্য, তা তার পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন, ডোরোথিয়াকে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা তার মোটেই ছিল না। অপ্সরাটির অন্তরে ভাবালুতার প্রাবল্য একটু অতিরিক্ত, ক্যাসুবনের মুখে বড় বড় আদর্শের কপচানি শুনে শুনে তার মনে হল—এই ঋষিতুল্য মানুষটির জ্ঞান-সাধনার সঙ্গে নিজের জীবনটাকে যদি মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার চেয়ে ভাগ্যের কথা আর কিছুই হতে পারে না।

ক্যাসুবন বৃদ্ধ। অথর্ব নন বটে, তবে পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। এবং দেহের কাঠামোও তেমন মজবুত নয়। আশ্চর্যের কথা, এই ত্রুটিগুলিই তাঁকে আরও বরণীয় করে তুলল ডোরোথিয়ার চোখে। বোন সিলিয়ার মৃদু প্রতিবাদের উত্তরে, ডোরোথিয়া জবাব দিলেন—"যৌবন আর জ্ঞান—এ-দুটোর সহাবস্থান কোন যুগে কোন দেশে কেউ দেখেছে কি? জ্ঞান বস্তুটা তিলে তিলে আহরণ করতে হয়। সেটা সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য। কাজেই ছাখ, সত্যিকার জ্ঞানী কাউকে যদি পেতে হয়,

নবীন যৌবন বা অনিন্দ্য স্বাস্থ্যের অধিকারীদের ভিতর তাঁকে খুঁজে বেড়ানো বোকামি।"

"কিন্তু জ্ঞানীই পেতে হবে, এমন কী কথা?" সিলিয়া বলল—"ক্যাসুবন মশাই যে-ধরনের জ্ঞানের অধিকারী, অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের এবং পুরাতত্ত্বের জ্ঞান, তা সংসারীর জীবনে কোন্ কর্মে লাগে? অল্পস্বল্প লেখাপড়া জেনেও ত হাজার লোক সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। একা তোমারই এত বস্তা বস্তা জ্ঞানের কি প্রয়োজন দেখা দিল?"

"রুচিভেদ, সিলিয়া রুচিভেদ! ডোরোথিয়া উত্তর দিল,—"অল্প-স্বল্প লেখাপড়ার সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং যৌবন নিয়ে স্যার জেমস ত দোর-গোড়াতেই আছেন, তাঁকে উপেক্ষা করে আমি যে মিস্টার ক্যাসুবনের মত জ্ঞানবানকে বরণ করতে যাচ্ছি তাঁর বার্ধক্য এবং অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও, তার একমাত্র কারণ হল এই যে রুচিটা আমার অন্যরকম।" এই অন্যরকমের রুচিটা যে পরিণামে অনর্থকর হতেও পারে, তা ডোরোথিয়ার হিতৈষীরা না বুঝেছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁরা নানা কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইলেন, ডোরোথিয়াকে এই হঠকারিতা থেকে নিরস্ত করার জন্য সত্যিকারের কোন চেস্টা তাঁরা করলেন না। প্রথমেই ধরা যাক ডোরোথিয়ার কাকা মিস্টার ব্রুকের কথা। দু'টি ভাইঝিকেই তিনি প্রাণের মত ভালবাসেন, তাদের কোন সাধ-আহ্লাদে তিনি কখনো বাধা দেন না। বাপ-মা কেউ নেই ওদের, ব্রুক নিজেও নিঃসন্তান বিপত্নীক, ওঁর সব স্নেহের অধিকারিণী এই দু'টি মেয়েই। তার উপরে সোনায় সোহাগা, ডোরোথিয়াকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও একটু করেন তিনি। কারণ, অনেক দিক থেকেই ডোরোথিয়া অন্য পাঁচজন লোকের চাইতে স্বতন্ত্র। বিশ্বজগৎকে সে অন্যরকম চোখে দেখে। ব্রুক বা স্যার জেমস যেখানে প্রজাদের কথা চিন্তা করেন একমাত্র খাজনা আদায়ের প্রসঙ্গ উঠলে, ডোরোথিয়া সেখানে শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে ঐ গরিবদের সম্বন্ধে ভূ-স্বামীদের যা দায় ও দায়িত্ব, তার অর্ধেকটাও তাঁরা কেউ বহন করছেন না। ওদের পেটে অন্ন নেই, ঘরের চালে ছাউনি নেই, গায়ের চামড়ায় এক পর্দা ময়লা জমেছে সাবানের অভাবে, পরনের জামায় সেলাইয়ের উপরে সেলাই, গিঠের উপরে গিঠ। এ নিয়ে তর্কও সে করে কখনো কখনো। ব্রুক হেসে উড়িয়ে দেন তার

সব আপত্তি—"আর এই কয়টা দিন চুপ করে থাক মা, আমি মরলে ত প্রজা সব তোরই হবে, তখন ওদের সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে পরাতে পারবি।"

আর স্যার জেমস? সে-বেচারী নিজেই ছিলেন ডোরোথিয়ার পাণিপ্রার্থী, তার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে নিজের আখের নষ্ট করতে যাবেন তিনি কোন্ সাহসে?

অবশ্য আখের এইবারে নষ্ট হলই যখন,—

না, তবু স্যার জেমস তর্ক করবেন না ডোরোথিয়ার সঙ্গে। প্রজাদের কুঁড়েগুলোর উন্নতিসাধনের একটা পরিকল্পনা ডোরোথিয়ার ছিল, তারই নকশাগুলো চেয়ে নিয়ে তিনি নিজের প্রজাদের গৃহসংস্কারে লেগে গেলেন কোমর বেঁধে। নিজের সংসারে এবং অন্তরঙ্গমহলে অসন্তোষের গুঞ্জন এইভাবে যদিও নিরস্ত করল ডোরোথিয়া, সমাজপতি মুরুব্বিদের তীক্ষ্ণ সমালোচনার মোকাবিলা করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। ফ্রেডের মা মিসেস ভিন্‌সি, পাশের গাঁয়ের এক পাদরির গিন্নী মিসেস ক্যাডওয়ালাডার, এবং অন্য এক পাদরির মা মিসেস ফেয়ারওয়েদার, সবাই এক বাক্যে মুণ্ডপাত করতে লাগলেন বুড়ো শকুন ক্যাসুবনের, এবং তারস্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন যে ডোরোথিয়ার এ-বিয়ে এক্ষুণি বন্ধ করে দেওয়া উচিত মিস্টার ব্রুকের, সে-ক্ষমতা অভিভাবক হিসাবে তাঁর আছে। কারণ ডোরোথিয়ার বয়স এখনও একুশ হয় নি।

ব্রুকের কানে পৌছালো এসব কথা, কিন্তু মুরুব্বিদের শাসানির চাইতে ভাইঝির একগুঁয়েমিকে তিনি সমীহ করেন বেশী। তিনি নড়ে বসবার কোন চিহ্ন দেখালেন না। আর ডোরোথিয়া? সমালোচনা-গুলো তার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে ক্যাসুবনের সঙ্গে গভীর গবেষণায় ব্যস্ত। ক্যাসুবন আজ ত্রিশ বৎসর ধরে প্রস্তুত হচ্ছেন—একখানা যুগান্তকারী বই লিখবার জন্য। 'একখানা বই' বলা ভুল হল, একটা বহু খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থমালা। বিষয়টা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী-সমূহের উৎস নির্ণয় ও সামঞ্জস্য বিধান। ক্যাসুবনের বিশ্বাস যে বইখানা ছেপে বেরুলে দেশে দেশে একটা উত্তাল আলোড়ন উঠবে পণ্ডিত-সমাজে। অন্ধকারে আলোক দেখতে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠবেন

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা, এবং ক্যাসুবনের অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হবে অনন্য প্রতিভার অধিকারী বলে।

প্রস্তুতি চলছে ত্রিশ বৎসর ধরে। কাগজ লিখেছেন ক্যাসুবন পর্বতপ্রমাণ। পাণ্ডুলিপি নয় তা বলে। যা লিখেছেন, তা সবই টুকরো টুকরো তথ্য, স্মারকপত্র, টীকা বা মন্তব্য। নানাদেশের পুঁথিকেতাব শিলালিপি থেকে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত। এইগুলিই হল ভিত্তিপ্রস্তর, যার উপর পাণ্ডুলিপিরূপ সৌধ গড়ে তুলবেন ক্যাসুবন।

কিন্তু গাঁথুনির কাজ শুরু করার আগে এই সব টুকরো তথ্যকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া দরকার। সে বড় অল্প পরিশ্রমের কাজ নয়। একা যদি সব কাজ করতে হয়, ক্যাসুবনের বাকী পরমায়ুতে তা কুলোবে কিনা, সন্দেহ আছে যে, পাণ্ডুলিপিতে হাত দেওয়া ত পরের কথা, এই প্রারম্ভিক পর্যায়ই তিনি শেষ করে উঠতে পারবেন না কোনদিন।

অতএব দরকার একজন সহকারীর। সেক্রেটারি জাতীয় কেউ একজন, ক্যাসুবনের নির্দেশমত যে এই অত্যাবশ্যকীয় কাজটা করে দেবে তার সমুখে বসে। কিন্তু বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাবে কোথায়? কাগজগুলি হাত করে সেক্রেটারি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাটি যে সরে পড়বেন না দূরদেশে এবং সেখানে গিয়ে ঐগুলির সাহায্যে নিজে একখানা বই ছেপে দেবেন না নিজের নামে, তার নিশ্চয়তা কী? তথ্যগুলি ত অমূল্য বলেই ধারণা ক্যাসুবনের! হীরে জহরতের চেয়ে ওগুলি বেশী লোভনীয় মনে হবে মর্মগ্রাহীর পক্ষে।

উঁহুঁ, সেক্রেটারি নয়। খাল কেটে কুমীর আনতে পারেন না ক্যাসুবন। সে-কুমীর ক্যাসুবনকেই গিলে ফেলার ফিকির খুঁজবে। না, সেক্রেটারি নয়। চাই একটা শিক্ষিতা এবং পতিব্রতা স্ত্রী। যে ভূতের মত খাটতে রাজী হবে, এবং খাটবে প্রাণের টানে, মাইনের খাতিরে নয়।

তা, ভাগ্য ভাল ভদ্রলোকের। শিক্ষিতা এবং মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিতা মেয়েই পেয়ে গেলেন একটি। পতিব্রতাও অবশ্যই হবে এ-মেয়ে, ওর আদর্শনিষ্ঠাই ওকে করবে স্বামিগতপ্রাণা। তার উপর ফাউ হিসাবে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে, ক্যাসুবন নিজে তার উপরে বেশী

মূল্য আরোপ না করলেও যুগধর্ম অনুযায়ী সেটাও তুচ্ছ করার বস্তু নয়। অর্থাৎ কিনা, ডোরোথিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য। ফাউ বটে, কিন্তু ফ্যালনা নয়।

কোথায় পঞ্চাশ, কোথায় কুড়ি। বয়সের এই মারাত্মক ফারাক সত্ত্বেও ক্যাসুবন যে বিবাহের প্রস্তাব করতে সাহস পেয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় যে কী অভ্রভেদী তাঁর আত্মপ্রত্যয়। এমনিধারা ভাবই তিনি ডোরোথিয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় প্রকাশ করেছেন যে তাঁর এই মহতী সাধনায় সহযোগিতার সুযোগ পেয়ে ডোরোথিয়ার উচিত নিজেকে ধন্য বিবেচনা করা। আর আশ্চর্য এই যে ডোরোথিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়েছে ক্যাসুবনের এই উদ্ভট দাবিতে।

বিয়ে হয়ে গেল। সারা মিডলমার্চ ঢিঢিক্কারে মুখর। ফেদার-স্টোনের উইলের চেয়েও জব্বর কেলেঙ্কারি ঘটে গেল একটা। দুইচার বছরের জন্য একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয় জুটে গেল নিষ্কর্মা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বর্গের। এ বিয়ে যে সুখের হতে পারে না, সে-বিষয়ে এখন থেকেই সর্বসাধারণ ষোল-আনা একমত।

নববিবাহিত দম্পতীকে মধুচন্দ্রমা যাপনের জন্য কিছুদিন স্থানান্তরে যেতে হয়, ক্যাসুবনদম্পতী গেলেন রোমে।

রোমের নাম শুনে ডোরোথিয়া স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হয়েছিল প্রথমে। কারণ সারা পৃথিবীতে রোম মহানগরী যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান, তাতে ত আর সন্দেহ নেই কিছু! কিন্তু তার সে-আনন্দ মন্দা পড়তেও দেরি হল না বেশী। মন্দা পড়ে এল ক্যাসুবনের কথাতেই।

ব্যাপারখানা এই, ক্যাসুবন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে বোন সিলিয়াও চলুক ডোরোথিয়ার সঙ্গে। সিলিয়া ঝেড়ে অস্বীকার করেছে। একে ত নবদম্পতীর পিছনে পিছনে লেজুড়ের মত ঘোরা যে-কোন অবস্থাতেই যে-কোন একাকিনী রমণীর পক্ষে নিছক বিড়ম্বনা একটা, তায় আবার সে আন্তরিকভাবেই পছন্দ করে না ক্যাসুবনকে। তার এখনও বিশ্বাস, ডোরোথিয়া মারাত্মক একটা ভুল করল ক্যাসুবনকে বিয়ে করে, এবং ক্যাসুবনও ডোরোথিয়াকে বিয়ে করে পরিচয় দিলেন নির্ভেজাল স্বার্থপরতার।

যা হোক, সিলিয়া যাচ্ছে না শুনে ক্যাসুবন বেশ খানিকটা আক্ষেপ করলেন। "ও গেলে তুমি আনন্দে থাকতে পারতে"—বললেন ডোরোথিয়াকে।

ডোরোথিয়া ত অবাক্! মধুচন্দ্রমা যাপন করতে গিয়ে নববধূকে আনন্দের জন্য বোনের মুখাপেক্ষিণী হতে হয়, এমন কথা সে আগে কখনও শোনে নি। মধুচন্দ্রমা জিনিসটার উদ্ভাবনই ত হয়েছিল একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে! সে-উদ্দেশ্য হল এই যে অন্য আত্মীয়বন্ধুদের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে থাকবে ক্রমাগত, এবং এইভাবেই তারা 'দুই দেহে একটি প্রাণ' কথাটাকে সার্থক করে তুলবে ক্রমশঃ। কিন্তু ক্যাসুবন ত দেখা যাচ্ছে সে-প্রবাদে বিশ্বাসী নন!

ডোরোথিয়াকে নির্বাক দেখে ক্যাসুবনই নিজের বক্তব্যটা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন তাকে—"কথাটা কী জান, রোমে যাওয়াটা আমার পক্ষে হবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা। মধুচন্দ্রমা ছাড়াও অন্য গরজ আছে আমার ওখানে যাওয়ার। সে-গরজ অনেক দিনের। যাই-যাই করেও গিয়ে উঠতে পারি নি। রোমের মিউজিয়ামে এমন সব পুঁথিপত্র আছে, যা না পড়লে গ্রীক ও রোমান পুরাণ-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান জন্মাতেই পারে না। আমি যে-গ্রন্থ রচনা করতে যাচ্ছি, তার অনেকখানি উপকরণ এখনো রয়ে গেছে ঐ মিউজিয়ামের চার দেয়ালের মধ্যে।"

একটুখানি চুপ করে থেকে তিনি যেন সেই মিউজিয়ামেরই উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মনে মনে। তারপরে ডোরোথিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু যেন সংকুচিতভাবেই বললেন আবার—"রোমে গিয়ে ত আমি ডুবে যাব পড়াশোনায়। তিন মাস ওখানে থাকতে পারব আমরা, সারাদিন মিউজিয়ামে কাটালেও, যা পড়া দরকার, তার অর্ধেকও পড়ে শেষ করতে পারব না হয়ত। কাজেই দেখ, আমার সঙ্গ তুমি খুবই কম পাবে রোমে। সিলিয়া যদি সঙ্গে যেত, তোমরা দুটিতে মনের আনন্দে ক্যাপিটল, পার্থেনন, সেণ্টপিটারের গির্জা, কলোসিয়াম দেখে দেখে বেড়াতে, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে পারতাম মিউজিয়ামে বসে।"

কথাগুলো ক্যাসুবনের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী খুবই যুক্তিসংগত।

বু সেগুলি যে ডোরোথিয়ার কাছে খুবই তিতো লাগল, সেজন্য কেউই বোধ হয় তাকে দোষী করতে পারবে না। দুই বোনে ক্যাপিটল, কলোসিয়াম দেখে বেড়ানো? তা ত ওরা অনায়াসে বেড়াতে পারত, ক্যাসুবনের সাথে ডোরোথিয়ার বিয়েটা না ঘটলেও!

যা হোক, সিলিয়া গেল না। ক্যাসুবনও নিজের কর্মসূচী সম্পর্কে যে-পূর্বাভাস ডোরোথিয়াকে দিয়ে রেখেছিলেন মিডলমার্চে বসে, নিষ্ঠার সঙ্গে তাই অনুসরণ করে চললেন রোমে পৌঁছোবার পরে, অর্থাৎ প্রাতরাশ সমাধা করেই তিনি মিউজিয়ামে চলে যান। লাঞ্চ কোথায় খান, তা তিনিই জানেন। বাড়ি ফেরেন ডিনারের আধঘণ্টা আগে। ডিনারের পরেও তাঁর এক মিনিট সময় নেই, ডোরোথিয়ার সঙ্গে কথা কইবার মত। সারাদিন দ্রুতহস্তে যেসব নোট নিয়েছেন মিউজিয়ামে বসে, বাড়ি এসে এখন সেগুলি পরিষ্কার করে লিখে রাখতে হবে অন্য খাতায়। দিনের কাজ সেইদিনই শেষ করা চাই। কাজ জমতে দিলে আর বাগে আনা যাবে না।

ডোরোথিয়া এখন কী করে?

প্রায়ই বাড়িতেই বসে থাকে একা একা। কোন কোন দিন অবশ্য বেরিয়েও পড়ে মরিয়া হয়ে। সুযোগ যেটা এসেছে, তার সদ্ব্যবহার সে কেন করবে না? ক্যাসুবনের উপরে রাগ করে ফল কী? সে-ভদ্রলোক কাজ নিয়েই পাগল। হাজার বছরের পুরোনো পুঁথির একটা ছেঁড়া পাতার দাম তাঁর কাছে এই অনিন্দ্যযৌবনা নববধূর মুখের হাসির চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। এমনটা যে হবে, তা আগে জানলে—

না, এখনও সে-স্তরে পৌঁছোয় নি ডোরোথিয়ার নৈরাশ্য। আশাভঙ্গের বেদনা যতখানি মর্মন্তুদ হলে বলে ওঠা যায়—"এ-বিয়ে না করলেই ভাল ছিল", ততখানি হয় নি এখনো। অথবা এই কথা বললেই হয়ত সত্যি কথা বলা হয় যে সে-বেদনাকে 'পতিব্রতার কর্তব্য', 'বিধির বিধান' প্রভৃতি গাল-ভরা বুলির কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ডোরোথিয়ার তরফ থেকে অনেক দিন আগেই শুরু হয়েছে।

সেকথা থাকুক, মাঝে মাঝে একাই বেরিয়ে পড়ে ডোরোথিয়া, আজও বেরিয়েছে। মিউজিয়ামেই গিয়েছে। ওখানেই সে বেশী যায়।

ও-বাড়িটার আকর্ষণ এই কারণেই ওর কাছে বেশী যে ক্যাসুবনও সশরীরে বর্তমান রয়েছেন ওরই অন্য এক মহলে। তিনি আছেন পুঁথি নিয়ে মশগুল হয়ে, ডোরোথিয়া ভান করছে প্রাচীন শিল্পগুরুদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণের। ভান! ভান ছাড়া কিছু নয়। মনের অবস্থা যেরকম থাকলে শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। ডোরোথিয়ার মন সে-অবস্থায় নেই এখন।

একটা ছবির নীচে দাঁড়িয়ে আছে ডোরোথিয়া। চোখ তার ছবির দিকে নয়, কক্ষতলের দিকে। বিরাট একটা গ্যালারি, তাতে দর্শকের সংখ্যা কিন্তু কম। দুই একজন যারা আছে তারাও দূরে দূরে। নিকটে কেউ থাকত যদি, আর কোন কারণে ডোরোথিয়ার সেই পদ্মপলাশ আঁখির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত যদি, তাহলে সে সবিস্ময়ে দেখত যে সে-আঁখি তপ্ত অশ্রুতে টলমল করছে।

কান্না এখন সঙ্গের সাথী। থাকে থাকে, আচমকা জলে ভরে আসে দু'চোখ। কখন আসে, খেয়ালই করতে পারে না ডোরোথিয়া। আজও তাই হয়েছে। এখনও সে-জল চোখ থেকে মুছে ফেলার কথা মনে হয়নি তার। মনে হবে, দু'চার ফোঁটা গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামবার পরে।

জল-ভরা চোখে কক্ষতলের দিকে তাকিয়ে আছে ডোরোথিয়া, হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর তার কানে এলো। চমকে উঠল ডোরোথিয়া, কে এ? তাড়াতাড়ি রুমালে চোখ মুছে ফেলল, কিন্তু পিছন-পানে ফিরে তাকানো যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করল না। পরিচিত কারও সঙ্গে যদি এখানে দেখা হয়ে যায়, খুশী হবে না ডোরোথিয়া। নববধূ মধুচন্দ্রমায় বিদেশে এসে একা একা চিত্রশালা দেখতে এসেছে। স্বামী তার সঙ্গে নেই, এ-পরিস্থিতি একান্তই লজ্জাকর। নিজে থেকে সে ধরা দেবে না এ-সময়ে। তবে ওপক্ষ যদি ঘনিয়েই আসে—

এল সে ঘনিয়ে। কণ্ঠস্বরটা এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল, তার পরে একটুখানি ঘুরে একেবারে চোখোচোখি তাকাল ডোরোথিয়ার দিকে। ডোরোথিয়া দেখল—টুপি হাতে নিয়ে হাসিমুখে সমুখে দাঁড়িয়ে আছে উইল ল্যাডিসলস।

"শুভদিন, মিসেস ক্যাসুবন, এখানে আপনাকে দেখব, ভাবতেই পারি নি"—বলল ল্যাডিসলস।

"শুভদিন, আমিও ঐ কথাই বলতে পারি, মিস্টার ল্যাডিসলস", মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করতে করতে ডোরোথিয়া জবাব দিল—"আমরা জানতাম বটে যে আপনি সারা ইউরোপ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে রোমে উপস্থিত থাকবেন আপনি—মানে চিঠিপত্র ত আপনি লেখেন না—"

উইল ল্যাডিসলসের পূর্বকথা এখানেই কিছু বলে নেওয়া দরকার। ও হল ক্যাসুবনের মাসীর পৌত্র। মাসী জুলিয়া বিয়ে করেন এক পোল ভদ্রলোককে। পোল্যাণ্ড থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন রাজনৈতিক কারণে। বসবাস করছিলেন লণ্ডনে। নানা ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। সেই সব ভাষার অধ্যাপনা করেই তিনি কোনরকমে জীবিকার সংস্থান করছিলেন। জুলিয়া বড়লোকের মেয়ে, শখে পড়ে রুশভাষা শিখতে গেলেন উক্ত ল্যাডিসলসের কাছে, এবং কয়েকমাস পরেই সেই চাল-চুলোহীন বিদেশীকে করে বসলেন বিবাহ।

জুলিয়ার বাবা অর্থাৎ ক্যাসুবনের মাতামহ বনেদী বড়লোক। তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন জুলিয়ার উপরে। অপুত্রক বৃদ্ধের দু'টি মাত্র মেয়ে—বড় মেয়ে ঐ জুলিয়া, এবং ছোট মেয়ে সুজানাই পরে হয়েছিলেন ক্যাসুবনের মা। রাগের বশে তিনি জুলিয়াকে ত্যাগ করলেন একেবারে, মৃত্যুকালে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি—দিয়ে গেলেন সুজানাকে। ফলে সুজানার পুত্র ক্যাসুবন এখন রীতিমত ধনী, আর জুলিয়ার পৌত্র উইল ল্যাডিসলস আজ পথের ভিখারী।

পথের ভিখারী, কারণ দুই পুরুষ আগের সেই বহুভাষাবিদ ল্যাডিসলস বা তার পুত্র, কেউই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি ইংরেজের দেশে। উদরান্নের জন্য লড়াই করতে করতে দু'জনই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, অপরিসীম দৈন্যদশার মধ্যে। ক্যাসুবনের বয়স যখন চল্লিশ, তখন তিনি খবর পেলেন যে তাঁর মাসীর একমাত্র পৌত্র, দশ বৎসর বয়স্ক বালক উইল ল্যাডিসলস মানুষ হচ্ছে একটা অনাথ আশ্রমে।

ক্যাসুবনের প্রশংসা না করে উপায় নেই। খবরটা শুনে মর্মাহত হলেন তিনি। অস্থির হয়ে উঠলেন বিবেকের দংশনে। ছিঃ ছিঃ—ঘোরতর অন্যায় হয়েছে এটা। মাতামহের অগাধ সম্পদ ষোল-আনাই

ভোগদখল করে যাচ্ছেন তিনি একা। আর সেই মাতামহেরই অন্য এক দৌহিত্রের একমাত্র পুত্র নিঃসহায় নিঃসম্বল দরিদ্র হিসাবে ভর করতে বাধ্য হয়েছে বারোয়ারি দাক্ষিণ্যের উপরে। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ পৈতৃক ঐশ্বর্যের উপরে ত তুল্যাধিকারই সুজানা আর জুলিয়ার। অবশ্য সেই পিতার নির্দেশেই সে-ঐশ্বর্যের অংশ থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন জুলিয়া। কিন্তু কে বলতে পারে যে সে-নির্দেশটাই ছিল অভ্রান্ত এবং পক্ষপাতশূন্য।

জুলিয়ার অপরাধ আর কিছু ছিল না। বিবাহ করেছিলেন বিদেশী এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে। তা, বিবাহের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর স্বাধীন ইচ্ছাকে কি এদেশে স্বীকৃতি দেয় নি আইন এবং সামাজিক প্রথা? সেদিক দিয়ে বিচার করলে, বৃদ্ধ সেই মাতামহের নির্দেশকে নিষ্ঠুর খামখেয়াল ছাড়া আর কী বলতে পারেন ক্যাসুবন।

অনেক ভেবে ভেবে ক্যাসুবন নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে, এমনিভাবে একটা প্রতিকার করতে হবে সেই ঠাকুর্দার আমলের মারাত্মক ভুলের। এমন কিছু করতে হবে, যাতে একদিকে বালক ল্যাডিসলস মানুষ হওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। অন্যদিকে ক্যাসুবনও অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

ক্ষতি—? তা, মাতামহের ভুল শোধরানোর জন্য যদি সমস্ত বিষয় আশয়ের চুলচেরা আধাআধি বখরা দিতে হয় ল্যাডিসলসকে। তাতে ত অপূরণীয় ক্ষতিই হবে ক্যাসুবনের! এমন কি, যে-যুগান্তকারী গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রচারের জন্য তিনি ত্রিশ বৎসর ধরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যাচ্ছেন, তাও ত কোনদিন ছেপে বেরুবে না আর! সে-ব্যাপার যে অমিত ব্যয়সাধ্য!

না, ক্যাসুবন কার্পণ্যও যেমন করবেন না, বেহিসেবী উদারতাও তেমনি দেখাতে যাবেন না। বলতে গেলে, যেটুকু তিনি করতে চাইছেন, সেটুকুও ত তিনি বাধ্য নন করতে। আইন ত তাঁরই পক্ষে! সমাজও ত তাঁকে নিন্দা করছে না উন্মার্গগামিনী মাসীর নাতিকে রাজপাটে না-বসানোর জন্য! বস্তুতঃ সে-ছোকরার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ত কেউ ওয়াকিবহাল নয়!

অতএব ক্যাসুবন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি এবং সুবিধামত বিবেকের সঙ্গে আপোসরফা করলেন একটা। একটা বার্ষিক ভাতা তিনি উইল ল্যাডিসলসকে দেবেন, যাতে ভদ্রোচিত গ্রাসাচ্ছাদনের এবং শিক্ষালাভের

সুযোগ সে পায়। যতদিন শিক্ষা তার সম্পূর্ণ না হবে, ততদিনই সে পেতে থাকবে এই ভাতা॥

ব্যস, আর কী করতে পারেন ক্যাসুবন ?

এই ব্যবস্থাই চলেছে এতদিন। এই দশ বৎসর ধরে। ল্যাডিসলস এখন বিশ বৎসরের যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করেছে।

বিয়ের আগে ক্যাসুবন একদিন ব্রুক-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন লোউইক ম্যানরে, নিজের বাড়িতে। সেইদিন সেখানে ল্যাডিসলসকে দেখেছিল ডোরোথিয়া। তারই সমবয়সী একটি সুদর্শন যুবক। কালো কালো কোঁকড়া চুলে কাঁধ পর্যন্ত ঢাকা, বড় বড় ধূসর চোখের দৃষ্টি থেকে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের কশাঘাত ঠিকরে পড়ছে বিশ্ব-সংসারের মুখের উপর।

ম্যানরে বিস্তীর্ণ বাগান, তারই এক নিভৃত কোণে অপরাহ্ণ রৌদ্রে বসে সে ছবি আঁকছিল তখন। ক্যাসুবন পরিচয় করিয়ে দিলেন—"এটি আমার মাসীর নাতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে। আমি আইন পড়তে বলেছিলাম, তাতে ওর ইচ্ছে নেই। বলছে দেশভ্রমণে যাবে। তা যাক, শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে পর্যটন খুবই দরকার।"

ল্যাডিসলস উঠে দাঁড়িয়েছিল ওঁদের দেখেই। মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ঘুরিয়ে এমন ভাবে একটা অভিবাদন নিবেদন করল যে প্রত্যেকেই মনে করলেন শিষ্টাচরণটুকুর লক্ষ্য বিশেষ করে তিনিই।

ক্যাসুবনের সদয় উক্তির জবাবে সে স্মিতমুখে জানাল "সর্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা ত অনেক বড় জিনিস; তার দিকে নজর দেব, এতখানি উচ্চাশাপরায়ণ আমি নই। তবে পিতৃব্য যখন দয়া করে পর্যটনের ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়েছেন, ইউরোপের নানাদেশে ছড়ানো চিত্রকলার পীঠস্থানগুলি আমি দেখে আসব। বংশানুক্রমে ল্যাডিসলসেরা চারুশিল্পের সাধক। আমার ঠাকুর্দা, আমার বাবা, আমার মা পর্যন্ত, সবাই তাই। আমার আশা, আমি ছবি আঁকব প্রাচীন গুরুদের আদর্শ অনুসরণ করে, তাতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারি বা না পারি, কোন রকমে জীবিকার সংস্থান হয়ে গেলেই আমি খুশী।"

ডোরোথিয়া লক্ষ্য করেছিল—ক্যাসুবনের মুখখানা তখন অন্যদিকে ঘোরানো ছিল, এবং সে-মুখের ভাবখানা ছিল অপ্রসন্ন।

৩

সেই দেখা, আর এই দেখা। ক্যাসুবনের বিয়ের সময় ল্যাডিসলস লোউইকে ছিল না। তার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল ইউরোপ পর্যটনে।

জিনিসটা কি একটু দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল কারও কারও? বিশেষ করে তালুকদার ব্রুকের এবং ডোরোথিয়ার নিজের? আত্মীয় স্থানে ত ক্যাসুবনের ত্রিশূন্য একেবারে। ন মাতা, ন পিতা, ন বান্ধবঃ। তবু ছিল ঐ ল্যাডিসলস, দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও আত্মীয় ত বটেই! আর ঘনিষ্ঠতা নেই, এমন কথাও বলা চলে না। দশ বৎসর ধরে যার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে যাচ্ছেন ক্যাসুবন, বিয়ের সময় তাকে নিমন্ত্রণ না করার হেতু কী থাকতে পারে? আর নিমন্ত্রণ করলেও ল্যাডিসলস কয়টা দিন থেকে যেতো না লোউইকে, এমন কথাই বা মনে করা যায় কেমন করে? কথাবার্তায় তাকে ত অভদ্র মনে হয় নি!

সে যা হোক, ছিল না ল্যাডিসলস বিয়ের সময়। ডোরোথিয়ার সঙ্গে সেই একবার কয়েক মিনিটের জন্য যা দেখা হয়েছিল লোউইক ম্যানরে, তার পরে একেবারে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার সুদূর রোম নগরে।

অপ্রত্যাশিত উভয়তঃই। ডোরোথিয়া শুনেছিল যে ল্যাডিসলস পর্যটনে গিয়েছে। কবে সে কোথায় যাবে, সে-খবর ক্যাসুবন রাখেন নি। তিনি এক বৎসরকাল ওর ব্যয়টা চালিয়ে যাবেন, এই রকম কথা ওকে বলে রেখেছেন আগেই, এবং সেই ব্যয়টা কত হতে পারে, একটা আনুমানিক হিসাব করে ওরই নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন অর্থটা। ব্যস, তিনি ত মনে করেন যে ল্যাডিসলসের সম্পর্কে আর কিছু করণীয় নেই তাঁর। এখন সে যেখানে যাক, যা-খুশী করুক, ক্যাসুবনের জানার কী দরকার?

কাজেই তিনি জানেন না, এবং কাজে কাজেই জানে না ডোরোথিয়াও। এখন তাই হঠাৎ ল্যাডিসলসকে রোমের মিউজিয়ামে একেবারে নিজের সমুখে দেখতে পেয়ে কেনই বা অবাক্ হবে না সে?

পক্ষান্তরে, অবাক্ হওয়ার সংগত কারণ ল্যাডিসলসেরও আছে। বিয়ের পরে দম্পতী যেখানে হোক এক জায়গায় যায়, তা ঠিক। কিন্তু দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে ক্যাসুবন দম্পতী ঠিক রোমেই এসে হাজির হবেন, এমনটা কেমন করে ধারণা করবে ল্যাডিসলস? ডোরোথিয়াকে সে প্রথম লক্ষ্য করেছিল দূর থেকেই। আনতমুখী ঐ ভদ্রমহিলা যে তার পরিচিতা কেউ হতে পারেন, এমন কল্পনাই উদয় হয় নি তার মস্তিষ্কে। সঙ্গে ছিল এক জার্মান বন্ধু। একটু বুঝি রসালাপই তার সঙ্গে চলছিল একাকিনী ঐ তরুণীকে উপলক্ষ করে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করবার মতলবে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেত্রাহত সারমেয়ের মত সংযত হয়ে গেল চোখের পলকে। টুপি হাতে নিয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল আনত হয়ে, আর অকৃত্রিম সৌজন্যের সঙ্গে কোমলকণ্ঠে বলে উঠল—"কী তাজ্জব ব্যাপার! মিসেস ক্যাসুবন! আপনি এখানে?"

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ডোরোথিয়া হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তৎক্ষণ, ল্যাডিসলসকে করস্পর্শের সুযোগ দেওয়ার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে—"আমরা ত প্রায় দুইমাস হল এসেছি এখানে। মিস্টার ক্যাসুবন এই মিউজিয়ামেই পড়াশুনা করছেন এই মুহূর্তে। আমি একটু এদিক ওদিক দেখে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আপনার কথা বলুন। আপনি কোথা থেকে এলেন এবং কবে এলেন, কী করে বেড়াচ্ছেন?"

"এলাম জার্মানি থেকে। হপ্তা খানিক এসেছি। এক জার্মান বন্ধুর, স্টুডিয়ো আছে এখানে। তার কাছে ছবি আঁকা শিখছি। আপনার হয়ত মনে না থাকতে পারে, লোউইক ম্যানরে সেই যেদিন দেখা হল, আমি বলেছিলাম ত যে চিত্রশিল্পে হাত মক্‌শ করাই আমার এখনকার কাজ।"

মধুর হেসে ডোরোথিয়া বলল—"আপনি অতিরিক্ত বিনয়ী। মক্‌শ করার পর্যায় আপনি অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছেন। সেদিন লোউইক ম্যানরে ছবি আঁকছিলেন আপনি। ছবিখানি আমি দেখেছিলাম যে! বিকাল বেলার রাঙ্গা আলো মেঘলা আকাশে সুন্দর ফুটিয়েছিলেন আপনি।"

ডোরোথিয়ার মুখে এই প্রশংসাটুকু শুনে ল্যাডিসলসের সুন্দর

মুখখানি আনন্দে আরক্ত হয়ে উঠল। স্বভাবতঃ সপ্রতিভ হয়েও হঠাৎ সে কথা খুঁজে পেলো না ডোরোথিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাবার।

ডোরোথিয়া ওদিকে বলেই যাচ্ছে—"আপনার বন্ধু একা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি এখন যান। মিস্টার ক্যাসুবন সঙ্গে নেই, এ-সময়ে কারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে আমি স্বভাবতঃই কুণ্ঠা বোধ করছি। আপনি একদিন এসে অবশ্যই দেখা করবেন ত মিস্টার ক্যাসুবনের সঙ্গে?"

ক্যাসুবনেরা আছেন এক হোটেলে, সেখানকার ঠিকানা নিয়ে তখনকার মত বিদায় হয়ে গেল ল্যাডিসলস, জানিয়ে গেল যে পরের দিনই সে দেখা করবে সন্ধ্যাবেলায়। সন্ধ্যাবেলা মানেই ডিনারের অব্যবহিত পূর্বে। সন্ধ্যাবেলায় আসবে, অথচ ডিনারে যোগ দেবে না আত্মীয় হয়েও, এটা বড় ভাল লাগল না ডোরোথিয়ার কাছে। কিন্তু কী করবে সে? ক্যাসুবনকে না জানিয়ে আত্মীয় বা অনাত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করার অধিকার আছে কিনা তার, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ডোরোথিয়া। ক্যাসুবন সময়ে সময়ে ভাব দেখান যেন ডোরোথিয়ার কোন স্বাধীন মত আছে বা থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন না। অবস্থাটা বেদনাদায়ক, সন্দেহ কী? কিন্তু ডোরোথিয়া সে-রকম পরিস্থিতিতে এযাবৎ নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে এসেছে যে প্রতিভা-ধর ক্যাসুবন যেখানে সশরীরে বর্তমান, সেখানে তার মত একটা নগণ্যা নারীর পক্ষে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটাতে যাওয়াটা হাস্যকর স্পর্ধার কাজই হবে শুধু। উনি যা করবেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের, ডোরোথিয়ার এবং সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলজনকই হবে।

আসুক ত কাল ল্যাডিসলস, সন্ধ্যার আগে আসছে যখন, ঐখানেই তাকে বলা যেতে পারবে—"আমাদের সঙ্গে বসে ডিনারটা সেরে যাও"। অবশ্য তা বলা যেতে পারবে, ক্যাসুবনের যদি সে-রকম ইচ্ছে হয়, তবেই। যদি না হয় সে-ইচ্ছে, তাহলে ডোরোথিয়া বুঝবে—'ওকে খেতে বললে তাতে কোন-না-কোন রকম ভয়াবহ ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল কোন-না-কোন দিক দিয়ে।

যা হোক, ল্যাডিসলসকে বিদায় দিয়ে ডোরোথিয়াও হোটেলে ফিরল। দুই মাসের একঘেয়েমি কয়েক মিনিটে কেটে গিয়েছে যেন।

ল্যাডিসলস হঠাৎ এসে যেন একটা রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দিয়ে গিয়েছে ডোরোথিয়ার অন্ধকারাগারে। সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেই পথে অবারিত প্রবাহে এসে তার আতপ্ত ললাটে দিয়ে যাচ্ছে সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ। শুনিয়ে যাচ্ছে আশ্বাসের বাণী। উন্মুক্ত করে দিয়েছে তার চোখের সামনে সূর্যালোকিত ফুল্ল-ফুল-সমুজ্জ্বল উদ্যানবীথি একটি, যার দুইধারে কুঞ্জে কুঞ্জে অঙ্গ লুকিয়ে অজানা রাগিণীর গান গেয়ে উঠছে কোয়েল দোয়েল নাইটিঙ্গেলেরা। দুনিয়া থেকে আনন্দ তা হলে উবে যায় নি?

ক্যাসুবন ফিরলেন সন্ধ্যানাগাদ, শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবার সময় তাঁকে দিতে হবে, ল্যাডিসলসের খবর শোনাবার আগে। হোক. খাওয়া দাওয়া হয়ে যাক, তারপর—

যাঃ, খাওয়াটা খুব তাড়াতাড়ি আজ সেরে ফেললেন ক্যাসুবন। বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করে। "কতকগুলি নোট এনেছি এমন দামী, এক্ষুণি গুছিয়ে পাকা খাতায় তুলে ফেলা দরকার"—এই কথা বলে উঠবার চেষ্টা করছেন টেবিল থেকে। ডোরোথিয়া মরিয়া হয়ে বলে ফেলল—"মিউজিয়ামে আমিও গিয়েছিলাম. চিত্রশালা দেখতে। সেখানে দেখা হয়ে গেল তোমার ল্যাডিসলসের সঙ্গে। সে এক জার্মান বন্ধুর সঙ্গে রোমে এসেছে হপ্তাখানিক আগে। আমাদের ঠিকানা চেয়ে নিল। কাল সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, বলেছে।"

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে ক্যাসুবন শেষকালে বিরসকণ্ঠে জবাব দিলেন—"আসে যদি, আসতে পারে, অবশ্য। কিন্তু এমন বেশী সময় আমার হাতে নেই যে তার সঙ্গে আলাপ করে দশ-পনেরো মিনিটও অপচয় করতে পারি। আর কী প্রয়োজনই বা তার আমার কাছে? ওর সম্পর্কে আমার শেষ কথা তুমি জেনে রাখো ডোরোথিয়া। ওর মাতামহীর উপরে তাঁর বাবা খানিকটা অবিচার অবশ্য করে গিয়েছিলেন। সেই অবিচারের দরুন আমি ক্যাসুবন খানিকটা লাভবান হয়ে থাকি যদি, তার জন্য আমি নিজেকে ঋণী মনে করতে পারি না ল্যাডিসলসের কাছে। আমি তার সাহায্য যেটুকু করেছি, তা নিছক করুণার বশে। সাহায্য করা বাধ্যতামূলক নয় আমার পক্ষে, আইনতঃ ত নয়ই, নীতিগত-ভাবেও নয়। তা ছাড়া, অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে আমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটার মানুষ হয়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা

নেই। বংশের ধারা ধরেছে ও। ওর ঠাকুর্দা, ওর বাবা, এমন কি ওর মা পর্যন্ত, সবাই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে গিয়েছেন। দায়িত্বশীল সামাজিক জীব তাঁরা কেউই ছিলেন না। ও-ছোকরাও সেই পথই ধরেছে। আইন পড়ে ও ব্যারিস্টার হোক, এইরকম মতলব ছিল আমার। তা ওর পছন্দ হল না, ও হতে চাইছে শিল্পী। অর্থাৎ না খেয়ে মরার সম্ভাবনা ওর শতকরা একশো ভাগ। এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীনের সঙ্গে কোন সংশ্রব আমি রাখতে চাই না; রাখতে পারি না যে তা অবশ্য তুমি বোঝো। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম—একটা বছর ওর যা খরচা হয় দেশভ্রমণের জন্য তা আমি দেব। দিচ্ছিও তা, কিন্তু এই শেষ। এর পরে ও আমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাবে না।"

পরদিন যথাসময়ে ল্যাডিসলস এলো। ক্যাসুবন তাকে গ্রহণ করলেন অত্যন্ত উদাসীনভাবে। নিজে থেকে তার ইউরোপ-পর্যটন সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করলেন না, সে নিজে থেকে যখনই সে-প্রসঙ্গ তুলতে গেল, ক্যাসুবন এমন একটা নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে তুললেন মুখে যে বেচারীকে চুপ করে যেতে হল দুই এক কথা বলেই।

কিন্তু দমবার পাত্র নয় ল্যাডিসলস। হঠাৎ সে চলে গেল এক অপ্রত্যাশিত আলোচনায়—"জানেন মামা, আমার জার্মান বন্ধুটির একটা ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

প্রথমতঃ ক্যাসুবন হলেন অবাক্, তারপর হলেন বিস্মিত, এবং সব শেষে ক্রুদ্ধ। কে সে জার্মান বন্ধু? ক্যাসুবনের কী সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে? ভিক্ষা চাইবার কী অধিকার আছে তার, অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোকের কাছে? ভিক্ষা? চাইলেই যদি পাওয়া যেত, তা হলে দুনিয়ায় আর দুঃখ ছিল কী?

"আপনার একটা ছবি সে তুলতে চায়—"

বিস্ময় আরও প্রবল, কিন্তু ক্রোধটা কিঞ্চিৎ প্রশমিত—"আমার ছবি? কেন? কী দরকার? তার স্টুডিয়োতে গিয়ে বসে থাকব, এমন সময় কোথায় আমার?"

অনেকগুলো প্রশ্ন। একটা একটা করে উত্তর দিচ্ছে ল্যাডিসলস—"প্রাচীন ধর্মাচার্যদের কবে নাকি কোথায় একটা মহাসম্মেলন হয়েছিল,

আপনি অবশ্যই জানেন সেসব বৃত্তান্ত, সেই মহাসম্মেলনের একটা বিরাট ছবি আঁকতে শুরু করেছে আমার বন্ধু। সে বলে যে আপনার মাথার যা আদল, তাতে সেণ্ট অ্যাকুইনাসের মাথা বলে ওকে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। কি আপশোস বলুন ত'। সেকালের শ্রেষ্ঠ আচার্য এবং মহামনীষী, তাঁর কোন ছবি বা মূর্তি পৃথিবীতে কোথাও নেই—না এথেন্সে, না রোমে, না আলেকজান্দ্রিয়ায়, না কনস্টান্টিনোপলে। কল্পনার উপরে নির্ভর করে কি আর মহামানবদের ছবি আঁকা যায়? ও বলছিল—এমন সৌভাগ্য আমার হবে, তা ভাবতে পারি নি। সত্যি সত্যি সেণ্ট অ্যাকুইনাসকেই যেন পেয়ে গেলাম। এখন উনি যদি দয়া করেন, তবেই—"

ক্যাসুবনের কণ্ঠস্বর কোমল, স্নেহসিক্ত। ডোরোথিয়ার দিকে এক একবার আড়চোখে তাকাচ্ছেন, সে-তাকানোর অর্থ—"শোনো হে নারী, শোনো, তুমি যাকে বরণমালা দিয়েছ, সে কেউ-কেটা লোক নয়। সেণ্ট অ্যাকুইনাস বলে তাকে ভুল করে বিশেষজ্ঞেরা।"

ল্যাডিসলসকে তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন ততক্ষণে—"আমাকে তোমার বন্ধু দেখল কোথায় যে আমার মাথা সম্বন্ধে তার এমন উঁচু ধারণা জন্মাল?

"আপনি যখন মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এলেন কাল, তখন যে আমরা হলের ভিতরই ছিলাম! বন্ধু আর আমি! সে ত আমায় বার বার বলতে লাগল আপনার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। তা আমি সে-সময়ে কী করে তা সাহস পাই? সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত আছেন আপনি—"

তারপর আরও দুই চারটা ছোটো-খাটো প্রশ্ন, এবং তারপর ছবির ব্যাপারে ক্যাসুবনের সম্মতিদান। এমন কথাও বেরুলো কাঠখোট্টা ক্যাসুবনের মুখ থেকে—"ডোরোথিয়া, কী বল তুমি? ডিনারের সময় ত হয়েই এলো, উইল এখানেই খেয়ে যাক না!"

উইল খেলো, এবং ছবির ব্যাপারে সম্মতি আদায় করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরল। তবে এক্ষুণি নয়, এখন ক্যাসুবন অসম্ভব ব্যস্ত। মিউজিয়ামের কাজ শেষ হোক। শেষ হওয়ার পরেও রোমে হপ্তাখানিক থাকবেন ক্যাসুবন, সেই সময় যাবেন তিনি স্টুডিয়োতে। কয়দিন

লাগবে? একদিনে হলেই ভাল হয়, পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবেন ক্যাসুবন, আর তাঁকে দেখে দেখে চিত্রকর ক্যান্‌ভাসের উপরে তুলির আঁচড় কাটবে, এ জিনিসটাই হাস্যকর লাগছে ক্যাসুবনের। তবে একটা মহৎ সৃষ্টি, সেণ্ট অ্যাকুইনাসের আলেখ্য যখন হতে যাচ্ছে, শত অসুবিধা অগ্রাহ্য করেও তাতে সহযোগিতা করবেন ক্যাসুবন।

সব রকমেই সদয় হয়েছেন ক্যাসুবন, কিন্তু ল্যাডিসলস লক্ষ্য করেছে—ওকে ক্যাসুবন নিজের বাড়িতে দ্বিতীয় বার আসবার অনুরোধ করেন নি, বা এমন অনুরোধও করেন নি যে "আমার ত সময় নেই উইল, তুমি যদি পার তা হলে মাঝে মাঝে এসে ডোরোথিয়াকে নিয়ে যেও শহর দেখাবার জন্য।" সেদিকে হুঁসিয়ার আছেন বৃদ্ধ।

আর ডোরোথিয়া? সে বরং রোমের কোন কিছু না দেখেই দেশে ফিরে যাবে, তবু স্বামীর অমতে বা অজান্তে অন্য পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না। কোন আকর্ষণের খাতিরেই না।

ল্যাডিসলসের সঙ্গে কাজে কাজেই পুরো এক মাসের মধ্যে আর দেখা হল না ডোরোথিয়ার। তারপর অবশ্য, দিন সাতেকের জন্য, ক্রমাগতই দেখা হতে থাকল দুইজনে, সারাদিনের নিবিড় সান্নিধ্যই বলা যায়, স্টুডিয়োর ছোট্ট খুপরির মধ্যে। সাতদিনই লাগল বই কি! ক্যাসুবনের জন্য তিন দিন, আর ডোরোথিয়ার জন্য চার দিন। ডোরোথিয়ারও একখানা ছবি আঁকবার প্রস্তাব যখন করল শিল্পী, ক্যাসুবন আপত্তি করতে পারলেন না। নিজের ছবিতে দোষ দেখতে পেলেন না, স্ত্রীর বেলায় ওজর করবেন কোন্ যুক্তিতে? অবশ্য এটা ঠিক যে ডোরোথিয়ার ছবির প্রস্তাবও উঠবে, এটা জানলে তিনি হয়ত সেণ্ট অ্যাকুইনাস সাজবার প্রলোভনেও যেতেন না স্টুডিয়োতে।

অবশেষে একদিন ক্যাসুবন-দম্পতীকে ছুটি দিতে বাধ্য হল শিল্পী —"অশেষ ধন্যবাদ, আপনাদের আর কষ্ট দেবার দরকার হবে না। ছবি দু'খানারই কাজ অবশ্য বাকী আছে এখনও। তা তার জন্য আপনাদের সমুখে পাওয়ার দরকার হবে না আর। কাজ শেষ হ'লে একখানা করে ছবি আপনাদের আমি পাঠিয়ে দেব, আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। ল্যাডিসলসই বন্দোবস্ত করবে পাঠাবার।"

স্টুডিয়ো থেকে বিদায় নিচ্ছে ডোরোথিয়া। ল্যাডিসলস অতিকষ্টে

সংযত রেখেছে নিজেকে। প্রথম যৌবনে এই প্রথম মর্মদাহের অভিজ্ঞতা তার। অন্তর কী যে চায়, নিজেই বোঝে না তা। শুধু এইটুকু উপলব্ধি করে যে বিশ্বসংসার তিক্ত হয়ে গিয়েছে, দুর্লভকে কাছাকাছি পেয়েও তার দিকে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস তার হয় নি, হবেও না আর কোনদিন।

ল্যাডিসলস রয়েই গেল রোমে। ক্যাসুবন দেশে ফিরলো সস্ত্রীক। তিনমাস বিদেশে থেকে এলেন, স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হবে তাঁর, এইটিই প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু ব্রুক এবং সিলিয়ার মধ্যে এবিষয়ে মতের ঐক্য হল যে ক্যাসুবনের স্বাস্থ্য আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে এখন। ডোরোথিয়াকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বিষণ্ণভাবে বলল— "খারাপ হওয়ারই ত কথা। বাড়িতে যা পরিশ্রম করতেন, রোমে গিয়ে করেছেন তার দ্বিগুণ। প্রাতরাশের পর থেকে ডিনারের আগে পর্যন্ত। সময় মোটে তিন মাস, পুঁথি পড়তে হবে পর্বতপ্রমাণ। এ-ধকল সইবে কেন বুড়ো হাড়ে?"

লোউইকে ফিরেও বিশ্রাম নেই ক্যাসুবনের। নিজের পরমায়ু হয়ত বা শেষ হয়েই এসেছে, এমনি একটা আশঙ্কা তাঁরও মনে জেগেছে বই কি! কিন্তু তা জাগার দরুন তিনি নিজেকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা একবারও চিন্তা করছেন না। বরং সংকল্প করেছেন যে যে-কয়দিন হাতে আছে এখনও, তারই মধ্যে আরব্ধ কাজ তিনি যেভাবে হোক সমাধা করে যাবেন। ত্রিশ বৎসরের প্রস্তুতিকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন না। দিবারাত্রি খাটবেন। শুধু যে নিজে খাটবেন—তাই নয়। খাটিয়ে নেবেন সহধর্মিণীকেও। তাঁর মহতী সাধনার উত্তরসাধিকা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশতঃই না ডোরোথিয়া বিবাহ করেছিলেন তাঁকে, তাঁর বার্ধক্য, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, তাঁর বদচেহারা—সব কিছুকে উপেক্ষা করে?

ডোরোথিয়াকে মনের কথার ইঙ্গিত দিতেই সে কিন্তু উত্তর দিল দ্বিধাগ্রস্তভাবে—"তুমি ভুল বুঝো না আমায়। নিজে আমি উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে রাজী আছি তোমার মহৎ কর্মে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু তোমাকে আমি এ-সময়ে বেশী মেহনত করতে নিষেধ করবই। নিজে তুমি বুঝতে পারছ না যে তোমার স্বাস্থ্য কী পরিমাণে ভেঙ্গেছে। আত্মীয়েরা বলছেন, আমি নিজেও মনে করি তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার কিছুদিন—"

ডোরোথিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্যাসুবন ঘোরতর বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন—"আমার স্বাস্থ্যের ভালমন্দ বিচার করার ভার আত্মীয়েরা না নিলেই ভাল করবেন। আর স্বাস্থ্য যদি ভেঙ্গেই থাকে, সেই কারণেই ত আরও তৎপর হওয়া দরকার আমার। মরবার আগে কাজটা শেষ করে যেতে হবে ত!"

সুতরাং ক্যাসুবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতেই থাকলেন। ডোরোথিয়া তার নির্দেশমত যথাসম্ভব সাহায্য করে চলল তাঁর। পারলে সে সমস্ত কাজটাই নিজের কাঁধে তুলে নিত। কিন্তু হায়, সে-কাজ করবার মত অগাধ পাণ্ডিত্য তার কোথায়? যেটুকু সাহায্য তার পক্ষে করা সম্ভব, তাই করে দিয়ে বাকী সময়টা সে নিরুপায়ভাবে করুণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ক্যাসুবনের দিকে—দেখে তিনি কী আসুরিক পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দুর্বোধ্য গ্রীক লাটিন হিব্রু ভাষার নানা গ্রন্থের আর তাদের টীকা ভাষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কার করার জন্য, নিরুৎসুক বিশ্বমানবের কাছে এইটি প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে যে ভারত—মিসর—আসিরিয়া—গ্রীস—রোম—স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান পুরাণ কথাগুলি আদিতে একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, ওদের সকলেরই মূল প্রতিপাদ্য এক এবং অভিন্ন। মানুষের মন সব দেশে সব যুগে ক্রিয়া করে যাচ্ছে একইভাবে।

দুরূহ বিষয়; কঠোর পরিশ্রম দেহ এবং মস্তিষ্ক উভয়েরই। এবং প্রতিক্রিয়া না হয়ে যায় কোথায়? হঠাৎ লাইব্রেরি ঘরের ভিতরই একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ক্যাসুবন। ডাক্তার লিডগেট এসে বিধান দিলেন—সবরকম পরিশ্রম এখন বর্জন করতে হবে কিছুদিনের জন্য।

ডোরোথিয়াকে গোপনে বলে গেলেন—"খুব সাবধান! এবার উনি সেরে উঠবেন অবশ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বার আক্রমণ হলে ওঁকে আর বাঁচানো যাবে না। ব্যারামটা হল হৃদ্‌রোগ।

সেরে অবশ্য উঠলেন ক্যাসুবন। আর সেই সময়ই এক চিঠি এলো ল্যাডিসলসের। রোম থেকেই সে লিখছে ক্যাসুবনকে যে দুখানা ছবিই শেষ হয়েছে। চমৎকারই হয়েছে। যে দেখছে, সেই প্রশংসা করছে শতমুখে।

ক্যাসুবনের ছবির একখানা প্রতিলিপি লোউইকে পাঠানো হচ্ছে তাঁর

নিজের জন্য। মূল ছবিটা অবশ্য স্টুডিয়োতেই থাকছে ধর্মাচার্য সম্মেলনের সমবেত ছবিতে কাজে লাগাবার জন্য। ডোরোথিয়ার ছবিটা ত তাঁর জন্যই করা হয়েছে, ওর মূলটাই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে লোউইকে।

এই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে গোল আছে কিন্তু। জাহাজে করে পাঠানোর বাধা কিছু নেই, তবে পথে যে দামী ছবি দুখানা লোপাট হয়ে যাবে না, বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, তার নিশ্চয়তা কী আছে? সেইজন্য ল্যাডিসলস ইচ্ছা করেছে—ছবি সঙ্গে নিয়ে নিজেই সে চলে আসবে লোউইকে। তার ইউরোপ পর্যটনের মেয়াদ অবশ্য এক বৎসর ছিল, তার মাস পাঁচেক মাত্র কেটেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তার আর ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না। দরকারও বুঝছে না ঘুরে বেড়াবার। ইউরোপের প্রসিদ্ধ চিত্রশালাগুলি সে দেখে নিয়েছে, বিভিন্ন নামকরা শিল্পীর সাগরেদিও করেছে দুই-এক মাস করে। এখন সে নিজেই একটা স্টুডিয়ো খুলে বসতে পারে লণ্ডনে। পর্যটনের বাবদে যে-অর্থ তার নামে ক্যাসুবন জমা রেখেছেন ব্যাঙ্কে, তার বৃহদংশ এখনও মজুদই রয়ে গিয়েছে। সেই মূলধনই কাজে আসতে পারে স্টুডিয়ো খোলার ব্যাপারে, যদি অবশ্য ক্যাসুবনের তাতে সম্মতি থাকে।

এই ব্যাপারে ক্যাসুবনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় ল্যাডিসলস। কারণ তিনিই হচ্ছেন অভিভাবক এবং একমাত্র হিতৈষী ওর। তাঁর অনুমতি পেলে সে তক্ষুণি রওনা হবে রোম থেকে, ছবি নিয়ে।

চিঠি পড়ে ক্যাসুবন গুম হয়ে রইলেন সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা চিঠিখানা ডোরোথিয়ার হাতে দিয়ে বললেন—"একটা উত্তর দিয়ে দাও ওকে। বলে দাও আমি অত্যন্ত অসুস্থ, বাড়িতে এ-সময়ে অতিরিক্ত লোক না আসাই বাঞ্ছনীয়, কারণ ডাক্তারের কড়া নির্দেশ আছে যে রোগীর যাতে কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য না আসে, সে-বিষয়ে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। ছবি কীভাবে পাঠানো হবে বা না-হবে, সে-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করার দরকার নেই, ল্যাডিসলস যা ভাল বোঝে তা করুক।"

ক্যাসুবন হুকুম জারি করেই খালাস। ডোরোথিয়ার পক্ষে এরকম একটা চিঠি লেখা যে কী বিষম একটা বিরক্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা তিনি ভেবে দেখেন নি একবারও। ভাববার দরকারও দেখেন

সমুখে দাঁড়িয়ে আছে উইল ল্যাডিসলস। [পৃঃ ১৯

নি। একটা লোক বাড়িতে আসতে চাইছে। একেবারে অনাত্মীয়ও সে নয়। গৃহস্বামীর অসুখের অজুহাতে তাকে নিষেধ করার মানে কী হতে পারে? বাড়িতে বাইরের লোক না আসাই ভাল? কেন? চাকর-বাকর নেই বাড়িতে? তাদের দরুণ যদি চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে ক্যাসুবনের, ল্যাডিসলসের জন্যই না ঘটবে কেন? সে নীচের মহলে একখানা ঘরে থাকতে পারে, যেমন আগেও ছিল কিছুদিন। ক্যাসুবনের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ মোটে যাতে না হয়, এমন ব্যবস্থাও অনায়াসে হতে পারে। তবে কেন তাকে নিষেধ করা?

ডোরোথিয়া বিশেষ বিব্রত বোধ করতে লাগল। ক্যাসুবনকে কিন্তু বলতে পারল না যে চিঠিটা ওভাবে লেখা উচিত হবে না। বললেই যে ক্যাসুবন ভীষণ বিরক্ত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই ডোরোথিয়ার। উভয় সংকটে পড়ে সে একটা মধ্যপন্থা আবিষ্কার করতে বাধ্য হল। মিস্টার ব্রুক যখন এলেন ক্যাসুবনকে দেখতে, তখন তাঁকেই ধরে পড়ল— "জেঠামশাই, এই ত ল্যাডিসলসের চিঠি, এর একটা জবাব তুমিই দিয়ে দাও। ওকে নিষেধ করা দরকার, যাতে এ-সময়ে এ-বাড়িতে না আসে। কিন্তু এমন একটা রূঢ় কথা আমি বা কী করে লিখি?"

"তার আর হয়েছে কী"—না-ভেবে-চিন্তে ঝপ্ করে জবাব দিয়ে দিলেন ব্রুক—"আমিই গুছিয়ে লিখে দেব এখন—"

তিনি বাড়ি এসে বেশ গুছিয়েই লিখলেন ল্যাডিসলসকে—

লিখলেন ক্যাসুবনের অসুখের কথা। লিখলেন যে লোউইক ম্যানরে এসময়ে অতিরিক্ত লোকসমাগম বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু উপসংহার করলেন এই বলে যে ম্যানরে যাওয়ার কোন দরকার নেই ল্যাডিসলসের, সে এসে গ্রেঞ্জ-এ থাকতে পারে অনায়াসে। গ্রেঞ্জ হচ্ছে ব্রুকের নিজের বাড়ির নাম।

হ্যাঁ, গ্রেঞ্জ ত বলতে গেলে খালি পড়েই আছে, একা থাকেন ব্রুক সেখানে। কারণ সিলিয়ারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে এই অল্প দিন আগে। হয়েছে স্যার জেমস চেট্টামের সঙ্গে, যিনি ফ্রেশিট গ্রামের জমিদার, একসময়ে যিনি ডোরোথিয়াকে গৃহলক্ষ্মীরূপে লাভ করবার আশা করেছিলেন। ডোরোথিয়া যখন ক্যাসুবনকে বেছে নিল। তখন দিন কতক খুব মন-মরা হয়েই ছিলেন তিনি, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন যে সিলিয়াও কিছু মন্দ মেয়ে নয়, তাকে বিবাহ করেও তিনি অনায়াসে সুখী হতে পারবেন। হ্যাঁ,

বিয়ে হয়ে গিয়েছে সিলিয়ারও। কাজেই গ্রেঞ্জ-এর অতবড় বাড়িটাতে একাই আছেন ব্রুক। ল্যাডিসলস অনায়াসে থাকতে পারে এখানে। থাকে যদি, ভালই থাকবে। সে একাই যে ভাল থাকবে, তাও নয়। ভাল থাকবেন ব্রুক নিজেও। ল্যাডিসলাস নিজে শিল্পী হতে যাচ্ছে। এদিকে ব্রুকও শিল্পী ছিলেন একসময়ে। অনেক ছবি এঁকেছেন যৌবনকালে। সে-সব এখনও সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন লাইব্রেরি ঘরে। বাইরের লোক কেউ বাড়িতে এলে, সগৌরবে তাকে দেখান নিজের আঁকা ছবি। ভদ্রতার খাতিরেই সবাই প্রশংসা করে। ব্রুক বোঝেন যে সে-প্রশংসার দাম নেই কিছু। এবার কিন্তু আশা হচ্ছে যে এমন একটা লোককে তিনি ছবি দেখাতে পারবেন, যে সত্যিকার সমঝদার। ল্যাডিসলস অনেক দেখেছে ছবির বাজারে, সে যদি সুখ্যাতি করে, ব্রুক বুঝবেন যে অতীত দিনের ছবি-আঁকার মেহনত একেবারে বৃথা যায় নি।

আসতে লিখে দিলেন তিনি ল্যাডিসলসকে। তারপর তিনি সেকথা ডোরোথিয়াকে জানাতে ভুলে গেলেন একেবারে।

এ-ভুলের ফল যে কী মারাত্মক হবে, তা ত আর জানতেন না ভদ্রলোক!

ল্যাডিসলস এল, টিপটন গ্রেঞ্জে গিয়ে উঠল, এবং ব্রুকেরই এক ভৃত্যকে দিয়ে ক্যাসুবনের ও ডোরোথিয়ার ছবি দুখানি লোউইক ম্যানরে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একটু ছোট্ট চিঠি, ডোরোথিয়ার নামে, ক্যাসুবনের অসুখের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পরে একদিন সাক্ষাৎ-কারের সুযোগ প্রার্থনা করে।

ছবি দেখেই ক্যাসুবন প্রশ্ন করলেন—"কীভাবে এল?"

ডোরোথিয়ার কী যে বিপদ তখন! ব্রুক আগে ঘুণাক্ষরে বলেন নি যে তিনি ল্যাডিসলসকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। বলেছেন—সে এসে পৌঁছোবার পরে। শুনে চোখে আঁধার দেখেছে ডোরোথিয়া। এ-ব্যাপারের একটা কদর্থ হতে বাধ্য। ক্যাসুবনই কদর্থ করে নেবেন। তিনি ভাববেন—ডোরোথিয়ারই কারসাজি এটা। ক্যাসুবন রাজী হন নি ল্যাডিসলসকে নিজের গৃহে ঠাঁই দিতে, তাই ডোরোথিয়া জেঠার বাড়িতে ঠাঁই করে দিয়েছে তার। আর তা যখন দিয়েছে, দেওয়ার কারণও কি বুঝতে বাকী থাকে কারও?

ক্যাসুবন বৃদ্ধ, অসুস্থ, ল্যাডিসলস তরুণ, স্বাস্থ্যগৌরবে দেদীপ্যমান। ডোরোথিয়া নিজে অনিন্দ্যযৌবনা অপরূপা সুন্দরী। একসময়ে ক্যাসুবনকেই সে বেছে নিয়েছিল, তা ঠিক। নবীন যুবা স্যার জেমসকে উপেক্ষা করেও বেছে নিয়েছিল। কিন্তু সেটা ঘটতে পেরেছিল, সর্বগ্রাসী একটা মোহ এসে ডোরোথিয়ার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ব'লেই। সে-মোহ একটা সাময়িক ব্যাপার, এই কয়েক মাসে জরাগ্রস্ত স্বামীর পরিচর্যা করতে করতে তা নিঃশেষেই কেটে গিয়েছে অবশ্য। সব যুবতী নারী যা চায়, সেই সমবয়সী যুবকদের সাহচর্য সে কামনা করছে এখন। দৈব এনে যুগিয়ে দিয়েছে সুযোগসন্ধানী বিবেকহীন ঐ ল্যাডিসলসকে, ডোরোথিয়া ছলে কৌশলে তাকে রোম থেকে এনে ফেলেছে লোউইকে, একেবারে নিজের কাছটিতে।

এই হল গিয়ে ঈর্ষাকাতর রুগ্ন বৃদ্ধের বিশ্লেষণ এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে। তিনি মিস্টার ব্রুকের উপরে রেগে গেলেন ভয়ানক রকম। সব অনর্থের মূল ঐ অনধিকার চর্চাকারী বুড়োটা। ডোরোথিয়া যদি তাঁকে অনুরোধই কিছু করে' থাকে ল্যাডিসলসকে এ-অঞ্চলে নিয়ে আসার দরুণ, উনি প্রবীণ লোক, ওঁর কি বোঝা উচিত ছিল না যে এ-ব্যাপারে আগে ক্যাসুবনের মতামত নেওয়া তাঁর কর্তব্য? ল্যাডিসলস যখন ক্যাসুবনেরই সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে এ-তল্লাটে এসেছিল গোড়ায়?

ক্যাসুবন এবার আর ডোরোথিয়ার উপরে ভার দিলেন না চিঠি লেখার, নিজেই এক ছত্র লিখে পাঠালেন—"আমি এ-সময়ে অতিমাত্র অসুস্থ, কারও সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব।"

ল্যাডিসলস কি আর বুঝছে না যে অসুস্থত'টা শুধু অজুহাত ছাড়া কিছু নয়? ব্রুকের কাছে সে শুনতে পাচ্ছে—অল্প অল্প করে আবার বইয়ের কাজ শুরু করেছেন ক্যাসুবন। তা ছাড়া লোউইক গির্জাতেও বেদীর উপরে গিয়ে বসছেন রবিবার সকালবেলার উপসনার সময়। ধর্মীয় বক্তৃতাটি অবশ্য তিনি নিজে দিচ্ছেন না, সে ভার দিয়েছেন সহকারী যাজকের উপরে।

ক্যাসুবন আসন গ্রহণ করছেন বেদীতে, ডোরোথিয়া বসছে রেক্টরের নিজস্ব সংরক্ষিত স্থানটিতে। অনেক ইতস্ততঃ করে ল্যাডিসলস এক রবিবারে লোউইক গির্জাতেই গিয়ে হাজির হল। উপাসনা ক্ষেত্রে তার যাওয়া ত আর আটকা'তে পারেন না ক্যাসুবন।

সে গেল, সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চেই বসল। অবশ্য এমন একটি জায়গা বেছে নিল, যেখান থেকে ডোরোথিয়াকে সে দেখতে পায়। ডোরোথিয়াও তাকে দেখল বই কি, কিন্তু চিনতে পারার কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না। করবে কোন্ সাহসে ?

ক্যাসুবন কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করছেন না বটে, কিন্তু ল্যাডিসলসের উপস্থিতি সম্বন্ধে যে তিনি সচেতন, তা ত বুঝতে বাকী নেই ডোরোথিয়ার। আড়চোখের দৃষ্টিতে তিনি কি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন না ওদের দু'জনার উপরে ? কোন অপাঙ্গদৃষ্টি এধার থেকে ওধারে বিচ্ছুরিত হয় কি না, অঙ্গুলি সঞ্চালনে এমন কোন আবেগের প্রকাশ কোন তরফে দেখা যায় কি না, যার কদর্থ করা যায় ইসারা বলে—ক্যাসুবন কি তা লক্ষ্য করছেন না, চোখমুখ জোড়া নিস্পৃহার মুখোশখানির আড়াল থেকে ?

ডোরোথিয়া পাথর মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল, যতক্ষণ চলল সেই দীর্ঘ উপাসনা। তারপর শেষ হল ধর্মীয় কৃত্য। শান্তিবারি স্পর্শ করে উপাসকেরা একে একে বেরিয়ে গেলেন গীর্জা থেকে। ল্যাডিসলস আগে থেকেই গিয়ে বেরুবার দ্বারপথের পাশে দাঁড়াল। নিজের দিক থেকে সে কোন অন্যায় ত করে নি ! কাজেই লজ্জা বা সংকোচ বোধ করার হেতুও ত নেই। সে কেন আত্মীয়বর্গকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করবে ?

পাশ দিয়ে ক্যাসুবন বেরিয়ে যান, ল্যাডিসলস সসম্ভ্রমে নমস্কার করল। ক্যাসুবনের শিষ্টাচার বোধ নেই, এমন কথা কোন পরম শত্রুও বলতে পারবে না। তিনি ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে স্বীকৃতি জানালেন সেই নমস্কারের। চলতে চলতেই।

এই রূঢ়তায় এমন মুহ্যমান হয়ে পড়ল ল্যাডিসলস যে সে ডোরোথিয়াকে নমস্কার জানাবার চেষ্টা করতেও ভুলে গেল। যখন মনের স্থৈর্য অংশতঃও ফিরে এল তার, তখন ডোরোথিয়া অনেকখানি এগিয়ে চলে গিয়েছে স্বামীর সঙ্গে।

এর পর আর দ্বিতীয় বার কোন চেষ্টা করল না ল্যাডিসলস, ক্যাসুবন-দম্পতীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য। নিজের মর্মবেদনার গায়ে বসে বসে হাত বুলোবার মত অবসরও তার আর রইল না। ব্রুক তাকে নিক্ষেপ করলেন কর্মসমুদ্রে। এই শিল্পরসিক ভবঘুরে যুবকটির মধ্যে তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন অনেক অনেক অসাধারণ গুণ। একধারে সে

বাগ্মী, সুলেখক এবং রাজনৈতিক কর্মীও। ঠিক এমনি ধারা একটি চৌকস লোকই দরকার ছিল তাঁর।

কথাটা এই, অনেকদিন থেকেই ব্রুকের সাধ যে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য হবেন। তাঁর সে-সাধের কথা মিডল মার্চপরগনাতে কারও অজানা নেই। লোক ব্রুক খারাপ নন, কাজেই তিনি পার্লামেণ্টে গেলে অধিকাংশ লোকেরই আপত্তির কারণ কিছু নেই। কর্মশক্তি? তা শতকরা নব্বুই জন সদস্যেরই থাকে না, ব্রুকেরও যদি না থাকে, কিছু যাবে আসবে না। যা দরকার, তা হল অমায়িকতা এবং দলীয় লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য সদস্য ভ্রাতাদের ভিতর একটা গোষ্ঠী পাকিয়ে তোলার ক্ষমতা। তা যে ব্রুক পারবেন, অনেকে তা বিশ্বাস করে।

পারবেন যে, তার অকাট্য প্রমাণ ঐ দেখ, মিডলমার্চ-এর তিনখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মধ্যে সবচেয়ে যে খানির প্রতিপত্তি বেশী, সেই 'পাইওনিয়া'র কাগজখানি তিনি হুট্ করে কিনে বসেছেন। নির্বাচনের সময় খুব কাজ দেবে কাগজটা। ওরই পাঠকসংখ্যা বেশী এ-তল্লাটে, সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক মতবাদ আছে ওর একটা। পুরানো মালিক নিজে অথর্ব হয়ে পড়ার দরুণ হস্তান্তর করতে চাইছিলেন, ব্রুক কারও সঙ্গে পরামর্শটি পর্যন্ত না করে কিনে ফেলেছেন। জামাই স্যার জেমস হাতের কাছেই ছিলেন, অবশ্য তখনও তিনি হবুজামাই পর্যায় থেকে জামাই পর্যায়ে উন্নীত হন নি! তবু তাতে কী? পরিচয় ত অনেকদিনের, পাশাপাশি গাঁয়ের ভূস্বামী দু'জনে, অগাধ সম্প্রীতি—নিজে স্যার জেমস পার্লামেণ্টে যাওয়ার কল্পনা করছেন না এই মুহূর্তে, সুতরাং আসন্ন কুটুম্বিতার বিবেচনা বাদ দিলেও স্যার জেমস-এর সঙ্গে আলোচনা এবং শলা পরামর্শ সব দিকেই স্বাভাবিক হত ব্রুকের পক্ষে। বড় জামাই ক্যাসুবন অবশ্য রোমে ছিলেন তখন, তাঁকে না জানানো ততখানি অশোভন হয় নি।

তা ছাড়া হিতৈষী বন্ধু ছিলেন ওদিকে রেক্টর ক্যাডওয়ালাডার, এদিকে কিউরেট ফেয়ারওয়েদার। দু'জনেই সজ্জন এবং ব্রুকের অনেক দিনের অন্তরঙ্গ, তাঁদেরও মতামত নেন নি ব্রুক।

নেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর অভিপ্রায়ে সায় ওঁরা কেউই দিতেন না, পরামর্শ নিতে গেলে। ব্রুক বুড়ো হয়েছেন, নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন হেসে খেলে, তিনি কেন অকারণে জড়িয়ে পড়তে যাবেন

পার্লামেণ্টারি নির্বাচনের ঝামেলায় ? তিনি ত ব্যবসায়ী রাজনৈতিকও নন, মন্ত্রিত্ব লাভ করে দেশের ইতিহাসে নিজেকে অবিস্মরণীয় করে রেখে যাওয়ার উচ্চাশাও তাঁর নেই ! তবে ?

যাই হোক, পাইওনিয়ার তিনি কিনে ফেলেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়েছেন এক অস্বস্তির মধ্যে। আগে যিনি সম্পাদক ছিলেন, ব্রুকের রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ পেয়েই তিনি বলে বসেছেন যে সে-সব মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সম্পাদনার কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

ব্রুক কাজেই রাজী হয়েছেন, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে দায়িত্ব থেকে রেহাই দিতে। কারণ নির্বাচনের সময়ে অনিচ্ছুক সহকারীর দ্বারা ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই হবে বেশী।

এখন রেহাই ওঁকে দিতেই হবে, কিন্তু তার স্থানে বসানো যায় কাকে ? যোগ্য লোক খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছেন ব্রুক, এমন সময় বিধাতার আশীর্বাদের মত তিনি পেয়ে গেলেন ল্যাডিসলসকে। কয়েক দিন আলাপ-আলোচনার পরই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে পেয়ে গিয়েছেন তিনি মনের মত মানুষ। তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন ওকে এবং ল্যাডিসলসও দ্বিরুক্তি না করে রাজী হয়ে গেল পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে।

নির্বাচনের পর্ব এখনও শুরু হয় নি। আগের পার্লামেণ্ট এখনও বলবৎ। কিন্তু এর মধ্যেই জমিন তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বীরা। প্রধানমন্ত্রী পীল-এর পক্ষভুক্ত প্রার্থী একজন, পীল-এর বিরোধী একজন, আর নির্দলীয় তৃতীয় একজন প্রার্থী, এই ত্রিমুখী শক্তিপরীক্ষা মিডলমার্চে আসন্ন। ব্রুক হচ্ছেন পীল-এর বিরোধীপক্ষে। তিন দলেরই ছোটখাট সভা হচ্ছে মাঝে মাঝে। ব্রুকের পক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছে ল্যাডিসলস, দারুণ জোরালো সে-সব বক্তৃতা। বিরুদ্ধবাদীরাও সে-বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শোনে। এই বহিরাগত যুবক সম্বন্ধে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে—"কে হে ছোলেটি ? ব্রুক একে জোটালেন কোথা থেকে ?"

ল্যাডিসলসের পরিচয় কাজেই আর গোপন নেই। সে যে রেক্টর ক্যাসুবনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তাও জেনে ফেলেছে কাউন্টির লোক।

দুই চারজন উৎসাহী ভদ্রলোক ক্যাসুবনকে অভিনন্দনও জানালেন—"অতি যোগ্য লোক মশাই আপনার ঐ আত্মীয় যুবকটি। উনি পাইওনিয়ারের সম্পাদক হবেন শুনেছি। হলে ভালই হয়।"

ভাল হয়? অন্য লোকের বিবেচনায় ভালই হয় বোধ হয়। ক্যাসুবনের ঘরসংসারে আগুন লাগলে তাতে অন্য লোকের আর ক্ষতি কী? কিন্তু ক্যাসুবন নিজে? সর্বনাশ যে শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর, তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই বৃদ্ধ রেক্টরের। ল্যাডিসলসকে তিনি রোম থেকে মিডলমার্চে আসতে নিষেধই করেছিলেন প্রকারান্তরে, সে তা অগ্রাহ্য করেছে। ডোরোথিয়া কৌশল করে তাকে এনে তুলেছে কাকার বাড়িতে। সেখানে এসেই ছোকরা নিজেকে করে তুলেছে ব্রুকের কাছে অপরিহার্য। ব্রুক তাকে চাকরি দিচ্ছেন, সুতরাং ব্রুকের বাড়ি থেকে শীঘ্র আর ল্যাডিসলসের গা তোলার সম্ভাবনা নেই। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? ক্যাসুবনের ঘরে সংসারে আগুন লাগা ছাড়া আর কী?

এবারে আর ডোরোথিয়াকে কিছু জানালেন না ক্যাসুবন। নিজে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললেন ল্যাডিসলসকে। তার মর্ম হল এই যে ক্যাসুবনের আত্মীয় হয়ে সে যদি অন্য লোকের কাছে সামান্য চাকরি করে, তাতে অপমান ঘটে ক্যাসুবনের। সুতরাং চির-উপকারী ক্যাসুবনের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা যদি থাকে ল্যাডিসলসের অন্তরে, তা হলে এক্ষুণি তার ব্রুকের সংশ্রব ত্যাগ করা উচিত। না যদি করে, ক্যাসুবন আর তাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করবেন না এবং নিজের বাড়িতে তাকে আর ঢুকতেও দেবেন না।

পত্র পেয়ে ল্যাডিসলস মর্মাহত যতখানি হল, ক্রুদ্ধ হল তার চেয়ে বেশী। অনেক চিন্তা ক'রে সে জবাব লিখল একটা। জবাবটা এইরকম—

"আমি আপনার কাছে অতিমাত্র কৃতজ্ঞ। অনেক উপকার পেয়েছি এ-যাবৎ আপনার কাছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতার খাতিরে আমার স্বাধীনতা আমি বিক্রি করে দেব, এটা নিশ্চয়ই আপনি আশা করতে পারেন না আমার কাছে। আমি ছিলাম বেকার। যে-কাজ মিস্টার ব্রুক আমাকে দিতে চাইছেন, সেটা আমার মনোমত, এবং আমি ত মনে করি সে-কাজ করার মত যোগ্যতাও আমার রয়েছে। সুতরাং এ-ব্যাপারে

আমার ইচ্ছামত চলবার অনুমতি আপনি যদি দেন আমাকে, তবে আমি আনন্দিত হব।”

পত্র পেয়ে ক্যাসুবন কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর মনে হল ডোরোথিয়ারই অনুরোধে ব্রুক ল্যাডিসলসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন এ অঞ্চলে। তিনি নিঃশব্দে নিজের উইল বার করে তার নীচে একটি পাদটীকা যোগ করে দিলেন। এবং তার কয়েকদিন পরেই প্রাণত্যাগ করলেন হৃদ্‌রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে।

৫

যোশুয়া রিগ লোকটি ধূর্ত। বুড়ো ফেদারস্টোন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন একান্তভাবে তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল সে। তিনি যখন যেভাবে রেখেছেন তাকে, তাইতেই তৃপ্ত থাকার ভান সে বরাবর করে এসেছে। ফেদারস্টোন বলেছেন—"তোমার আমার ভিতরে রক্তের সম্বন্ধ যতটুকু আছে, তা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তা বলে আমার বৈধ পুত্র বলে স্টোনহাউসে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেও আমি যেতে পারি না। তাতে আমার পিতৃপুরুষের অপমান হবে।" যোশুয়া একথার উত্তরে কোন আপত্তি তোলে নি কোনদিন। বরাবর এইরকম ভাবই দেখিয়েছে যে সে-রকম উচ্চাশা সে পোষণ করে না, তার জীবিকা নির্বাহের ব্যয়টা পিতৃদেবের কাছ থেকে নিয়মিত পেয়ে গেলেই সে তৃপ্ত হবে।

ফেদারস্টোন এদিকে ফ্রেড ভিন্‌সিকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে বসে আছেন। তার নামে উইলও করে রেখেছেন একটা। যদিও আত্মীয়বর্গকে জানতে দেন নি সে-উইলের কথা, এমন কি খোদ ফ্রেডকেও না। সবই ঠিক ছিল তার দিক থেকে, হঠাৎ সব ওলোট-পালোট করে দিল ঐ যোশুয়াই। সে ঘন ঘন যাওয়া-আসা শুরু করল স্টোনহাউসে, অগাধ পিতৃভক্তির রসান-দেওয়া গরম গরম বুকনি শুনিয়ে ফেদারস্টোনকে করে তুলল কোমল, স্নেহার্দ্র। চিরদিনের কঠোর বিষয়ী মানুষ হঠাৎ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এই চির অনাদৃত আত্মজকে। মনে হল ভাইবোন, ভাইপো ভাইঝিরা কেউ কিছু নয়, আপনজন তাঁর কেউ যদি থাকে ত্রিভুবনে, তা হলে সে হল এই যোশুয়া ছেলেটি, নিজদেহের রক্তমাংস মজ্জা দিয়ে যাকে তিনি ধরণীতে এনেছেন। তিনি প্রথম উইল করবার সময়ও কাউকে কিছু বলেন নি। এইবার তেমনই সঙ্গোপনে লিখে ফেললেন দ্বিতীয় একখানা উইল। ফ্রেডকে বঞ্চিত করে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করলেন যোশুয়া রিগকে।

অনেকেরই মনে একটা বিশ্বাস আছে যে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মানুষের দিব্যজ্ঞান জন্মায় ক্ষণকালের জন্য। বুড়ো ফেদারস্টোনেরও হয়ত তাই জন্মেছিল। তা নইলে তিনি ঠিক মরণকালে মেরি গার্থকে অত করে জপিয়েছিলেন কেন দ্বিতীয় উইলখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য? অবশ্যই নিজের ভুল তিনি বুঝতে পেরে থাকবেন। এটা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করে থাকবেন যে ফ্রেড ভিন্‌সির ভিতরে পিতৃরক্ত মাতৃরক্ত যা বইছে, তা দুই দিকেই নির্মল ও ভদ্র। অভাগ্য যোশুয়ার তা নয়, তার মা ছিল অতি নিম্নশ্রেণীর নারী। মতিগতি তার এমনই ছিল যে বেঁচে থাকলে তাকে এনে ভদ্রসমাজে চালানোর চেষ্টা করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

যা হোক, ফেদারস্টোনের সে অন্তিম চেষ্টা সফল হয় নি। মেরি গার্থ কল্পনাতীত নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল। স্বীকার করে নি গভীর রাত্রিতে সিন্দুক খুলে উইল ছিঁড়ে ফেলতে। ফলে যোশুয়া রিগ হল স্টোনহাউসের মালিক, ফ্রেড ভিন্‌সি হল বঞ্চিত। অবশ্য এই বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া অশুভ হয় নি ফ্রেডের উপরে। সেটা পরে দেখতে পাব আমরা।

বর্তমানে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সর্বাগ্রে, তা হল যোশুয়া রিগের উপরে এই আকস্মিক উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া। যোশুয়া বাল্যে কৈশোরে ভদ্রসমাজে চলাফেরার সুযোগ পায় নি। এখন সুযোগ পেয়েও সে ফ্রেসিটটিপটনের অভিজাত মহলে ভিড়বার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। বৃদ্ধ পিটার ফেদারস্টোনের সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি পুরোমাত্রায় না হোক, অংশতঃ কিছুটা সে পেয়ে থাকবে হয়ত, তারই কল্যাণে সে উপলব্ধি করল শুধু অর্থবলেই ভদ্র হওয়া যায় না। তা হতে গেলে অর্থের চাইতেও যা বেশী দরকার তা হল ভদ্রোচিত শিক্ষাদীক্ষা চালচলন। সে-সব জিনিসের দিক দিয়ে যে ভাঁড়ে-মা-ভবানী বেচারী যোশুয়ার!

তাই ওদিকটা দিয়েই সে মাড়াল না একেবারে। মনস্থ করল যে সমাজপতির সোনালি জীবনযাপনের দিকে সে একেবারেই যাবে না। এতদিন সে মফস্বল অঞ্চলে ছোটোখাটো ব্যবসাবাণিজ্যই করেছে একটু-আধটু, কাজেই ও-ব্যাপারে সে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়। এখন তার চেষ্টা হল স্টোনহাউসের সমস্ত সম্পত্তি বেচে দিয়ে মবলগ অর্থ

কিছু হাতিয়ে নেওয়া, এবং সেই অর্থকে মূলধন রূপে নিয়োগ করে বৃহৎ কলেবরে কোন বড় শহরে একটা ব্যবসার পত্তন করা। নতুন জায়গায় নতুন ভাবে যদি সে জীনযাত্রা শুরু করে, জন্মঘটিত গ্লানির দরুণ তার সে-চেষ্টা ব্যাহত না হতেও পারে।

অতএব, স্টোনহাউস বিক্রি করবে যোশুয়া।

তবে কথা এই, গাঁয়ে-ঘরে বড় সম্পত্তি বেচতে চাইলেই বেচে দেওয়া যায় না। সম্পন্ন গৃহস্থ যাঁরা, তাঁদের ত প্রত্যেকেরই বংশানুক্রমিক বাসগৃহ আছে, আছে অল্পবিস্তর জায়গাজমিও। যাঁদের তা নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃই নেই। সুতরাং কিনবে কে?

স্টোনহাউস কিনবারও লোকের অভাব হত নিশ্চয়ই। কিনবার ক্ষমতা স্যার জেমস চেট্টাম, মিস্টার ব্রুক প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই আছে। তাঁরা কিন্তু যে-যাঁর মনোরম আবাসে কায়েম হয়ে বসে আছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, সে-অনুপাতে পরিবার ক্ষুদ্র। কাজেই তাঁদের পক্ষে নতুন আর একটা বাড়ি কেনার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং স্টোনহাউস বিক্রি করে দেওয়া যোশুয়া রিগের পক্ষে সম্ভব হবে কি না, তা চট করে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

সম্ভব হতই না, কিন্তু বরাত খুবই ভাল যোশুয়ার। অপ্রত্যাশিত-ভাবে খরিদ্দার জুটে গেল একজন। ইনি হচ্ছেন মিস্টার বালস্ট্রোড, ফ্রেড ভিন্সির পিসেমশাই। গোড়ায় ইনি মিডলমার্চের লোকই ছিলেন না। বছর কুড়ি আগে কে জানে কোথা থেকে এসে মিডলমার্চে ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন একটা। নিজেরই মূলধন দিয়ে। ক্রমে সে-ব্যাঙ্ক বেশ জমজমাট কারবারে পরিণত হল। আর তারই দৌলতে গোটা কাউন্টিতে অসাধারণ প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন বালস্ট্রোড।

যোশুয়া রিগ যে সময়টাতে খরিদ্দার খুঁজছে স্টোনহাউসের জন্য, ঠিক তখনই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উপচে পড়ছে একেবারে বালস্ট্রোডের সংসারে। এত অর্থ জমে গিয়েছে যে তা লগ্নি করার জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। ঠিক তখনই তাঁর কানে এলো যে স্টোন-হাউসের নতুন মালিক বিক্রি করে দিতে চাইছে বাড়িটা, এবং তার সংলগ্ন জমিজায়গাগুলি।

বালস্ট্রোড খুব খুশী। লগ্নির সুযোগ খুঁজছিলেন, এই ত চমৎকার

সুযোগ! আছে অবশ্য টিপটনে নিজের বাড়ি। নিজেই গড়ে নিয়েছেন। মেয়র ভিন্‌সি তাঁর সাক্ষাৎ শ্যালক, তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছে যে ভাইয়ের কাছাকাছিই বাস করেন তিনি। সেই ইচ্ছেকে মর্যাদা দেবার জন্যই শহর মিডলমার্চে বাড়ি না করে টিপটনের পল্লীতে এসে হর্ম্য গড়ে নিয়েছেন তিনি। মস্ত বাড়ি, সুন্দর বাড়ি, এককথায় ধনী ব্যাঙ্কারের যোগ্য বাড়ি একখানি।

হ্যাঁ, আছে বাড়ি, তাতে হল কী? আর একখানা বাড়ি কেনাতে দোষ কী? অবশ্য উনি নিজে যাচ্ছেন না ও-বাড়িতে বাস করতে। কিন্তু বাড়ি ত শুধু বাড়িই নয়, তার সঙ্গে জায়গাজমি, গৃহপালিত পশু হাঁসমুরগীই বা কত! প্রচুর আয় করা সম্ভব হবে সে-সব থেকে। ফেদারস্টোন বুড়োর ত কম আয় ছিল না! বালস্ট্রোড শুনলেন—যোশুয়া রিগ কালেব গার্থকে নিয়োগ করেছে স্টোনহাউসের বিষয়-আশয়ের একটা ন্যায্য মূল্যায়ন করে দিতে। বিষয়বুদ্ধি ত কালেব গার্থের মত অন্য কারও নেই ও-অঞ্চলে।

বালস্ট্রোড কালেবকে জানিয়ে রাখলেন যে তিনি আছেন সম্পত্তিটার ক্রেতা, মূল্যায়ন হয়ে গেলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

কালেব গার্থ দেখাশোনা করছেন। যোশুয়া রিগ মাঝে মাঝে এসে দুই একদিন বাস করে স্টোনহাউসে, আবার উধাও হয়ে যায় নিজের কাজকর্ম দেখতে। সে-কাজকর্ম যে কোথায় তার, তা কেউ জানে না। জানবার জন্য এখানকার কেউ আগ্রহও প্রকাশ করে নি। কার গরজ? যে-লোক এখানকার কেউ নয়, এখানে প্রচুর গৃহসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেও যে তা বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র পালাবার ফিকিরে আছে, তার গতিবিধি সম্পর্কে কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে যাবে?

যা হোক, যোশুয়া আসে মাঝে মাঝে। স্টোনহাউসে মেরি গার্থ আর নেই গৃহকর্ত্রীর পদে, আগে যিনি পাচিকা ছিলেন, আছেন তিনিই। আর আছে কয়েকজন ভৃত্য, হাঁসমুরগী গরুভেড়ার তত্ত্বাবধানের জন্য আর বাগানখানার পরিচর্যার জন্য। বিক্রি হয়ে গেলে এরাও বিদায় হবে সেই সঙ্গে।

হ্যাঁ, এখনও লোকজন আছে, কাজেই যোশুয়ার এসে দুই একদিন থাকার কোন অসুবিধে নেই। এবারে একদিন সে এল সন্ধ্যার আগে।

রাত্রিটা রইল। সকালেই এলেন কালেব গার্থ। তিনি কতদূর কী করেছেন, এত্তেলা দিলেন যোশুয়ার কাছে। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকা হিসাব দিতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি বিদায় হয়ে গেলেন ঘোড়ায় চড়ে। অনেক কাজের মানুষ তিনি, ছোট্ট একটা আফিসও আছে তাঁর, কেরাণীও আছে একজন। সে-আফিসে ধনী-গরিব সবাইকেই মাঝে মাঝে দেখা দিতে হয় এক আধবার, কারণ গোটা অঞ্চলে একমাত্র সার্ভেয়র গার্থই। জমিজায়গা মাপজোখ করাবার দরকার প্রত্যেক গৃহস্থেরই হয়, হয় ভূস্বামীদেরও। সুতরাং গার্থের আফিস ছোট হলেও তাতে কাজ কম হয় না।

যাক, গার্থ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। যোশুয়া এদিক ওদিক ঘুরে বাগানটা দেখছে, এমন সময়ে সদর দরোজা খুলে একটি লোক এসে বাগানে ঢুকল। আর কী আশ্চর্য। দূর থেকে তাকে এক পলক দেখেছে কি না দেখেছে, যোশুয়ার ব্যাং-মার্কা মুখখানা আরও যেন অনেক বেশী বিশ্রী কদাকার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঘৃণা আর বিতৃষ্ণাভরা দৃষ্টি দিয়ে, তারপর, যখন লোকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, একেবারে তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের দিকে।

আগন্তুক বোধহয় এইরকম বিরূপ অভ্যর্থনাতেই অভ্যস্ত যোশুয়ার কাছে। অপরিচিত যে সে নয়, তা তার এবং যোশুয়ার দু'-জনার ভাবভঙ্গী দেখেই মালুম হচ্ছে। অপরিচিতকে দেখে কেউ অমনধারা পিছন ফিরে নির্বাক্ হয়ে থাকে না, হয় তাকে একটা ভদ্র সম্ভাষণ জানায়, আর না হয়ত তাকে দূর দূর করে তাড়ায়। যোশুয়া দুইয়ের একটাও করেনি, তাতেই বুঝে নিতে হবে লোকটা চেনা বটে, তবে অবাঞ্ছিত।

চেহারার দিক দিয়ে লোকটা কিন্তু অপ্রিয়দর্শন নয় তেমন। এখন ওর বয়স পঞ্চাশের মতই হয়েছে বোধ হয়। এ-বয়সের পক্ষে ওকে বেশ সুপুরুষই বলতে হবে। যৌবনে যে চটকদার পুরুষালি সৌন্দর্যেরই অধিকারী ও ছিল, তা দেখামাত্রই বোঝা যায়।

পোশাক-আশাক? সেদিক দিয়ে দৈন্যের পরিচয় যতটা আছে, রুচির অভাবের ততটা নেই। বেশ শৌখিন কাটছাঁটের দামী জামাই ছিল ওর

অঙ্গের, ঐ শার্টকোট ওয়েস্টকোটগুলো এককালে। এখন ছিঁড়ে ফেটে কদাকার হয়ে গেলেও ওদের আদিম কৌলীন্য সম্বন্ধে কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তিই সন্দেহ প্রকাশ করবে না।

"কী গো বাবাজীবন, একেবারে চিনতেই চাইছ না যে?"—নির্বাক্ যোশুয়ার পিছনে নির্বাক্ হয়ে প্রায় আধমিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পরে লোকটা যে-রকম বয়ানে কথা কইল, তার ভিতরে ব্যঙ্গ আর গায়ে-পড়া আত্মীয়তা সমানভাবেই মেশানো বলা যায়।

যোশুয়া সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। চোখেমুখে ঘৃণা আর ক্রোধ সমান-ভাবে পরিস্ফুট। মেজাজের সঙ্গে চড়া গলায় উত্তর দিল—"না-চিনে উপায় নেই! আর আমাকে যে একদিন আমার মায়ের ঘর থেকে লাথি মেরে তুমি তাড়িয়েছিলে, সেকথাও ভুলবার উপায় নেই। তোমাকে আমি বার বার বলেছি, আবারও বলছি—আমার অভাগিনী মা মতিচ্ছন্ন হয়ে শেষদিকে তোমায় বিয়ে করেছিল যদিও, তার দরুণ যে তোমার আমার মধ্যে সম্পর্ক গজিয়েছে কিছু, এমনটা আমি কোনদিন মনে করিনি, এখনও করব না। আমার কাছে বারদিগর এলে অপমান হয়ে ফিরতে হবে।"

নির্বিকার ঔদাসীন্যে মুখটা ভেংচে আগন্তুক বলল—"যেন অপমান করতে এখনই কিছু বাকী রাখছ! ওহে বৎস! সম্পর্ক যেটা ঘটে গিয়েছে, সেটা ইচ্ছে করলেই তুমি উড়িয়ে দিতে পার না। আমি তোমার পিতা নই বটে, তবু বিপিতা। আর ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি না হয়ে স্বর্গীয় ফেদারস্টোনই হয়েছিলেন তোমার পিতা। তাঁর দৌলতেই না এই বিরাট বিষয়ের মালিক তুমি আজ! তোমার সে-সৌভাগ্য থেকে ছিঁটেফোঁটা কিছু এ-অধম বিপিতার মস্তকেও বর্ষিত হোক, এ-ছাড়া যখন বর্তমানে অন্য কামনাই নেই আমার, তখন কেমন করে আমি আপসোস করব যে আমার পুত্র না হয়ে তুমি ফেদারস্টোনের পুত্র হয়েছ?···

"তুমি এক্ষুণি বিদায় হও, নইলে—" দারুণ ক্রোধে চোখমুখ লাল হয়ে এল যোশুয়ার।

ওকে আর বেশী ঘাঁটানো বুঝি তেমন নিরাপদও মনে করল না আগন্তুক: সেও যোশুয়াকে চেনে, যোশুয়াও র‍্যাফলস্‌কে চেনে—

হ্যাঁ, যোশুয়ার বিপিতা এই নাছোড়বান্দা লোকটার নামই র্যাফলস্ বটে।

হ্যাঁ, যোশুয়াকে বিলক্ষণ চেনে র্যাফলস্। লোকলজ্জার ভয় তার আদৌ নেই। তার মা যে চরিত্রহীনা নারী ছিল, সে যে ফেদারস্টোনের অবৈধ সন্তান ছাড়া উচুস্তরের কোন জীব নয়, একথা গোপন করার জন্য তার তিলমাত্র আগ্রহ নেই। তা যদি থাকত, তা হলে ত পোয়াবারো হত আজ র্যাফেলসের! সত্যপ্রকাশ করে দেবার ভয় দেখিয়ে সে আজ মবলগ অর্থের জন্য চাপ দিতে পারত যোশুয়ার উপরে। সে-গুড়ে ত বালি! জন্মদোষ যা ছিল যোশুয়ার, তা ত এই মিডলমার্চের কাকপক্ষীটা পর্যন্ত শুনে ফেলেছে! সে-তথ্য চাপা দেওয়ার জন্য একটুও চেষ্টা করে নি যোশুয়া। এ-লোককে ভয় দেখানোর পথ ত কিছুই নেই!

তা যখন নেই, তখন মিষ্টি কথায় যা-হোক কিছু সাহায্য যদি আদায় করা যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত। সে তখন বিগলিতস্বরে মুখটা কাচুমাচু করে অন্য ধরনের কথা কইতে লাগল—"দেখ বাবা যোশুয়া, অন্যায় আমি যে করেছিলাম এককালে, তাতে ভুল নেই কিছু। ঐ লাথি-টাথি মারার কথাই বলছি। খুবই অন্যায়, দারুণ অন্যায়ই করে-ছিলাম বই কি! কী করব বল, সেটা ছিল বয়সের দোষ। প্রৌঢ় বয়সেও আমি কী রকম বেপরোয়া মারমুখো লোক ছিলাম, তা ত মনে আছে তোমার। তার উপরে ছিল ব্রাণ্ডি খাওয়ার দুর্দান্ত নেশা। ওটা সারাক্ষণই পেটে থাকত, আর যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণই মাথায় জ্বালিয়ে রাখত আগুন। তোমায় যদি মেরে থাকি লাথি, তবে জেনে রাখো—তা আমি মারি নি, মেরেছিল আমার চিরকেলে গুণ্ডা স্বভাব, আর সর্বনেশে ব্রাণ্ডির গরম। ওকথা ভুলে যাও বাবা!"

ভবি ভুলবার নয়। যোশুয়ার রক্তচক্ষুর দৃষ্টি একটুও কোমল হল না র্যাফল্সের তোষামোদে। দোষ তাকে কে দেবে? বর্তমানে ভেজা বেড়াল সাজলে কী হবে, ওর অতীতের আচরণ যে ছিল চিতাবাঘের চেয়ে নিষ্ঠুর। যোশুয়ার অভাগিনী মায়ের মৃত্যুর কারণও ত বলতে গেলে ঐ পাষণ্ডই! দুঃখিনীর যা কিছু সম্বল ছিল, কতক-বা ফাঁকি দিয়ে, কতক-বা জুলুমবাজিতে আত্মসাৎ করেছিল ঐ পাষণ্ড; তার পরে ও হাওয়া দিল কোন্ জাহাজে কী-যেন চাকরি নিয়ে। যোশুয়ার মা মরে

গেল অনাহারে ও রোগ-যন্ত্রণায়। যোশুয়া তখন জীবিকার ধাঁধায় দূরে গিয়ে পড়েছে, সে-মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেল অনেকদিন পরে।

না, এই উৎপাতটার উপরে কোন করুণাই করবে না যোশুয়া। তবে তাড়ানোও ওকে দরকার। ভিক্ষে দেওয়ার মত একটা পাউণ্ড মুদ্রা র‍্যাফল্‌সের সমুখে দূর থেকে ছুড়ে মারল যোশুয়া—"আর কোনদিন আমার সঙ্গে দেখা করলে কুকুর লেলিয়ে দেব তোমার উপরে, মনে থাকে যেন। আমার জ্ঞান-গোচরে আমি কোন পাপ করি নি, কাজেই আমার উপরে ছল বল কৌশল কোন-কিছু খাটাবার কোন চেষ্টাই তোমার সফল হবে না। উপরন্তু আমার এখন অর্থ আছে, আমি গুণ্ডা লাগিয়ে হাড়গোড় যদি গুঁড়িয়ে দিই তোমার, কেউ তোমার পক্ষে একটি কথাও কইবে না।"

যোশুয়া চলে যায়, র‍্যাফল্‌স কাৎরে উঠল। পাউণ্ডটা আগেই কুড়িয়ে নিয়েছিল, এইবার প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—"কিছু খাবার আমায় দাও না বাবা, আর এই বোতলটায় খানিকটা ব্রাণ্ডি—"

যোশুয়া মুখ না ফিরিয়ে পিছন দিকেই আঙ্গুল নাচিয়ে তাকে ডাকল। র‍্যাফল্‌স পিছু নিল চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত।

বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে র‍্যাফল্‌সকে বসিয়ে যোশুয়া তার-পরে ঘণ্টা বাজাল পাচিকাকে ডাকবার জন্য, আর সে যখন এল—"একে কিছু খাবার-টাবার এনে দাও ত"—বলে নিজে ভিতরে চলে গেল ব্রাণ্ডির বোতল নিয়ে আসার জন্য। যোশুয়া নিজে ত থাকে না এ-বাড়িতে। কাজেই ব্রাণ্ডির বা অন্য মদের ভাঁড়ারের চাবি ভৃত্যদের কারও কাছে রাখে নি। ফেদারস্টোনের আমলের মদ যে এখনও অনেক মজুদ এ-বাড়িতে! চাবি হাতে পেলে চাকরেরা ত দুইদিনেই তা সাবাড় করে দেবে। অবশ্য ভাঁড়ার খুলে ব্রাণ্ডি আনার দরকার হল না যোশুয়ার। পূর্বরাত্রে নিজের জন্য একটা বোতল এনে নিয়েছিল শোবার ঘরে, সামান্যই সে খেয়েছে, প্রায় ভরাই রয়েছে বোতলটা এখনো। সেইটা হাতে করেই সে ফিরে এল বাইরের ঘরে।

এসে দেখে র‍্যাফল্‌স খেয়ে-দেয়ে প্লেট চাটছে তখনও। "পেট ভরেছে কিনা"...ইত্যাদি শিষ্টালাপের কাছ দিয়েও গেল না যোশুয়া। ব্রাণ্ডির বোতল হাতে নিয়ে বলল—"ফ্লাস্ক এগিয়ে ধর—"

ছবি দেখেই ক্যাস্‌বল প্রশ্ন করলেন—"কীভাবে এল?" | পৃঃ ৩৪

একটা মদের ফ্লাস্ক গোড়া থেকেই ঝোলানো ছিল র‍্যাফলসের পিঠে। সে সেইটার ছিপি খুলে বাগিয়ে ধরল, আর বোতল থেকে মদ ঢেলে দিতে লাগল যোশুয়া।

বোতলটার ছিপি হয়ত একটু আলগা মনে হয়েছিল গত রাত্রে, তাই এক টুকরো কাগজে ছিপিটা মুড়ে তারপর সেটা বোতলের মুখে লাগিয়েছিল যোশুয়া। আজ ছিপি খুলবার সময় সেই কাগজের টুকরোটা খুলে পড়ে গেল ছিপির গা থেকে। যোশুয়া কোন মনোযোগই দিল না সেদিকে। ছেড়া এক টুকরো কাগজ বই ত কিছু নয়!

মনোযোগ যোশুয়া দিল না বটে, দিল কিন্তু র‍্যাফলস। কিন্তু সেটা কুড়িয়ে তুলবার কোন চেষ্টা সে তক্ষুণি করল না। যোশুয়ার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল—"তুমি তাহলে নিজের কাজ দেখ গিয়ে বাবা! আমি আর দুই মিনিট এখানে বসব, তোমার দেওয়া ব্রাণ্ডিটা এক চুমুক খেয়ে নেওয়ার জন্য। না, না, সোডা-টোডা আমার চাই না, নির্ভেজাল মালই আমি খাই ভাল।"

যোশুয়ারও আর ভাল লাগছিল না ওর সঙ্গ। খালি বোতল হাতে নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল। অবশ্য সেখানে গিয়েও খোলা জানালা দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যে কতক্ষণে র‍্যাফলস বেরোয় ঘর থেকে। তা বেশী দেরি করল না সে। যোশুয়া উপরে চলে যাওয়ার পরে দুই মিনিটের মধ্যেই সেও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, বেরিয়ে গেল উদ্যানপথ বেয়ে সদর দরোজা দিয়ে রাজপথেই একেবারে।

মাত্র দুই মিনিট বা তারও কম সে একা ছিল ঘরে। তার মধ্যেই ছেঁড়া কাগজখানা সে কুড়িয়ে তুলেছে। তুলে নিয়ে পত্রলেখকের নামটা সে পড়েছে। পড়ার পরে কাগজটা আর ফেলে দিতে মন চায় নি তার, সযত্নে রেখে দিয়েছে পকেটে।

লেখকের নামটা বালস্ট্রোড।

৬

মাসখানিক পরের কথা।

যোশুয়ার কাছ থেকে ইতিমধ্যে স্টোনহাউস কিনে নিয়েছেন বালস্ট্রোড। সেদিন সকালবেলায় স্টোনহাউসেরই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি কথা কইছিলেন কালেব গার্থের সঙ্গে। কালেবকে তিনি এই নতুন সম্পত্তির ম্যানেজার করেছেন। কারণ নিজে তিনি নানা কাজের মানুষ, স্টোনহাউসের পরিচালনার ভারও যদি নিজের হাতে রাখতে যান, তা হলে সম্পত্তিটা দেখাশোনার অভাবেই মাটি হয়ে যাবে।

কালেব গার্থ খুব নামী লোক এ-তল্লাটে। যেমন কর্মঠ, তেমনি সৎ। কোন কোন ভূস্বামী একটা বিশেষ কারণে একটু অখুশী তার উপরে। কারণটা এই যে গার্থ জমিদারের স্বার্থ বজায় করার জন্য প্রজার স্বার্থ হানি ঘটতে দেন না কোন ক্ষেত্রেই। আগে উনি ব্রুকদের সম্পত্তির ম্যানেজার ছিলেন, মিস্টার ব্রুক ঐ এক্টিমাত্র কারণেই কর্মচ্যুত করেছিলেন গার্থকে।

চাকরিটা যাওয়াতে কিছুদিন বেশ অর্থকষ্টেই কেটেছিল গার্থের। লোকের জমি জরিপ করে দিয়ে আয় মন্দ হয় না, তা ঠিক। কিন্তু সংসারও বেশ বড় ওঁর। স্বামী-স্ত্রী এবং চার চারটি সন্তান। বড় মেয়ে মেরি মিস্টার ফেদারস্টোনের বাড়িতে চাকরি করত, ফলে তার দরুণ কোন খরচা ত ছিলই না গার্থের, উপরন্তু মেরির বেতনের অর্থটা দিয়ে সময় সময় নিজের জরুরী কাজও তিনি চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়েছে এই কয়েকমাস থেকে। ফেদারস্টোন মারা গিয়েছেন। নতুন মনিব যোশুয়া রিগ এখানে থাকে না, থাকলেও তার কাছে মেরির চাকরি করাতে কোন মতেই সম্মতি দিতে পারতেন না গার্থ। কাজেই কিছুদিন থেকে মেরিও বাড়ি এসে বসে আছে, বাপের গলগ্রহ হয়ে।

খুবই অসুবিধার ভিতর দিয়ে কাটছিল গার্থের, এমন সময় বালস্ট্রোড দিলেন স্টোনহাউসের ম্যানেজারি। বলতে গেলে হাতে স্বর্গ

পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কাজও তার মনোমত, উপার্জনও এতে আশানুরূপ। সংসারের অর্থকষ্ট হয়ত ঘুচবে এবার।

বেশ খুশীমনেই কালেব গার্থ আলাপ আলোচনা করছেন নতুন মনিবের সঙ্গে। স্টোনহাউসের উন্নতিকল্পে পুরোনো কোন্ কোন ব্যবস্থা পালটানো দরকার, নতুন বিজ্ঞানসম্মত চাষবাসের পদ্ধতি কোন্ কোন্ জমিতে কতখানি পরিমাণে এক্ষুণি প্রবর্তন করা উচিত, এইসব বিষয়ে নিজের সুচিন্তিত অভিমত মনিবকে জানাচ্ছিলেন গার্থ। বালস্ট্রোডের সময় কম, তাঁর পরামর্শ বা নির্দেশ নিতে হলে এইরকম রাস্তাঘাটে পাকড়াও করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

বালস্ট্রোড রয়েছেন নিজের গাড়িতে বসে, গার্থ দাঁড়িয়ে আছেন গাড়িরই পাশে, নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে। একজন পথচারী যে গাড়ির ওপাশ দিয়ে দিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তা লক্ষ্য করেন নি কেউ। কাজেই সে-লোকটা যখন হঠাৎ ওপাশ থেকে এপাশে এসে উৎফুল্ল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"হ্যাল্লো নিকোলাস, খুব দেখা হয়ে গেল যাহোক," তখন দুজনেই সমভাবে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। গার্থের বিস্ময়ের কারণ এই যে নিকোলাস যে কার নাম, তা তিনি জানেন না। তাঁর নিজের নাম ত নয়ই। আর মিস্টার বালস্ট্রোডের প্রথম নাম যে কী, তা জানবার প্রয়োজন বা কৌতূহলই তাঁর হয় নি কোনদিন।

কিন্তু বালস্ট্রোড? তাঁর বেলায় বিস্ময়ের কারণ সম্পূর্ণ অন্যরকম। নিকোলাস যে তাঁরই নাম, তা আর তাঁর চেয়ে ভাল করে কে জানবে? কিন্তু কথা এই, সে-নাম ধরে তাঁকে অন্তরঙ্গ সুরে এমনভাবে কে ডাকবে এখানে? সারা মিডলমার্চ পরগনায় একটি লোকের সঙ্গেও তাঁর এমন গভীর আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব নেই, যাতে করে সে তাঁকে খ্রীষ্টান নাম ধরে ডাকতে পারে। বস্তুতঃ তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ গত বিশ বৎসরের মধ্যে নিকোলাস বলে তাঁকে ডাকে নি।

আজ তা হলে কে ডাকে এই পথের মাঝে?

প্রচণ্ড বিস্ময়ে এবং প্রচণ্ডতর বিরক্তির সঙ্গে বালস্ট্রোড উপলব্ধি করলেন যে লোকটা তাঁর অপরিচিত ত নয়ই, বরং বলা যায় যে বিশ বৎসর আগে লণ্ডনে ও তাঁর কাজকর্মের সঙ্গে বিশেষভাবেই জড়িত ছিল। অবশ্য জড়িত থাকা মানেই অন্তরঙ্গ হওয়া নয়। এই র্যাফলস

ছিল তাঁরই আজ্ঞাবহ বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, আজ হঠাৎ বিশ বৎসর পরে দেখা দিয়ে কোন্ স্পর্ধায় সে উঁচু গলায় তাঁকে সম্বোধন করে তাঁর খ্রীস্টান নাম ধরে?

কণ্ঠস্বরকে যতদূর তেতো করা যায়, তাই করে বালস্ট্রোড শুধু একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন—"র‍্যাফলস্?"

একমাত্র শব্দের সেই সংক্ষেপ উক্তিকে কোন রকমেরই সম্ভাষণ বলে স্বীকার করে নেওয়া যে-কোন লোকের পক্ষেই কঠিন হত; র‍্যাফলসের গায়ের চামড়া গণ্ডারের চেয়ে পুরু হওয়া সত্ত্বেও ওটাকে সে নিতে পারল না সেভাবে। না নিয়ে কিছুক্ষণ সে অন্যদিকে চেয়ে হাসতে লাগল খলখল করে।

বালস্ট্রোড ওদিকে মনে মনে কিছু একটা বুঝিয়েছেন নিজেকে। এবার যখন কথা কইলেন, কণ্ঠস্বর কতকটা সংযত তাঁর—"তুমি র‍্যাফলস, আজ বিশ বছর বাদে হঠাৎ এসে মিডলমার্চে দেখা দেবে, এ আমি কোনদিন ভাবতে পারি নি। আমি ত জানতাম, তুমি আমেরিকায় চলে গিয়েছ।"

"গিয়েছিলাম বই কি! যাব বলে কথা দিয়েছিলাম তোমায়, যাব না কেন? কিন্তু যাওয়া মানেই কি আর চিরদিনের জন্য যাওয়া? তবু আমি ছিলাম বই কি, বহু বৎসরই ছিলাম সেই অভিশপ্ত দেশে! মানুষ যে কতরকম গুজবই রটাতে পারে! আরে ছি! ছি! আমেরিকা নাকি সোনার দেশ? সোনা যা ছিল এককালে, তা স্পেন পোর্তুগালের লোকেই লোপাট করেছে। এখন পড়ে আছে শুধু জমি! জমি ছাড়া কিছু না। কী রকম জমি তোমার পছন্দ? আলুচাষের জমি? অঢেল! তুলো চাষের জমি? এন্তার! গম বল, যব বল, রাই বল, তিসি বল—সব কিছু ফলবে। সে-হিসেবে যদি কেউ সোনার দেশ বলতে চায় ওকে, সে বলুক। আমি বলব না তা বলে। কোদাল মারব, আর লাঙ্গল ঠেলব, এজন্য আমি জন্মাই নি ভাই নিকোলাস—"

গার্থ ওদিকে অস্বস্তি বোধ করছেন। হাজার রকমের লোকের সঙ্গে কারবার তাঁর। র‍্যাফলস-নামক এই জীবটি যে ভদ্রজাতীয় নয়, এটা ঠাউরে নিতে তাঁর দুই মিনিটও লাগে নি। তবে একদিক দিয়ে বেশ একটু ধোকায় পড়েছেন তিনি। এরকম একটা সন্দেহজনক

চরিত্রের লোক কী হিসাবে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে সাহস পাচ্ছে বালস্ট্রোডের মত ধনীমানী ভদ্রলোকের সঙ্গে? এ-সাহসের একটামাত্র কারণই অনুমান করা যায়--

কিন্তু অন্যের ব্যাপারে আজে বাজে অনুমান করতে বসে নিজের দামী সময় নষ্ট করতে রাজী নন গার্থ। বালস্ট্রোডের ঘরোয়া কথায় থাকবার তার দরকার নেই, মনকে এই কথা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি মনিবের কাছে বিদায় নিলেন, তার ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে চলল মিডলমার্চের দিকে। মনটা কিন্তু অপ্রসন্ন রয়েই গেল ভদ্রলোকের। একটা কদর্য কাণ্ডকারখানা যেন আশপাশেই ঘটছে কোথাও, কোন এক অদৃশ্য যবনিকার আড়ালে, একটু জোর-হাওয়া উঠলেই যেন উড়ে যাবে সে-পলকা যবনিকা, গার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা অপ্রত্যাশিত বীভৎস দৃশ্য। অস্বস্তিতে ভরা গার্থের অন্তর। এতকাল বাদে একটা ভাল চাকরি পেয়েছেন, কিন্তু তা কতদিন তিনি ধরে থাকতে পারবেন, কে বলবে তা? সেটা শতকরা একশো ভাগই নির্ভর করছে একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপরে। সে-প্রশ্নটা হল--বালস্ট্রোডের অতীত জীবন নিষ্পাপ ত? তা যদি না হয়, গার্থকে ছাড়তে হবে এ-চাকরি।

যাক, গার্থ ত বিদায় নিলেন, র‍্যাফলসেরও মুখ আলগা হয়ে এল। "ভাল লাগল না হে আমেরিকায়। তবু তোমায় কথা দিয়েছিলাম বলেই কন্টেস্যান্টে বারো-তেরো বছর কাটিয়েছি ঐ পোড়া দেশে। তারপরে চলে এলাম, বিয়ে করলাম--ভাল কথা মনে পড়ে গেল হে, বিয়ে করলাম কাকে জান? এই যে স্টোনহাউস নাম-লেখা বড় বাড়িটা, তারই মালিক যোশুয়া রিগের বুড়ী মাকে। কী করা যায়, মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে এলাম নেংটি-সম্বল অবস্থায়, একটা চাল চুলো ত জোটানো দরকার। তাই ভাবলাম, বুড়ী ত বুড়ীই সই, দুবেলা দুটো খেতে দিতে পারবে অন্ততঃ কিছুকাল।"

"যোশুয়া রিগের মা?"--আপন মনেই যেন বললেন বালস্ট্রোড।

"হ্যাঁ, যোশুয়ারই মা! মরেছে অবশ্য সে, কিন্তু যোশুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়ি নি। তারই খোঁজে খোঁজে সেদিন এসে পড়েছিলাম এ-তল্লাটে। এসে ভালই করেছিলাম, সেই সূত্রে দেখা পেয়ে গেলাম

তোমার। তা এ-বাড়াটা তুমি কিনেছ নাকি ইতিমধ্যে? সেবারে তোমার একখানা চিঠি আমি এই বাড়িতেই কুড়িয়ে পাই। তাতে নাম সই ছিল তোমার, তাতে একথাও লেখা ছিল যে যোশুয়ার দাবিমত দামেই তুমি কিনে নিতে রাজী আছ বাড়িটা—নিয়েছ না কি কিনে?"

বালস্ট্রোড দেখলেন কোচম্যান ফিরে আসছে। তাকে উনিই বাড়ির ভিতরে পাঠিয়েছিলেন কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।

কোচম্যান আসছে। র‍্যাফলস বেপরোয়া লোক। গার্থের সামনেই যথেষ্ট আবোল-তাবোল বকেছে। আবার এখন কোচমানের সামনেও যদি

না, গার্থ বিবেচক লোক, তিনি ভিতরের কথা কিছু যদি আঁচ করেও থাকেন, তা নিয়ে হইচই করবেন না। কিন্তু সেরকম আস্থা এই কোচম্যানের উপরে করা যায় না। অথচ র‍্যাফলস যে এই মুহূর্তে বিদায় নেবে তাঁর কাছ থেকে, এমন আশাও তিনি কখনো করতে পারেন না। নিশ্চয় ও পয়সাকড়ির প্রত্যাশা করছে তাঁর কাছ থেকে। না দিয়ে পারা যে যাবে না, এমন একটা ভয় এই বালস্ট্রোডের নিজের মনের কোণেও উঁকি দিচ্ছে। কাজেই একটা দরদস্তুর অপরিহার্য। তা এই গাড়িতে বসে হবে কী করে? এ-অবস্থায় হয় ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। নয় ত এইখানে এই স্টোনহাউসের ড্রয়িংরুমে বসে ওর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফেলতে হয়। ভেবে চিন্তে শেষের মতলবটাই গ্রহণীয় মনে করলেন বালস্ট্রোড। র‍্যাফেলসকে বললেন—"চল, নেমে গিয়ে এই বাড়িতে বসেই কথা বলি। হ্যাঁ, বাড়ি আমি কিনেই ফেলেছি এটা। এই কয়েকদিন আগে।"

মনে মনে নিজের ভাগ্যকে তখন অভিশাপ দিচ্ছেন বালস্ট্রোড। কেন যে তিনি এই বাড়ি কিনতে গিয়েছিলেন! না যদি যেতেন, যোশুয়ার সঙ্গেও তাঁর কোন যোগাযোগ ঘটত না, যোশুয়ার সূত্র ধরে র‍্যাফলসও পৌঁছোতে পারত না তাঁর কাছে। আর কী আহাম্মক লোক ঐ যোশুয়া! বালস্ট্রোডের চিঠিখানা সে ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল? এমন গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক ব্যাপারের চিঠি?

র‍্যাফলসকে নিয়ে বালস্ট্রোড গিয়ে ড্রয়িংরুমে বসলেন—"এখন বল দেখি, আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য কী তোমার?"

আবার সেই খলখল হাসি—"তাও কি খুলে বলতে হবে? একটা লাভজনক ব্যাপার তোমাতে-আমাতে ঘটিয়ে তুলেছিলাম, ধর সেই কুড়ি বৎসর আগে। লাভের সিংহ-ভাগটা অবশ্য তুমিই পেলে, আমি পেলাম ক্ষুদ-কুঁড়ো। অগাধ বিষয়ের মালিক একটি পুত্রহীনা বিধবা ছিল. তাকে বিয়ে করলে তুমি, বিষয়টাও পেয়ে গেলে মুফ্‌তে। তবে পুত্র না থাকলেও বিধবার মেয়ে ছিল একটি। সে আবার আলাদা স্বভাবের মেয়ে। বিষয়টা যে চোরাই লেনদেনের মুনাফা সঞ্জাত, সেকথা যেদিন সে শুনল, সেইদিনই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মনের ধিক্কারে। পরে নাকি সে অভিনেত্রী হয়েছিল জীবিকাসংস্থানের প্রয়োজনে, এবং বিয়েও করেছিল ল্যাডিসলস নামে এক নির্বাসিত লণ্ডনপ্রবাসী পোল যুবককে। কথাগুলো আমার ঠিক ঠিক মনে আছে, কী বল নিকোলাস? এত-দিনের কথা, কিন্তু ভুলিনি একটুও।"

নিকোলাসের মুখ ওদিকে কালো থেকে আরও কালো হচ্ছে ততক্ষণ। তিনি ঝাজিয়ে উঠে বললেন—"ভোলো নি বটে, কিন্তু বিকৃত করে ফেলেছ অনেকখানি। বিষয়টা চোরাই কারবারের মুনাফাসঞ্জাত, একথা বলার পক্ষে কোন প্রমাণ কারও হাতে তখনও ছিল না, এখনও নেই। থাকলে কি ছেড়ে কথা কইত দশজনে? আর বিধবাটিকে বিবাহ করা? তার মধ্যে অপরাধ বলে কিছু ছিল কারও, এমন কথা ত বলেনি কেউ। স্বামী মারা গেলে মহিলারা কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন না, না কি এদেশে? এসব বাজে কথা তোলার সার্থকতা কী আছে?"

"কথা ঠিক বাজে নয় বন্ধু! অপরাধ কোথায় ছিল, তা তুমিও জান, আমিও জানি। ছিল মহিলাটির সেই মেয়ে, কী নাম ভাল? মার্থা! মার্থা তার নাম। সেই মার্থাকে বঞ্চনা করার মধ্যে। মার্থা মনের ধিক্কারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু তার মা তাকে খুঁজে বার করার জন্য কোন চেষ্টা করতেই বাকী রাখে নি। তুমি বিলক্ষণ জান যে মার্থাকে খুঁজে পেলে তার মা বিষয়টা তাকেই দিত, তখন বুড়ীকে বিয়ে করলেও রাতারাতি বড়মানুষ বনে যাওয়ার কোন উপায় তোমার থাকত না।"

"মার্থাকে যে অনেক খোঁজা হয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। তোমাকে দিয়েই ত খোঁজ করানো হয়েছিল! খুঁজে পাওয়া যেত যদি, তা হলে তার মায়ের কানে সেকথা তুলে দেওয়া ত তোমারই কাজ ছিল!"

আবার সেই খলখল হাসি! এবার আরও বিকট, আরও দানবীয়! সে-হাসির দমকের সম্মুখে বালস্ট্রোড যেন নিবে গেলেন এবারে। মুখ তুলে আর কথা কাটাকাটি করবার সাহস তাঁর হল না।

র‍্যাফলস এইবার একেবারে সুর পালটে ফেলল কথার—"দেখ বন্ধু, কথা আমি বিকৃত করব না, কথাটা তুলবই না একদম, যদি আমার সঙ্গে বেশ বনিয়ে চলতে রাজী থাক তুমি। তুমি রাজার হালে আছ, মার্থার মা মরে যাওয়ার পরে লণ্ডন ছেড়ে মিডলমার্চে এসে ব্যাঙ্ক খুলেছ, পুরোনো সেই চোরাই কারবারের গন্ধটুকুও আর লেগে নেই তোমার গায়ে, এসব খুব ভাল কথা। আমি বিলক্ষণ খুশী তোমার এই ভাগ্যোদয়ে। তবে কিনা, পেটে খিদে থাকলে কারও মেজাজ খুশী থাকতে পারে না। আমি বেশ জানি যে দেশের আইন তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। কারণ সে-সময়ে তুমি আমি মিলে কাজটি যেভাবে হাঁসিল করেছিলাম আমরা, তাতে আইনের বাবার সাধ্য ছিল না তোমার বা আমার গায়ে আঁচড় কাটবার। হ্যাঁ, আইনতঃ তখনও তোমার কোন ভয় ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু জনমত বলে একটা জিনিস কি একেবারেই নেই? আজ যদি আমি মিডলমার্চের হোটেলে বসে তোমার পূর্বকথা তারস্বরে লোককে শোনাতে বসি, বা মার্থার ছেলে—"

হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে সে আবার খলখল করে হেসে উঠল, তারপর হালকা সুরে বলতে লাগল—"কী আজগুবি কাণ্ডই না ঘটে সব। সেই মার্থার এক ছেলে আছে এই তল্লাটেই, খবরটা আমি পেয়েছি। তুমিও সে পাওনি, এমনটা আমার ত বিশ্বাস হয় না! পোল ওরা, নামেতেই তা প্রকাশ। নামটা হল ল্যাডিসলস—চেনো?"

বালস্ট্রোড মনে মনে অনেক কথা ভেবে নিয়েছেন এর মধ্যেই। এই কুচক্রী বেপরোয়া বদমাশটার সঙ্গে আপোস-মীমাংসা করা? না, তাকে ভীষণভাবে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করে দেওয়া? ওর কাছে নতি স্বীকার করলে ও অল্পে অল্পে সব রক্ত চুষে খেয়ে নেবে বালস্ট্রোডের দেহ থেকে, তাঁর ব্যাঙ্ক বিক্রি করে দিয়েও তিনি পারবেন না ওর অর্থের ক্ষুধা মেটাতে। সেক্ষেত্রে আপোস করার সার্থকতা কী? তার চেয়ে অন্য পথ ধরাই উচিত এখন।

যেই র‍্যাফল্‌স বলেছে—"নামটা হল ল্যাডিসলস, জানো?"—অমনি

তিনি একেবারে মার-মূত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—"তোমার আজগুবি মিথ্যে কথা শুনে শুনে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় র‍্যাফলস! এককালে কাজ করেছিলে আমাদের ফার্মে, সেই সুবাদে এতখানি ভদ্রতা করা গেল। কিন্তু আর না! তোমাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ আমার নেই. ইচ্ছে করলে হোটেলে বাজারে রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে পার আমার কুৎসা রটনা করে করে। তুমি দেখতে পাবে—তাতে এক তিলও ক্ষতি হবে না আমার। হাজার হলেও তুমি একটা পথের ভিখিরী, আর আমি মিলিওনেয়ার। কী তোমার সাধ্য যে তুমি আমার সঙ্গে লড়বে? আমি ইচ্ছে করলে যে-কোন একটা মিথ্যে নালিশ এনে তোমায় জেলে পুরে দিতে পারি দুই চার বছরের জন্য। দেবও তা, যদি গায়ে পড়া হয়ে আমার ক্ষতির চেষ্টা করতে যাও তুমি—"

র‍্যাফলস অনেক কথাই ভেবেছিল, ভাবে নি শুধু এই কথাটা যে, বালস্ট্রোড এমন রণং-দেহি মূর্তি ধারণ করবেন। অন্যায় যখন কিছুটা ছিলই তাঁর, তখন স্বভাবতঃই তাঁর ভয় পাওয়ার কথা। চিরকাল তাই পেয়ে এসেছে দুষ্কৃতকারীরা। কিন্তু এই বালস্ট্রোড এমন বেয়াড়া গাইছে কী সাহসে? সত্যিই কি সে ভয় পাচ্ছে না নাকি?

কিন্তু সত্যি মিথ্যে বিচারের সময় আর পাচ্ছে কই র‍্যাফলস? ওপক্ষ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এক্ষুণি গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাকে বার করে দেবে। তা যদি দেয়, ত মুশকিল র‍্যাফলস-এর পক্ষে। পরে তার উপরে ঝাল ঝাড়বার আর কী উপায় হতে পারবে না—পারবে, সেত পরের কথাই। উপস্থিত ঐ গলাধাক্কা-খাওয়াটা যে কোনমতেই চলে না র‍্যাফলস-এর! পকেটে একটি পেনি নেই, মাথা গুঁজার ঠাঁই নেই, প্রাতরাশ জোটে নি; লাঞ্চের সময় হয়ে এল, কে জোগাবে খানিকটা রুটিমাংস, তার কোনই হদিস মিলছে না কোন দিক থেকেই। এ-সময়ে এখান থেকে গলাধাক্কা খাওয়া তার কোনমতেই চলে না। আপোসরফা করে কিছু অন্ততঃ পয়সাকড়ি বালস্ট্রোডের পকেট থেকে বার করতে না পারলে তার অদৃষ্টে বিষম দুর্গতি আছে আজ।

অতঃপর যা হবার তাই হল। র‍্যাফলস নরম হয়ে গেল, অনর্গল দিব্যি গালতে লাগল যে বালস্ট্রোডের সঙ্গে শত্রুতা করার কল্পনা কোনদিন এক

পলকের তরেও উদয় হয়নি তার মনে। চিরদিন তার একমাত্র কামনা এই যে বালস্ট্রোডের অনুগত হয়ে, তারই ফাই-ফরমাশ খেটে খেটে জীবনের বাকী কয়টা দিন কায়ক্লেশে সে কাটিয়ে দেবে। এখন যা করেন বালস্ট্রোড, পুরোনো সহকর্মীকে কি আর তিনি বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরতে দেবেন ?

বালস্ট্রোড এই জিনিসটারই প্রত্যাশায় ছিলেন। আরও খানিকটা ধমক-চমক করবার পরে তিনি নগদ একশো পাউণ্ড পকেট থেকে বার করে র‍্যাফলস-এর হাতে দিলেন—"না খেয়ে তোমায় মরতে হবে না, যদি অল্প-স্বল্প খরচে দিন গুজরান করতে পার, আর আমার অনিষ্টচিন্তা থেকে বিরত থাক। তিন মাস পরে পরে লণ্ডনের সিটি ব্যাঙ্ক থেকে তুমি এই রকমই একশো পাউণ্ড করে পাবে, এতে তোমার রাজার হালে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু মনে রেখো, কোন ফিকিরেই ঐ একশো পাউণ্ডের উপরে আর এক পেনিও তুমি আদায় করতে পারবে না। সে-চেষ্টা কর যদি, এই ভাতা তখুনি বন্ধ হবে। না খেয়েই মরবে তুমি।"

বালস্ট্রোডের পরবর্তী কথাগুলো কানেই হয়ত ঢুকল না র‍্যাফলস-এর। একশো পাউণ্ড পকেটস্থ করে সে তখন হাসিমুখে মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক—"কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয় না নিকোলাস ? লাঞ্চের সময় যে গড়িয়ে গেল ?"

"খাবার আনিয়ে দিচ্ছি, গাড়িতে বসে বসে তুমি খেয়ে নাও।"—বললেন বালস্ট্রোড।

"গাড়ি ?"—র‍্যাফলস ত অবাক সে-কথা শুনে।

হ্যাঁ, আমার ঐ গাড়িতে এক্ষুণি আমার সঙ্গে উঠবে তুমি। আমি তোমাকে মিডলমার্চের রেলস্টেশনে পৌঁছে দেব। সেখান থেকে রেলে চড়ে যেখানে খুশী তুমি চলে যাও। আমি শুধু চাই যে মিডলমার্চে আর তুমি মুখ দেখাবে না জীবনে। যদি দেখাও, আমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য ত পাবেই না, উলটে দেখতে পাবে যে শত্রুহিসাবে বালস্ট্রোড কতখানি নির্মম হতে পারে।

৭

বুড়ো ফেদারস্টোন বড় আশায় নিরাশ করে গিয়েছিলেন ফ্রেড ভিন্‌সিকে। বেশ কয়েক বৎসর ধরেই তিনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে এসেছিলেন কথায় বার্তায় আচারে আচরণে, যাতে ফ্রেডের নিজের ত বটেই, আত্মীয়পর সকলেরই মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনি ফ্রেডকেই করে যাবেন।

এ-ব্যবস্থায় কেউ কিছু অন্যায়ও দেখতে পায় নি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ফ্রেডের সাক্ষাৎ পিসে ফেদারস্টোন। তার উপরে ফ্রেড ছেলেটিই বা কী চমৎকার ছেলে! বছর বাইশ বয়স, দেখতে-শুনতে চটকদার, চলনে-বলনে অত্যাধুনিক, ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা, প্রভৃতি শখ-শৌখিনতায় দশখানা গাঁয়ের তরুণ সমাজের আদর্শ পুরুষ। তার উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও এসেছে বেশ কয়েক বছর।

কিন্তু ঐ ব্যাপারটাতেই যা-হোক একটু গোলযোগ করে ফেলল ফ্রেড। গ্রাজুয়েট হওয়ার পরীক্ষাটা দিল, পাস কিন্তু করতে পারল না। তার বাবা রেগে কাঁই হয়ে গেলেন, মা কিন্তু তত ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ছেলেমেয়েদের অগোচরে স্বামীকে শুনিয়ে দিলেন—"না করেছে পাস, নেই। কী আর হত ওর গ্রাজুয়েট হয়ে?"

"বাঃ, আমি ওকে পাদরী করব বলে বসে আছি যে! বি. এ. পাস না করে ত আর উঁচু পর্যায়ের পাদরী হওয়া যায় না! আর বিশপ-টিশপ হওয়ার মত যোগ্যতা না থাকলে ভদ্রঘরের ছেলের পাদরী হয়ে লাভ কী?"

"বিশপ হয়েই বা কী হত ওর শুনি? স্টোনহাউসের যা আয়, তা আড়াইটে বিশপের মাইনের সমান। তুমি ওকে হামেশাই বকাবকা কর না ত ফেল করার জন্য! ছেলেটাকে সব সময়ে হাসিখুশী দেখতে পেলেই মিস্টার ফেদারস্টোনের মেজাজ ভাল থাকে। তাঁর উপরেই ত আখের নির্ভর করছে ফ্রেডের!"

এতদিন মনে মনে এ-ব্যবস্থায় কতখানি সায় দিয়েছেন ভিন্‌সি, তা

তিনিই জানেন, তবে এটা ঠিক যে প্রকাশ্যে তিনি স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করেন নি কোনদিন, তার কারণ বোধ হয় এই যে পরীক্ষায় পাস করাটাকে স্টোনহাউসের ভাবী অধীশ্বরের পক্ষে অপরিহার্য বলে তিনিও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন নি।

যাক সে-সব পুরোনো কথা, চলে আসা যাক বর্তমানের নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে। ফেদারস্টোন মরলেন এবং ফ্রেডকেও বলতে গেলে মেরেই গেলেন। উইলে তার জন্যে একটি কানাকড়িও তিনি বরাদ্দ করে যান নি, একেবারে কোন উচ্চবাচ্যই নেই ফ্রেডের সম্বন্ধে। ছেলেটার অবস্থা দাঁড়াল বজ্রদগ্ধ বনস্পতির মত। বেঁচে থেকেও সে যেন জীবন্মৃতের মত হয়ে গেল, না আছে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা, না আছে জ্ঞানচৈতন্য।

এ-সময়ে বাপ-মায়ের চাইতেও যাঁদের কাছে বেশী দরদ আর সৎপরামর্শ সে পেল, তাঁরা হলেন গার্থ পরিবার। মেরি গার্থ তার শৈশবের খেলার সাথী। ছাতার ফিতে থেকে লোহার রিং খুলে নিয়ে শিশু মেরির কচি আঙ্গুলে পরিয়েছিল একদা, আর জোরগলায় ঘোষণা করেছিল—"এই হয়ে গেল আমাদের বাগ্‌দান।"

বাগ্‌দানের মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বলে সেটাকে কোনদিন মনে না করলেও মেরি চিরদিনই যে বিশেষ একটা পক্ষপাত দেখিয়ে এসেছে ফ্রেডের উপরে, তা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি কারও, না গার্থদের, না ভিন্‌সি পরিবারের। এযাবৎ কিন্তু একথা কেউ সত্যি সত্যি ভাবতে পারেন নি যে লোহার রিংয়ের বাগ্‌দানই কোন একদিন বাস্তবের বাগ্‌দানে পরিণত হতে পারবে। ভাবতে না-পারার কারণ আছে বই কি! ভিন্‌সি পরিবার চিরদিনই ধনী, আর গার্থেরা সে-তুলনায় বরাবরই গরিব। তাও যদি ফেদারস্টোন অমন একটা দারুণ বাগড়া না দিতেন ফ্রেডের ভাগ্যোদয়ের পথে! নিজে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারলে সে হয়ত ঔদার্য দেখিয়ে শৈশবের সাথীকে জীবনসঙ্গিনী করে নিতেও পারত। রাজা কোফেটুয়া কি ভিখিরী মেয়েকে অর্ধসিংহাসনে বসান নি নিজের পাশে?

কিন্তু তাও ত হয়নি! এখন গার্থদের যে দৈন্যদশা, ফ্রেডেরও প্রায় তাই। আপাততঃ অবশ্য তার ব্যয়ভার মিস্টার ভিন্‌সিই বহন করে যাচ্ছেন, যাবেনও যদি সে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষাটা পাস

করার জন্য সচেষ্ট হয়। তারপর তাকে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে যার বেতন অতি সামান্য, বিবাহ করে সংসার পাতবার পক্ষে একান্তই অপ্রচুর।

যা হোক, বিয়ের বরাতে যা থাকে, সে পরে হবে। আপাততঃ পরীক্ষাটা পাস করা যে একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়াল, এটা গার্থেরা সবাই মিলে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিল ফ্রেডকে। সবাই, অর্থাৎ কালেব গার্থ নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা মেরি।

সুতরাং ফ্রেড ফিরে গেল কলেজে এবং পরের পরীক্ষাতেই মোটা-মুটি ভালভাবে পাস করে বেরিয়ে এল। তাতে কিন্তু সৃষ্টি হল আর এক দফা অশান্তির। মিস্টার ভিন্‌সি আদেশ করলেন—যাজকবৃত্তি গ্রহণের জন্য যেরকম পড়াশুনা দরকার, এবার সেইরকমই করতে হবে ফ্রেডকে।

স্টোনহাউসের উত্তরাধিকার ওরকম আশ্চর্যভাবে হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে সেই যে শিরদাঁড়া-ভাঙ্গা নির্জীব প্রাণীতে পর্যবসিত হয়েছে ফ্রেড, বাপের এ-আদেশও সে গতানুগতিক ভাবেই শিরোধার্য করে নিত বোধ হয়। কিন্তু বাধা এল মেরি গার্থের দিক থেকে। সে সোজাসুজি বলে দিল—"তুমি পাদরী হবে, তাতে আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু তা যদি তুমি হও, তবে আগে থেকেই জেনে রাখ যে আমাকে বিয়ে করার আশা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

"কেন? কেন?" মেরির ঝাঁজালো সংকল্পের কথা শুনে ফ্রেড আকাশ থেকে পড়ল যেন একেবারে—"পাদরীরা ত সবাই বিয়ে করছে, আমার বেলাতেই তোমার আপত্তি কেন?"

"আপত্তি এইজন্য যে পাদরীর স্ত্রী হওয়ার মত মনোবৃত্তি আমার নয়। আমার আদর্শ পুরুষ হচ্ছেন আমার বাবা, সৎ, সক্ষম, চৌকস মানুষ, যে নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে। যাজকেরা হয়ত সবাই মহৎ, কিন্তু তাদের ভিতরে পুরুষালি শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণাই করল ফ্রেড, কিন্তু মেরি অটল। কালেব গার্থ ও তাঁর স্ত্রীও এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজী নন। ফ্রেড পড়ে গেল ফাঁপরে। যাজকবৃত্তি যে তারও খুব পছন্দ, তা নয়।

কিন্তু যাজক না হয়ে সে যায় কোথায়? তার বাবা যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন, তাকে পাদরী করবার জন্য! তাঁর কথায় অবাধ্য হলে তিনি ফ্রেডের খরচা বন্ধ করে দেবেন, অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ তাকে দিতে যাবেন না অর্থ ব্যয় করে। তাহলে ফ্রেড যায় কোথায়?

গার্থকেই সে অনুরোধ করল এই উভয় সংকটে একটা সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্য। "যাজক যদি না হই, পিতা আমায় ত্যাগ করবেন। অথচ যাজক হই যদি, আমায় ত্যাগ করবে মেরি। কিন্তু মেরিকে ত্যাগ করতে হলে জীবনধারণের আর কোন অর্থ থাকবে না আমার কাছে। এ-অবস্থায় আমি করি কী?"

কালেব অনেক চিন্তা করলেন। করতে তিনি বাধ্য, কারণ ফ্রেডের যাজক হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে জড়িত আছে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ। যাজকের পত্নী সে হবে না। অথচ ফ্রেডের সঙ্গে বিবাহ না হলে জীবনটাই তার মাটি হয়ে যাবে। এ-অবস্থায় তাঁর একান্ত কর্তব্য হল অন্য কোন ভদ্রোচিত বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ফ্রেডকে সাহায্য করা।

কিন্তু কী বৃত্তি?

ভেবে ভেবে গার্থ স্থির করলেন যে ফ্রেডকে তিনি নিজের ব্যবসাই শেখাবেন। জরিপের কাজ, চাষবাসের কাজ, জমিদারি পরিচালনার কাজ। তাঁর নিজেরই একজন কেরানী দরকার হয় বরাবর, ঘটনাচক্রে সেই কেরানীর পদে কোন লোক এখন নেই। ফ্রেডকে তিনি সেই সুযোগটা দিতে পারেন, যদি সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে কাজেকর্মে সত্যি সত্যি নিষ্ঠা আর শ্রমশীলতার পরিচয় সে দেবে। যদি দেয়, মাসিক দশ পাউণ্ড বেতন গার্থ দিতে পারবেন ফ্রেডকে, বাপের সাহায্য না পেলেও তাতেই গরিবানা ভাবে দিন কেটে যাবে ওর।

ফ্রেড খুশী হল। এই কারণে খুশী হল যে মেরির সঙ্গে মিলনের আশা তাকে ত্যাগ করতে হচ্ছে না এক্ষুণি। বিবাহ অবশ্য কতকাল পরে হবে, তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু কোনকালে যে তা হতে পারবে—এ-আশাটাও কেউ কেড়ে নিচ্ছে না ফ্রেডের কাছ থেকে।

কিন্তু আর এক বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হল সেইদিন, যেদিন ফ্রেড তার বাবাকে গিয়ে বলল যে যাজক সে হবে না।

"অ্যা ? কী ? যাজক হবে না ? তবে কী হবে ?"—বিস্ময়, অসন্তোষ, নৈরাশ্য সব একসাথে মাখামাখি হয়ে আছে মিস্টার ভিন্‌সির প্রশ্নগুলিতে।

"যতদিন আর কিছু না পাচ্ছি, ততদিন মিস্টার গার্থের আফিসে কেরানীর কাজ করব। দশ পাউণ্ড বেতন তিনি দেবেন আমাকে।"

"মেয়র ভিন্‌সির ছেলে হবে গার্থের কেরানী ! বংশের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে। আমার নিষেধের কোন দাম তোমার কাছে আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু তবু আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে এ-কাজ করলে তুমি আর আমার কাছে এক পেনির সাহায্যও প্রত্যাশা করতে পারবে না কোনদিন।"

এ-শাসানির জন্য প্রস্তুতই ছিল ফ্রেড। সে বিনীত কিন্তু ব্যথিত-স্বরে উত্তর দিল—"সে ত ন্যায্য কথা। তা—ঐ দশ পাউণ্ড বেতনের ভিতরেই আমি কোন হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেব।"

ভিন্‌সির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। সব কঠোরতা ডুবিয়ে দিয়ে পিতৃস্নেহের প্লাবন বয়ে গেল অন্তরে। আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বললেন—"না, না, খাওয়ার ব্যবস্থা অন্য কোথাও করতে হবে না। তোমাকে খাওয়ার টেবিলে না দেখতে পেলে তোমার মায়ের মনে ব্যথা লাগবে খুব। তুমি থাকবেও বাড়িতে, খাবেও বাড়িতে। সাহায্যের প্রত্যাশা বলতে আমি অন্য সব বাহুল্য খরচার কথাই বলতে চেয়েছিলাম। যেমন ধর ঘোড়া। তোমার ব্যবহারের জন্য কোন ঘোড়া আর থাকবে না আমার আস্তাবলে। এই রকম সব খুচরো ব্যাপার আর কি।"

ভিন্‌সি ভদ্রলোকের মনেও শান্তি নেই। বড় ছেলে ফ্রেড, তার ব্যাপারে ত ক্রমাগতই মনস্তাপ ভোগ করতে হচ্ছে। প্রথমে বড় মানুষ পিসের উত্তরাধিকার সূত্রে অগাধ অর্থের অধিকারী হবে সে, এই আশাতেই গোটা সংসারটা সোনার স্বপন দেখেছিল ঢের দিন। তারপর রূঢ় আঘাতে সে-স্বপ্ন চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ল যখন, তখন দিনকতক হা-হুতাশ করে নিয়ে ফ্রেডকে আবার জোর করে কলেজে পাঠালেন তিনি। করল পাস। যা তাহলে এখন ধর্মশাস্ত্রের পড়াশুনা কর্। যাজকের চাকরি কিছু মন্দ নয়। আখের ওদের খুবই ভাল হতে পারে পিছনে সুপারিশ থাকলে। তা সুপারিশ ফ্রেডের আছে বই কি! ভিনসি নিজে মেয়র। দুই পাঁচটা বড় মানুষের সঙ্গে ত

দস্তরম-মহরম আছেই! চেষ্টা করেই তা করে রেখেছেন, ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

কিন্তু গেরো দেখ, সেই ছেলে আজ বলে বসল—যাজক সে হবে না, হবে জরিপদার। শিকল হাতে করে করে মাঠে জঙ্গলে ট্যাং ট্যাং করে ঘুরবে আর বাগান পুকুর ভেড়ার খোঁয়াড় মাপজোপ করবে। ছি ছি, এও কি একটা বলবার মত কাজ না কি? পয়সার কথা ত পরের কথা, প্রথমেই ধর, ইজ্জত বলে কিছু নেই ওতে। ছেলেটা যে এদিকে ঝুঁকে পড়ল, সে শুধু গার্থ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুন। খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল গোড়াতেই ওদের সঙ্গে ফ্রেডের মাখামাখি বন্ধ করে না দেওয়া। ওরা কোনদিনই সমাজের প্রথম স্তরের লোক নয়, ভিন্‌সিদের সঙ্গে যে ওরা মিশতে পেরেছিল সে শুধু এই সুবাদে যে একই ফেদারস্টোন পিসে ছিলেন গার্থদেরও, ভিন্‌সি ছেলেমেয়েদেরও। এখন সেকথা ভাবতে গেলে হাসি পায়। এও কি একটা সম্পর্ক না কি? সম্পর্ক বলেই চালাতে চেয়েছিল অবশ্য ঐ পিটার বুড়োটাই। একই সঙ্গে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার অভ্যাস তাঁর ছিল ওদের, ঐ ভিন্‌সিদের আর গার্থ ছেলে-মেয়েদের। গোড়া থেকেই হয়ত মতলবী বুড়োটার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রেডের সঙ্গে মেরির বিয়ে দেওয়া।

তা দিতেন যদি বিয়ে ত দিতেন, কারও কোন ক্ষতি ছিল না, যদি বিয়ের যৌতুক হিসাবে স্টোনহাউসের তালুকটাও দিয়ে দিতেন ফ্রেডকে। বস্তুতঃ সেইরকম আভাস গোড়া থেকেই পাওয়া গিয়েছিল বলেই না মেয়র ভিন্‌সি জরিপওয়ালার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিয়েছিলেন নিজের ছেলেকে। সেই মেলামেশার ফল আজ হয়েছে লজ্জাকর। মেয়রের ছেলে হয়ে যাচ্ছে জরিপওয়ালা। ঝকমারি আর কাকে বলে?

সন্তানভাগ্য খুব খারাপ ভিন্‌সির। শুধু বড় ছেলের দিক দিয়ে নয়, বড় মেয়ের দিক দিয়েও। বড় মেয়ে! ডাকসাইটে সুন্দরী তাঁর বড় মেয়ে রোজামণ্ড। সারা মিডলমার্চ এ-বিষয়ে একমত যে মিসেস ডোরোথিয়া ক্যাসুবন ছাড়া রোজামণ্ডের তুল্য সুন্দরী আর কেউ নেই এ-তল্লাটে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করেছিলেন পুত্রবধূ করে

রোজামণ্ডকে ঘরে তুলবার জন্য। তাতে উক্ত ব্যবসায়ীদের লাভ হত মেয়রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, আর ব্যবসায়ীদের পুত্রদের লাভ হত। সহধর্মিণীরূপে গোটা কাউন্টির সেরা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ।

হ্যা, ঐ ওয়াইলিরা অতবড় চামড়ার কারবারীরা, ওরা মুখিয়েছিল রোজামণ্ডকে ঘরে নেবার জন্য। ছোকরা ওয়াইলি ত এ-বাড়ির চৌকাঠ কামড়ে পড়েছিল প্রায় বছরখানিক। তার পরে ধর ঐ ওয়েডারবার্ণরা, ইটের ভাটি যাদের মিডলমার্চে।

ধুত্তোর, কত আর হিসেব করা যায়! সে-হিসেব করতে গেলে মিস্টার আর মিসেস ভিন্সির কান্না পায় আজ। এত এত সুপাত্র হাতের মুঠোতে থাকতে বোকা মেয়ে, বেল্লিক মেয়ে, বেয়াক্কেল মেয়ে রোজামণ্ড কিনা বিয়ে করতে গেল একটা ডাক্তার ছোকরাকে? সে-ডাক্তার আবার এ-দেশেরই লোক নয়। তিনখানা কাউন্টি পেরিয়ে তার এক কাকা না জেঠা কে-একজন আছে ব্যারনেট উপাধিওয়ালা। লিডগেটের যা-কিছু আভিজাত্যের দাবি, তার ভিত্তি হল সেই অপরিচিত ব্যারনেট মশাইয়ের "স্যার" উপাধি। তা আছে লিডগেটের ব্যারনেট কাকা, থাকুক। লিডগেটের তাতে ফায়দা কী? ব্যারনেটের তিন তিনটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বর্তমান, কাজেই কাকার জমিদারির এক ইঞ্চি ভূইও ত ভোগে লাগবে না লিডগেটের!

এটা অবশ্য ঠিক যে সে-জমিদারির কথা রোজামণ্ড বা লিডগেট কেউই হিসাব করে নি তাদের বিয়ের ব্যাপারে। লিডগেট ডাক্তারি বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথমে এডিনবরায়, তারপরে প্যারিতে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি স্থানীয় পুরোনো ডাক্তারদের চেয়ে অনেক বেশী পারদর্শী। সেই পুরোনোদেরই একজন, ডাক্তার পিকক, যখন ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন, তাঁরই ব্যবসা এবং পশার কিনে নিলেন লিডগেট, মিডলমার্চে ব্যবসা করার মতলবে। ঐখানেই দেখ ছেলেটার বোকামি! বিদ্যে যত গভীরই হোক, মিডলমার্চ ত পাড়াগেঁয়ে শহর ছাড়া আর কিছু নয়! সেখানে আর কত জমতে পারে একটা বহিরাগত ডাক্তারের পশার!

কিন্তু হিসাবের ধার তরুণ-তরুণীরা ধারে না বিয়ের সময়। রোজামণ্ডের পছন্দ হয়ে গেল লিডগেটকে; লিডগেট নিজে অবশ্য

ব্যবসাটাকে পাকা বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠা করবার আগে বিয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে তেমন ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু রোজামণ্ড তখন ক্ষেপে উঠেছে লিডগেটকে পাওয়ার জন্য। তার দুর্বার আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখার সামর্থ্য বেশীদিন রইল না লিডগেটের।

মেয়র ভিন্‌সির কাছে গিয়ে লিডগেট যখন তাঁর দুহিতার পাণিপ্রার্থী হল, তখন ভিন্‌সির মানস চক্ষুর সামনে বহুদূরবর্তী অপরিচিত ব্যারনেট লিডগেটের 'স্যার' উপাধির বর্ণচ্ছটাই উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। "আমি কিন্তু কোন যৌতুক দিতে পারব না লিডগেট,"—এটুকু ছাড়া এমন কোন মন্তব্য তিনি করলেন না, যার মানে করা যায় প্রতিবাদ বা আপত্তি বলে। তা লিডগেট কি আর তাতে দমে? সে শুধু উচ্চ-শিক্ষিতই নয়, আদর্শবাদীও বটে। "সেজন্য আপনি ভাববেন না"—দরাজ ভাবে হাত নেড়ে যৌতুকের অভাবটাকে সে যেন অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ একটা জিনিস বলেই উড়িয়ে দিল। বিয়ে হয়ে গেল যথাসময়ে।

তার পরেই রোজামণ্ডের চোখের সামনে সংসারের চেহারা পালটাতে লাগল। পিতৃগৃহে সে নানারকম বিলাসে অভ্যস্ত ছিল। কারণ ভিন্‌সি কোনদিনই তেমন ধনী না হলেও প্রতিপাল্যদের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত ভাবে আরামে রেখেছিলেন। রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন আত্মীয়দের দেখাদেখি। তাঁর দুই ভগ্নীপতি ফেদারস্টোন আর বালস্ট্রোড, দু'জনেই তাঁরা অপরিমিত ধনবান, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করা যে তাঁর পক্ষে হিতকর হতে পারে না, এ-বুদ্ধি তাঁর মগজে কোন দিন জাগে নি।

রোজামণ্ড স্বামিগৃহে এল পিতৃভবন থেকে। প্রথমতঃ বাড়িটাই তুলনামূলকভাবে দীনহীন। ভিন্‌সির নিজের বিশাল বাড়ি, কয়েক যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে মনোরম করে তোলা হয়েছে। সেই বাড়িতে এতকাল মানুষ রোজামণ্ড। বিবাহের পরে কিন্তু তাকে উঠে আসতে হল এক ভাড়াবাড়িতে। ভাড়াবাড়ি হিসাবে অবশ্য বাড়িটা মিডলমার্চের মধ্যে সেরা বাড়িই, কিন্তু অভিজাত্যের কথা দূরে থাকুক, চলনসই সৌষ্ঠবই বা কই তাতে? ঘরের সংখ্যা মাত্রই পাঁচখানা। আসবাবপত্র ভাড়া-করা। লিডগেটের মজুদ অর্থ কিছু না ছিল, তা নয়। কিন্তু বাড়িটা ভাড়া নিতে গিয়ে এত বেশী আমানত রাখতে হল যে সে-ভাণ্ডার

তাতেই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। তার উপরে আছে বাড়ি সাজানোর ঝামেলা। সোফা টেবিল কার্পেট আলমারি দেরাজ, এমন কি চায়ের সেট পর্যন্ত সবই কিস্তিবন্দিতে কেনা যায়, মূলধন অপ্রচুর থাকলে সবাই করেও তাই। লিডগেটও তাই করলেন। দেনায় মাথা বিক্রি করে ভাড়াবাড়িকে যথাশক্তি সাজিয়ে তুললেন, নববধূর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য।

হাসি অবশ্য ফুটল রোজামণ্ডের অধরে, কিন্তু তা বিলীন হয়েও এল দেখতে দেখতে। কিস্তিবন্দিতে মাল কেনা হয়েছে, কিস্তির অর্থটা ত মাস মাস দিতে হবে! তাগাদা আসছে ত আসছেই। তহবিল যতদিন শূন্য না হল, লির্ডগেট ততদিন যুগিয়ে গেলেন অর্থ। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় যার বেশী, একদিন ত তাকে পাওনাদার ফেরাতেই হয়! লিডগেটও বলতে বাধ্য হলেন পাওনাদারদের—"দুদিন সবুর করুন মশাই।"

দুইদিন কেন, দশদিনও সবুর তারা করবে, কিন্তু অনন্তকাল করবে না। দেনার পরিমাণ বাড়ছে, হিসাব করে দেখা গেল অন্ততঃ হাজারটা পাউণ্ড সংগ্রহ করে ফেলতে না পারলে মান ইজ্জত কোন মতেই রক্ষা পায় না।

রোজামণ্ড বলল—"তার আর কী হয়েছে, আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে আনব। বিয়ের সময় তিনি ত যৌতুক বলে কিছু দেন নি!"

"দিতে যে তিনি পারবেন না, তা ত গোড়াতেই বলে দিয়েছিলেন তিনি!"—আপত্তি তুলল লিডগেট।

'বলে অমন সবাই, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু না কিছু দেয়ও।'—এই বলে একদিন রোজামণ্ড সত্যিই গেল বাবার কাছে, মুখটা কাচুমাচু করে চাইলও কিছু অর্থ সাহায্য। সর্বনাশ! যে-জবাব মেয়র ভিন্‌সি মেয়েকে দিলেন, তা সে কোনদিন প্রত্যাশা করে নি—"অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী লোককে বিয়ে করাই তোর ভুল হয়েছিল। ভাল ডাক্তার যে লিডগেট, তা কেউ অস্বীকার করে না। তা বলে মিডলমার্চের সব লোক অন্য সব ডাক্তারকে ত্যাগ করে একা ওকেই ডাকবে অসুখের সময়, এমনটা কি আশা করা যায়? তোদের যে অভাব যাচ্ছে, একথা প্রকাশ পেলে লিডগেটের আয় আরও কমতে থাকবে, তা দেখে নিস। আমি কোথায়

পাব? আমার বাঁধাই কারবারে লোকসান গিয়েছে ইদানীং, নিজেরটা সামাল দেওয়াই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।”

রোজামণ্ড ফিরে এল মর্মাহত হয়ে। তারপরে অনেক ভেবে একটা পরামর্শ দিল স্বামীকে—“তুমি পিসে মশাইয়ের কাছে হাজারটা পাউণ্ড চেয়ে নাও। তা ত তুমি চাইতে পার! এতদিন বিনা পয়সায় খাটছ তাঁর জন্য ..”

কথাটা এই, বালস্ট্রোড একটা হাসপাতাল খুলেছেন মিডলমার্চে। আগের পুরোনো হাসপাতাল ত শহরে রয়েছেই, তার উপরে বাড়তি একটা, একটু উন্নত ধরনের। এই হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্ব তিনি অর্পণ করছেন লিডগেটের উপরে, একেবারে শুরু থেকেই। খাটতে হয় লিডগেটকে প্রচুর এজন্য, তার নিজস্ব ব্যবসায়ে আশানুরূপ অর্থাগম না হওয়ার সেটাও একটা কারণ বটে।

খাটতে হয় প্রচুর, অথচ লিডগেট তার জন্য পারিশ্রমিক পায় না একটা পেনিও। সেইরকমই বন্দোবস্ত গোড়া থেকে। বালস্ট্রোড বলেছিলেন—“আমার ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান এটা! আপনার কাছে অবৈতনিক সাহায্যই চাই।”

লিডগেট রাজী হয়েছিল। কারণ সে আদর্শবাদী। কিন্তু আদর্শ খেয়ে ত আর পেট ভরে না! রোজামণ্ড উচিত পরামর্শ দিয়েছে বলেই মনে হল লিডগেটের। সে এতদিন হাসপাতালকে দেখেছে, এখন হাসপাতালও খানিকটা দেখুক ওকে। এতদিন সে কাজ করেছে বিনা বেতনে, এর পরও করতে থাকবে। তার বিনিময়ে এক কালীন হাজারটা পাউণ্ড এমন কিছু বেশী নয়।

৮

না, হাজার পাউণ্ড এমন কিছু বেশী নয়, বালস্ট্রোড তা অনায়াসেই দিয়ে দিতে পারতেন লিডগেটের মত অপরিহার্য সহকারীকে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে লিডগেট যখন এক দরোজা দিয়ে ঢুকছেন ব্যাঙ্কে, অন্য দরোজা দিয়ে তখনই বেরুচ্ছেন উইল ল্যাডিসলস।

এই আকস্মিক যোগাযোগের দরুণ মুশকিল কেন হতে পারে, লিডগেটের বা অপর কারও, তা অনেকের পক্ষে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। সেটা বুঝিয়ে দিতে হলে খানিকটা পূর্বকথার অবতারণা করতে হয় আবার।

পূর্বকথা মানে র‍্যাফেলস-সম্পর্কিত কথা।

সেদিন স্টোনহাউসের নিরালা ড্রয়িংরুমে বসে অনেকক্ষণ র‍্যাফেলস কথা-কাটাকাটি করেছিল বালস্ট্রোডের সঙ্গে। আর সেই সময়ই একটা নাম সে বার দুই তিন উচ্চারণ করেছিল বালস্ট্রোডের সমুখে। নামটা উইল ল্যাডিসলস।

বালস্ট্রোড বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক। নামটা শুনে ভিতরে ভিতরে যত বেশীই চমক লাগুক তাঁর অন্তরে, বাইরে তিনি এমন ভাব মোটেই দেখালেন না যে নামটা তাঁর আগের শোনা, বা নামটা বিশেষ কোন রকম অর্থবহ তাঁর কাছে। তাঁর এই নিরুৎসুক ঔদাসীন্য দেখে ধূর্ত র‍্যাফেলসও ধোকায় পড়ে গিয়েছিল, ভাবছিল যে ল্যাডিসলস সম্পর্কে যে-খবর সে সংগ্রহ করেছে, তা হয়ত সত্য না-ও হতে পারে। পরে এ-বিষয়ে আরও পাকা খবর সংগ্রহ করার সংকল্প নিয়েই সেদিন র‍্যাফেলস স্থানত্যাগ করেছিল।

হ্যাঁ, ধোকাই বটে। অমন যে ধূর্ত র‍্যাফেলস, সেও ধোকায় পড়েছিল বালস্ট্রোটের নিস্পৃহ ভাব দেখে। কিন্তু বালস্ট্রোড নিশ্চিন্ত থাকার পাত্র নন, র‍্যাফেলস-এর মুখে ল্যাডিসলসের নাম একবার মাত্র শুনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিপদ তাঁর তুচ্ছ নয়। একটা মাত্র কুৎসাকারীকে মিথ্যুক বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু

সে-কুৎসাকারীর যদি সমর্থক কেউ থাকে, উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাকেও। বিশেষ করে এক্ষেত্রে যে-লোকটা সমর্থকের ভূমিকায় নামছে, সে মিডলমার্চ অঞ্চলে আগে থেকেই পরিচিত এবং ক্যাসুবনের আত্মীয় ও ব্রুকের অশেষ আস্থাভাজন।

হ্যাঁ, বালস্ট্রোড নির্ভুলভাবে পরিমাপ করেছেন নিজের বিপদের গুরুত্বটা। এই ল্যাডিসলস যদি শুধু সত্যি কথাটুকুই বলে, তা হলেই র‍্যাফেলস-এর উক্তির ষোল-আনা সমর্থন এসে যাবে তা থেকে। মিডলমার্চবাসীরা জানবে যে তাদের সম্মানিত ব্যাঙ্কার একসময় একটা চোরাই কারবারের অংশীদার ছিলেন এবং মূল মালিকের কন্যাকে প্রবঞ্চিত করে অতি কদর্য উপায়ে কারবারটা সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতের ভিতরে এনেছিলেন।

ল্যাডিসলস যে মাথা ডাগলাসের পুত্র, তা ত অজানা নয় বালস্ট্রোডের! সে যেদিন ক্যাসুবনের অতিথি হয়ে লোউইকে এসেছিল, সেই ডোরোথিয়ার বিয়ের আগে, তখনই বালস্ট্রোডের টনক নড়েছিল। কিন্তু সমুখে অশনিসংকেত দেখেও নির্বিকার থাকার মত মনোবল ছিল বালস্ট্রোডের। তিনি ভেবেছিলেন—"থাকে থাকুক মাথার ছেলেও এখানে। আমার সঙ্গে তার মায়ের ভাগ্যবিপর্যয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন ধারণা এ-তল্লাটের মানুষের মনে কেন উদয় হবে? আমি কৌতূহল দেখাব না ওর সম্বন্ধে।"

এই ছিল বালস্ট্রোডের প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী। র‍্যাফেলস চলে যাওয়ার পরে এটা কিন্তু পালটাতে লাগল। অনেক অসম্ভাব্য জিনিসও যে আচমকা সম্ভব হয়ে ওঠে ঘটনাচক্রের অপ্রত্যাশিত আবর্তনে, এ ত তিনি চোখেই দেখছেন! ঐ র‍্যাফেলসই দৃষ্টান্ত তার! ওকে চির-জীবনের মত আমেরিকায় চালান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বালস্ট্রোড। অথচ ও ফিরে এল এবং লণ্ডনের বালস্ট্রোডকে ঠিক এসে আবিষ্কার করল মিডলমার্চে। এর পরে কে আর বলতে পারবে যে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু আছে?

না, অসম্ভব কিছু নেই। ল্যাডিসলসের সমর্থনও একদিন পেয়ে যাওয়া অসম্ভব না হতে পারে র‍্যাফেলস-এর পক্ষে। আর তা যদি অসম্ভব না হয়, কোথায় থাকবে বালস্ট্রোডের নাম যশ প্রতিপত্তি

প্রতিষ্ঠা? বিশ বৎসর বসে সৎ এবং সাধু লোক বলে নিজের যে ভাবমূর্তি তিনি গড়ে তুলেছেন মিডলমার্চে, কোথায় যে তা মিলিয়ে যাবে, তা কে বলতে পারে?

অতএব, আত্মরক্ষা করতে হলে, তার প্রস্তুতি শুরু করা চাই এক্ষুণি।

ল্যাডিসলসকে একদিন ব্যাঙ্কে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন বালস্ট্রোড. এবং সে যখন এল, তার মাতাপিতার সমস্ত ইতিহাস তার সম্মুখে খোলাখুলিই তিনি বর্ণনা করলেন—"ডাগলাস পরিবারের মেয়ে তোমার মা। ডাগলাসদের ব্যবসাটা ঠিক সৎ ব্যবসা ছিল না, এটা তিনি জানতে পারেন সাবালিকা হওয়ার পরে। মনের ঘৃণায় তিনি গৃহ ত্যাগ করেন, এবং জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে যোগ দেন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে—"

"জানি আমি সে-সব"-মনের বিরক্তি যাতে প্রকাশ্যে ফুটে না বেরোয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে ল্যাডিসলস বলল—"এবং এও জানি যে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকতে থাকতেই তিনি বিবাহ করেন ল্যাডিসলস নামে এক নিঃসম্বল পোল চিত্রকরকে। সেই ল্যাডিসলসই এই ল্যাডিসলসের পিতা।"

কথা বলতে বলতে খলখল করে একটানা তিক্ত হাসি হেসে নিল ল্যাডিসলস অনেকক্ষণ ধরে। "আমার পিতামহী এবং আমার মা, দু'জনেই দেখছি অতিরিক্ত ভাবালু আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। দু'জনেই ধনী পরিবারের কন্যা, দুজনেই বেছে নিয়েছিলেন চালচুলোহীন বিদেশী শিল্পীকে জীবনসঙ্গী হিসাবে। এমন যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না।"

এই কথার সূত্র ধরেই অনিবার্যভাবে তার নিজের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ঠাকুর্দা এবং বাবার বেলায় যা ঘটেছিল, ল্যাডিসলসের নিজেরও বেলাতে তাই ঘটবে না ত? একটা জনরব তার কানে আসছে মাঝে মাঝে ইদানীং, কিন্তু সেটা আশাব্যঞ্জক ত নয়ই, বরং ঠিক উলটোটাই—ক্যাসুবনের উইল সংক্রান্ত জনরব একটা।

জোর করে মন থেকে ও-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ল্যাডিসলস বলল—"আপনি আমাকে কী কথা বলতে চাইছেন, তা কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারি নি।"

বালস্ট্রোড মন থেকে দ্বিধা সংকোচ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিলেন—"বলতে চাই যে তোমার মায়ের উপর একটা অবিচার হয়ে গিয়েছিল সে-সময়ে। কেউ সেজন্য দোষী নয়, ঘটনাচক্রেই হয়ে গিয়েছিল। তোমার মাতামহী বিধবা হওয়ার পরে তোমার মাকে খুঁজে বার করার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। আমি ছিলাম তোমার মাতামহের অংশীদার, আমাকে দিয়েই করেছিলেন সে-চেষ্টা। বলতে গেলে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করেছিলাম আমি। অনেক লোককে অনেকদিন ধরে খাটিয়েছিলাম ঐ কাজে। কোন ফল হয় নি। কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি তোমার মায়ের। তখন—"

এই পর্যন্ত বলে বালস্ট্রোড থেমে গেলেন হঠাৎ, আর কৌতুক-মেশানো বিতৃষ্ণার আভাস চোখেমুখে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে ল্যাডিসলস প্রশ্ন করল—"তখন? কী হল তখন?"

"নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ জ্বালা খানিকটাও যাতে প্রশমিত হয়, তারই জন্য তোমার মাতামহী আবার বিয়ে করলেন তখন। বিয়ে করলেন আমাকেই।" একটু থেমে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে বললেন—"আমি অবশ্য বয়সে ছোট ছিলাম তাঁর চেয়ে, বেশ কয়েক বৎসরেরই ছোট। বলতে বাধা নেই, এ-বিয়ে করার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন বৈষয়িক কারণেই। বিরাট ব্যবসার সব কিছু অন্ধিসন্ধি একমাত্র আমারই জানা ছিল। অন্য কাউকে বিয়ে করলে ব্যবসাটাতে বিশৃঙ্খলা এসে যেত নিশ্চয়ই।"

ল্যাডিসলসের মুখের সেই যে কৌতুক-মেশানো বিতৃষ্ণার ছাপ, সেটা এদিকে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ক্রমশঃ—"তার পর কী হল? দিদিমা মারা গেলেন বোধ হয়? এবং আপনি ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেলে লণ্ডন থেকে চলে এলেন মিডলমার্চে?"

ওর কথার ব্যঙ্গের সুরটা ক্রমশঃই যেন বেশী বেশী প্রকট হয়ে উঠছে, বালস্ট্রোড নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন না থাকলে সেটাকে বরদাস্ত করতে পারতেন না এতক্ষণ। কেউ তাঁকে ঠেস দিয়ে কথা কইবে, আর তিনি মুখ বুজে সে-প্রচ্ছন্ন অভিযোগ প্রকারান্তরে সত্য বলেই স্বীকার করে যাবেন, এমন মানসিক দৈন্য অনেক দিন আগেই তাঁর মন থেকে চিরবিদায় নিয়ে গিয়েছে বলে ধারণা ছিল তাঁর। আজ

কিন্তু সেই দৈন্যটাই যেন বহুদিনের প্রসুপ্তির মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে চাইছে বালস্ট্রোডের, তিনি এই ধৃষ্ট ভাগ্যান্বেষী বালকটাকে এক ধমকে নিবিয়ে দিতে পারছেন না কোনমতেই।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"—বললেন বালস্ট্রোড—"কথাটা আসলে কী জান, তোমার মা খুব অকারণে মাতাপিতার গৃহ ত্যাগ করে আলাদা হয়ে যান নি। ব্যবসাটা আমাদের শতকরা একশো ভাগ সাধু ছিল, একথা জোর করে বলতে পারি নে। তাই নিজের হাতে যখন ও-ব্যবসার কর্তৃত্ব এল, আমি মনস্থ করলাম ওটা গুটিয়ে ফেলে নতুন কোন ব্যবসার পত্তন করব। প্রথম সুযোগেই করলাম তাই। লণ্ডনের ব্যবসা তুলে দিলাম, ব্যাঙ্কের ব্যবসা গড়ে তুললাম মিডলমার্চে এসে। লণ্ডন ছেড়ে আসার অন্য কোন কারণ ছিল না, শুধু এইটুকু ছাড়া যে লণ্ডনে ব্যাঙ্ক করতে হলে যে-পরিমাণ মূলধন থাকা দরকার, তা ছিল না আমার।"

"এইবার তাহলে বলুন—আমাকে কেন স্মরণ করবার প্রয়োজন হল আপনার এতকাল পরে। আমার মাকে খুঁজে পান নি, অথচ আমাকে পেয়েছেন, এতে আমি অবাক্ হচ্ছি না, কারণ এটা আমি বিশ্বাস করি যে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানই বহন করে থাকেন। তখন মাকে খুঁজে পেলে অসুবিধা হত, তাই পাননি খুঁজে। এখন পেলে সুবিধা হয়, কাজেই বিনা মেহনতেই পেয়ে গিয়েছেন সন্ধান। যাক সে কথা, বলুন আমি আপনার কী কাজে আসতে পারি।"

"স্যার, বিবেকের দংশন থেকে আমায় রেহাই দিতে—" বলে ফেললেন বালস্ট্রোড। আর সেকথা শুনে চোখ ঠিক ছানাবড়া হয়ে গেল ল্যাডিসলসের।

"বিবেক? আছে তাহলে সে-জিনিসটা আপনার?"

বালস্ট্রোডের মনে যে-অসন্তোষ ধিকিধিকি জ্বলছিল এতক্ষণ, তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল এতক্ষণে। এ-ছোকরার কী অসীম স্পর্ধা! এযে সরাসরি অপমান করতে চায় বালস্ট্রোডের! জ্বলেই উঠেছিল ক্রোধাগ্নি, কিন্তু বিষয়ী লোক ত! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজে এগুনোই স্বভাব। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লে কোন কার্যই যে সিদ্ধ হবে না, চরম ক্রোধের ক্ষণেও সে-জ্ঞান বিলক্ষণ টনটনে রয়েছে।

ল্যাডিসলস নিজে যেচে আসে নি তাঁর কাছে, তিনিই ডেকে এনেছিলেন তাকে। এখন হঠাৎ রেগে উঠে তাকে তাড়ান যদি, তার লোকসান তাতে ষোড়াই। উপরন্তু তাঁর সম্বন্ধে বাধ্যবাধকতাও তিলার্ধ থাকবে না ওর, ফলে নিজের রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী বালস্ট্রোড সম্বন্ধে যাকে যা খুসী সে বলে বেড়াতে পারবে। বলা বাহুল্য সেই যা-খুসী উক্তি বালস্ট্রোড মহাশয়ের প্রশস্তিমূলক হবে না। তাহলে দাঁড়াবে কী ফল? দাঁড়াবে এই যে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের। উপরন্তু যাকে তিনি খুশী করা দরকার মনে করেছিলেন, সে পরিণত হবে শত্রুতে।

এমন বোকামি কি একটা বয়স্ক বিচক্ষণ লোকে করে? দাঁতে দাঁত চেপে মনের রাগ মনের ভিতরেই কবর দিলেন বালস্ট্রোড। বিবেক সম্বন্ধে কোন অভদ্র পরিহাসই যেন করেনি তাঁকে ল্যাডিসলস, এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন—"অন্যায় একটা তোমার উপরে সত্যিই হয়েছিল সে-যুগে। কারও দোষ ছিল না, তবু অন্যায়টা ঘটেছিল। এবং আমার পক্ষে লজ্জার কথা, তোমার যাতে ক্ষতি হয়েছিল, আমার তাতেই হয়েছিল কিছু লাভ। সে-ব্যাপারখানার প্রতিকার একটা করা উচিত বলে মনে পড়ছে আমার। আজই মনে পড়েছে বলে মনে করো না। মনে ক্রমাগতই পড়ছে এক যুগ ধরে। তখন তোমার সন্ধান পাই নি, কাজেই ও-ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারি নি। এখন পেয়েছি—কী ভাবে পেলাম, সেকথা উত্থাপনের কোন দরকার নেই! ব্যাঙ্কের কাজ, নানা সূত্রে নানা খবর এসে পড়ে, তেমনিভাবেই আর কী—"

"প্রতিকার আপনি কী ভাবে করতে চান মিস্টার বালস্ট্রোড?" —ল্যাডিসলসের কণ্ঠস্বরটা এত বেশী তেতো শোনালো এবার যে অর্থের চমৎকারিণী শক্তি সম্পর্কে অতিমাত্র বিশ্বাসী হয়েও বালস্ট্রোড সন্দিহান হয়ে উঠলেন যে প্রতিকারের জন্য তাঁর এই বর্তমান প্রচেষ্টা স্থানকাল-পাত্রের উপযোগী হতে যাচ্ছে কিনা।

তবু, অর্থ! অর্থের মোহিনী শক্তিতে অটুট আস্থা কি হঠাৎ এইটুকুন দমকা হাওয়াতে ভিত-নাড়া হয়ে উলটে পড়বে? কম অর্থ ত দিতে চাইছেন না বালস্ট্রোড! তার মূল্য কি বুঝবে না এই উজবক? কম নয়! বছরে পাঁচ পাঁচশো পাউণ্ড! একটা লোক রাজার হালে জীবন কাটিয়ে

যেতে পারে ঐ-পরিমাণ অর্থ সম্বল করে! পাকা বন্দোবস্ত! ব্যাঙ্ক থেকে ল্যাডিসলসের কাছে নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছে দেওয়া হবে পাঁচশো পাউণ্ড! যেখানে থাকুক ও, সেইখানেই। হোক না দক্ষিণ আমেরিকায়, হোক না কামস্কাটকায়। পাঁচশো পাউণ্ড!

প্রস্তাবটা রসিয়ে রসিয়ে ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করলেন বালস্ট্রোড। প্রস্তাবটা অটুট ধৈর্যের সঙ্গে, মুখের পেশী একটিও বিচলিত না করে সে-প্রস্তাব শুনলও ল্যাডিসলস। টোপ যে গিলেছে ছোকরা, তাতে সন্দেহমাত্র রইল না বালস্ট্রোডের—"আমার ত মনে হয়, এ-প্রস্তাবের চেয়ে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ আর কিছুতে হতে পারে না, বিশেষ করে ক্ষতিটা যখন আমার অনিচ্ছাকৃত, তোমার সে-ক্ষতি হওয়ার দরুণ আমি যখন কোনমতেই দোষী বা দায়ী নই।"

"ক্ষতি-ক্ষতি বারবারই ত উচ্চারণ করছেন আপনি," অবশেষে বলে উঠল ল্যাডিসলস, "কিন্তু ক্ষতিটা আসলে কার ক্ষতি? পাঁচশো হোক, পাঁচ লক্ষ হোক, ক্ষতিটা গোড়ায় ছিল কার ক্ষতি? আমার মায়ের নিশ্চয়ই? আজ আপনি আমাকে যে-পরিমাণ ক্ষতিপূরণই করুন না কেন, সেটা ত আমি আমার মায়ের উত্তরাধিকারী বলেই? উত্তর দিন ব্যাঙ্কারমশাই, মূল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটা ছিল কে? আমার মা মার্থা ডাগলাস ত? যিনি পরে বিবাহসূত্রে নাম গ্রহণ করেছিলেন মার্থা ল্যাডিসলস?"

কী ওর প্রশ্নের তাৎপর্য, অমন বুদ্ধিমান লোকটাও তা হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলেন না, বোকার মতন কাজেই তিনি মাথা নাড়তে থাকলেন শুধু—"তা-ত বটেই!"

"তা হলেই দেখুন, প্রথম বিচার্য বিষয় এই দাঁড়ায় যে আমার মা এই তথাকথিত ক্ষতিকে সত্যি ক্ষতি বলে বিবেচনা করেছিলেন কি না। আমার নিজের ত মনে হয় যে তা তিনি করেন নি। করলে পরে নিজে যেচে সে-ক্ষতি কেন তিনি মাথায় তুলে নিতে গেলেন? কেন তিনি গৃহ ত্যাগ করলেন, সংস্রব ত্যাগ করে গেলেন পিতামাতার? আমি একথা শুনেছি যে ঘৃণাভরেই তিনি পাপের ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলে চলে গিয়েছিলেন, নিজের খোশ খেয়ালে। সে-কাজ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল কেউ—এমন ত শুনিনি এ-যাবৎ—"

যন্ত্রচালিতের মত মাথা নাড়তে থাকলেন বালস্ট্রোড—"না, বাধ্য কেউ করেনি—"

"তাহলে ?" ল্যাডিসলস উৎফুল্ল, যেন মস্ত একটা বাজি সে জিতে গিয়েছে—"মা যে-অর্থ ইচ্ছে করে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, আজ আমি এতকাল পরে তা ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে যাব কেন ? নারী হয়েও আমার মা যে সৎসাহস আর মনোবল দেখিয়েছিলেন, এই পুরুষ বাচ্চার কি তা নেই বলে মনে করেন নাকি আপনি ?"

বালস্ট্রোড দিশাহারা। আলোচনা যে এমন একটা মোড় নিতে পারে, তা তিনি একবারও ভাবেন নি, এ-খাতে তর্ক চালাবার জন্য তৈরি হয়েও তিনি আসেন নি। বস্তুতঃ একথা নিয়ে যে কোনরকম তর্কই উঠতে পারে, তাইত ভাবেন নি ভদ্রলোক ! তিনি ত চিরকাল এরকমটাই দেখেছেন যে মৌফতে মবলগ অর্থ পেয়ে গেলে, যে-কোন লোক খুশী হয়ে তা লুফে নেয়, যুক্তিতর্ক ফেঁদে সেটা প্রত্যাখ্যান করার ফিকির গোঁজে না।

"আপনার মনের ইচ্ছেটা খুলে বলুন"—শেষ পর্যন্ত এই কথা ছাড়া তিনি আর বলতে পারলেন না অন্য কিছু—"বার্ষিক পাঁচশো পাউণ্ড ভাতা আমি যেটা দিতে চাইছি আপনাকে, তা আপনি নেবেন কিনা, খুলে বলুন তাই।"

"নিশ্চয়ই নেব না। কেন নেব ? নেবার হলে আমার মা নিজেই নিতে পারতেন, পাঁচশো কেন, পাঁচ হাজারও নিতে পারতেন। নমস্কার, এবং ধন্যবাদ !"—এই বলে গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল ল্যাডিসলস।

বালস্ট্রোডের মনের অবস্থা তখন অনুমেয়।

আর ঠিক সেই শোচনীয় অবস্থার মাঝখানে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন অভাগা ডাক্তার লিডগেট, পারিশ্রমিক বাবদে হোক আর বন্ধুজনোচিত সাহায্য হিসাবে হোক, এক হাজার পাউণ্ডের জন্য একটা আবেদন নিয়ে। অর্থটা না পেলে তাঁর মানসম্ভ্রম সব যায়। পাওনাদারেরা বাড়ির আসবাবপত্র টেনে বার করবে, বাড়িওয়ালা নোটিশ দেবে। আর তার পরেও কি সম্ভব হবে, লিডগেটের পক্ষে মিডলমার্চে বসে ডাক্তারি করা বা বালস্ট্রোডের হাসপাতাল পরিচালনা করা ?

আগেই বলা হয়েছে যে সময়টা বেছে নিয়েছেন লিডগেট খুবই অনুপযোগী। তার ঠিক অব্যবহিত আগে এসে ল্যাডিসলস লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে গিয়েছেন বালস্ট্রোডকে, প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছেন বার্ষিক পাঁচশো পাউণ্ডের সাহায্যের প্রস্তাব। মনটা ভদ্রলোকের বিষিয়ে রয়েছে তার ফলে।

তিনি মন দিয়ে শুনলেন লিডগেটের সব কথা। তার পরে মুখে চোখে নৈরাশ্যের একটা মুখোশ টেনে এনে গভীর বিষাদের সঙ্গে বললেন—"নতুন হাসপাতালটা আর রাখা যায় না দেখছি।"

লিডগেটের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্যের আবেদনের সঙ্গে এত হাসপাতাল পরিচালনার অসম্ভাব্যতা ঘোষণার কতখানি সংস্রব কোনদিক দিয়ে আছে, তা হঠাৎ ঠাউরে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়েই লিডগেটকে নির্বাক থাকতে হল কিছুক্ষণ। আর সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই বালস্ট্রোড পেশ করে ফেললেন তাঁর ব্যক্তিগত এবং ব্যবসাবাণিজ্যঘটিত সাম্প্রতিক অসুবিধাসমূহের সুদীর্ঘ এক ফিরিস্তি। স্টোনহাউস কিনতে গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মোহর বেফায়দা আক্কেলসেলামি দিতে হল ব্যাং-মুখো যোশুয়া রিগকে। সেই সুপ্রচুর অর্থ নিয়ে যোশুয়া লোকটা কিনা সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল মিডলমার্চ থেকে! ত্রিরাত্রিও বাস করে গেল না কোন হোটেলওয়ালাকে বিল কাটবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। অকৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে?

ঝট করে বালস্ট্রোড ফিরে এলেন নিজের হাসপাতালের প্রসঙ্গে—কৃতজ্ঞ তিনি লিডগেটের কাছে খুবই। নিজের মূল্যবান সময় নিজস্ব পশারের প্রসারকল্পে নিয়োগ না করে বালস্ট্রোডের হাসপাতালের পিছনে ব্যয় করেছেন লিডগেট। অবশ্য মেহনৎটা বৃথাই গিয়েছে। বালস্ট্রোড আসলে চেয়েছিলেন নতুন হাসপাতালটাকে উপলক্ষ করে নবাগত সুশিক্ষিত ডাক্তারটিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা বিশেষ রকমের সুযোগ দিতে। পুরোনো ডাক্তার মিডলমার্চের নানা পাড়ায় ত গণ্ডা গণ্ডা আছেন। পশার তাঁদের কারও কম নয়। কম হবেই বা কেন? প্যারি এডিনবরার সার্টিফিকেটের কমই দাম দেয় ইংলণ্ডের এই গেঁয়ো রোগীরা। মরতে হয় ত পুরোনো হাতুড়েদের হাতেই মরবে। হ্যাঁ, বৃথাই হয়েছে লিডগেটের এতদিনের মেহনৎ, তাতে সন্দেহ নেই।

লিডগেট এদিকে রেগে আগুন। "আপনি কিন্তু আগে বরাবর বলে এসেছেন যে আধুনিক চিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে আপনার প্রতিষ্ঠান অসাধারণ রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ-তল্লাটে। আমাকেও সেজন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন কত!"

"বলতে হয়! জানাতে হয়!"—গভীর অর্থবহ একটু ক্ষীণ হাসি হাসলেন বালস্ট্রোড। "ভিতরে যখন দেনায় চুল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, বাইরে সেখানে কুছ-পরোয়া-নেই ভাব দেখিয়ে লম্বা লম্বা গরম বুলি ছাড়তে হয়! আসলে ত হাসপাতালের দপ্তরে দপ্তরে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়েছে! নিজে যা দিতে পারব, তার উপরে ত এক পয়সা আয় কোন দিক থেকে নেই। হাসপাতাল? ওর চেয়ে হাতি পুষতে খরচা কম পড়ে। আপনি অবশ্য মহানুভব ব্যক্তি, এত মেহনতের বিনিময়ে একটি পেনি কোনদিন নেন নি হাসপাতাল থেকে। কিন্তু অন্য কেউ ত ছেড়ে কথা কইছে না! ভাবছি আমার এ-হাসপাতাল পুরোনোটার সঙ্গেই জুড়ে দেব। আর বেশীদিন এভাবে টানা আমার পক্ষে অসম্ভব! অসম্ভব!"

"আমায় তা হলে কোন পরামর্শ –" লিডগেট কীভাবে কথা শেষ করবে ঠাউরে উঠত পারে না।

"পরামর্শ? বিলক্ষণ! অর্থ দিতে না পারি, পরামর্শ অবশ্যই দেব। এক কাজ করুন গিয়ে। কেউ কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না তা হলে। ইনসলভেনসি নিন! নিজেকে দেউলে বলে ঘোষণা করে দিন।"

৯

দুর্দিন পড়েছে বালস্ট্রোডের সত্যিই। ল্যাডিসলস প্রত্যাখ্যান করল তাঁর অযাচিত দাক্ষিণ্য, লিডগেট প্রত্যাখ্যান করল তাঁর ইনসলভেন্সির পরামর্শ। আগে লিডগেটের কথাই বলা যাক। ইনসলভেন্সি তিনি নেবেন কেন? পাওনাদার ফাঁকি দেবার মতলব ত নেই তাঁর। তাগাদা করছে পাওনাদারেরা, করতে থাকুক। একদিন তাদের ধৈর্য ফুরিয়ে যাবে, নালিশ ঠুকবে আলাদা আলাদা বা যৌথভাবে, টেবিল চেয়ার টেনে বার করবে লিডগেটের ভাড়াটে বাড়ি থেকে। করুক। যতক্ষণ তা না করছে, লিডগেট ডাক্তারি করতে থাকবেন মিডলমার্চে, এমন কি বালস্ট্রোডের হাসপাতালেও হাজিরা দেবেন নিয়মিতভাবে। রোগীদের প্রতি তাঁর যা কর্তব্য, তা যতক্ষণ সম্ভব যথাসাধ্য করতে থাকবেন জ্ঞানবুদ্ধি মত।

এইবার আসা যাক ল্যাডিসলসের কথায়। বালস্ট্রোড খামোকাই তাকে লোভ দেখিয়েছিলেন বছর বছর পাঁচশোটা করে পাউণ্ড খয়রাত করবেন বলে। অন্যায় নাকি একটু হয়েছিল তার উপরে সেই মাতামহের কালে। তারই ক্ষতিপূরণ হিসাবে। ঠিক ঐ একই অজুহাতে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন স্বর্গীয় রেক্টর ক্যাসুবন মহাশয়ও। তাঁর দয়ার দান কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি বেচারী, কারণ দানটা যখন এসেছিল, তখন তার পক্ষ থেকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের দায়িত্ব তার নিজের হাতে ছিল না। সেটা ছিল সেই অনাথ আশ্রমের কর্তা ব্যক্তিদের হাতে, যারা পথ থেকে কুড়িয়ে তুলে তার ধড়ের ভিতর জানটা আটকে রাখার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ক্যাসুবনের দান তাই তাকে নিতে হয়েছিল, বালস্ট্রোডের দান কিন্তু সে নিল না, যদিও দুটো দানেরই পিছনের প্রেরণা অভিন্ন।

এদিকে ল্যাডিসলসের বৈষয়িক অবস্থা গোড়ায় গোড়ায় যতখানি উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলে মনে হয়েছিল তার, এখন ঠিক ততখানি আর হচ্ছে না। ব্রুক যেন ঝিমিয়ে পড়ছেন দিনের পর দিন। তাঁর হিতৈষীরা

সবাই শুরুতে ভেবেছিল যে ভদ্রলোক দিন কতক হইচই করছেন, করতে থাকুন, কী আর এমন লোকসান তাতে হবে? দেদার পয়সা জমে আছে যেখানে সেখানে, কিছু যদি খরচা হয়ে যায় এই হুজুগে, যাক না। দশজনের ভোগে লাগুক।

হ্যাঁ, ধুমধাড়াক্কা করতে থাকুন, দিন কতক। ক্রমে যখন নির্বাচনের দিন সত্যি সত্যি এগিয়ে আসবে, তখন পার্লামেণ্টারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কী তুলকালাম ব্যাপার, সেটা উপলব্ধি করে ব্রুক আপনি-আপনিই পিছিয়ে আসবেন। তা তাঁদের সে-আন্দাজ যে কতখানি নির্ভুল, তা প্রমাণ হতে খুব বেশীদিন লাগল না। একটা মীটিং করতে গিয়ে দারুণ নাস্তানাবুদ হয়ে গেলো ব্রুক। জোরগলায় বক্তৃতা করে যাচ্ছেন সুপুষ্ট দেহখানি একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে, এমন সময় ঠিক রবিনহুডেরই মত নির্ভুল তাক করে একটা পচা ডিম কে ছুড়ে মারল ব্রুকের সমুন্নত সুরক্তিম নাসাগ্রের উপরে। অত্যন্ত মনমরা হয়ে ব্রুক ফিরে এলেন মীটিং থেকে। পৃষ্ঠপোষকেরা তাঁকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য অনেক রকমই বলল—"এ আর কী হয়েছে? ডিজরেলিকে হোঁদলকুৎকুৎ সাজিয়েছিল প্রতিপক্ষেরা (অর্থাৎ একটা বেনামা হোঁদলকুৎকুতের কপালে লেবেল এঁটে দিয়েছিল "ডিজরেলি" বলে)। সান্ত্বনা বাক্যে বিশেষ কিছু ফল হল না। আরও দুই একজায়গায় শেয়ালডাক ভুতুম-ডাক শুনে আসবার পরে মীটিং জিনিসটার উপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন ব্রুক। ল্যাডিসলসকে ডেকে পাঠালেন গ্রেঞ্জে।

"এ সব ছোটলোকদের ব্যাপার, বুঝলে কিনা, উইল! আমি ভাবছি ছেড়েই দেব এসব ঝকমারি। একটা শখ মেটাতে চেয়েছিলাম, ওর ভিতর অত নোংরামি আছে, তা কি আর আগে জানি? আমি নাম প্রত্যাহার করব, ভাবছি।"

আশ্চর্য! উইল ল্যাডিসলসের দিক থেকে যতখানি বাধা আসবে এই প্রস্তাবে বলে আশঙ্কা ছিল ব্রুকের, মোটেই তা এলো না। সে বরং প্রকারান্তরে সায়ই দিল ব্রুকের সংকল্পে—"পীল প্রধান মন্ত্রী থাকছেন না বটে, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর দলবলের প্রভাব প্রতিপত্তি এখনও অতি প্রবল। বিশেষ করে এই অঞ্চলটাতে। এখানে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে ভোটে জেতা খুব শক্তই। তা আপনি যদি সরে দাঁড়াবার ইচ্ছে

ঘর থেকে লাথি মেরে তুমি তাড়িয়েছিলে: [পৃঃ ৪৬

করে থাকেন, আমি এমন কথা বলব না যে আপনার সে-ইচ্ছে বিজ্ঞজনোচিত হয় নি। কাগজখানা চলতে থাকুক। ধীরে ধীরে পীলের বিরুদ্ধে জমিন তৈরি করি আমরা, তারপর পরবর্তী নির্বাচনে, কে বলতে পারে যে বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার সাধারণ নির্বাচনের দাবি উঠবে না দেশে?"

বিরসমুখে ব্রুক বললেন—"নির্বাচনের জন্যই কাগজ। নির্বাচন থেকেই যদি সরে দাঁড়াই, কাগজ রাখব কোন্ গরজে?"

"রাখবেন না ত করবেন কী?"—কুটিল হাস্যে ল্যাডিসলস বলল—"আগের মালিক ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর হাত থেকে পাইওনিয়ারকে তুলে নেবার জন্য আপনি এসেছিলেন এগিয়ে। আপনার হাত থেকে তুলে নেবার জন্য কে আসছে?"

পূর্ব মালিকের হাত থেকে তুলে নেওয়া যে ব্রুকের পক্ষে চরম বোকামি হয়েছিল; ল্যাডিসলসের কথার সুরে তেমনি একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতই বুঝি বা ছিল। না যদি থাকবে, তাহলে ব্রুক, রেখে-ঢেকে কথা কওয়াই যাঁর অভ্যাস, সাপও মারব, লাঠিও ভাঙ্গব না—এই নীতি সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করাই যাঁর স্বভাব, তিনি বর্তমান বিসংবাদটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করে হঠাৎই একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য রুখে উঠবেন কেন?

"না, আমার হাত থেকে তুলে নেওয়ার জন্য কেউ এখনও প্রস্তাব দেয় নি, তা ঠিক। যতদিন না দেয়, কী করা যায় বল দেখি? হঠাৎ দোর বন্ধ করে দেব না, তাতে লোকসানটা বড্ডোই বেশী হবে। মাঝামাঝি পথ একটা নিলে কেমন হয়? ধর, কাগজ চালু রইল, নামেই। সম্পাদনা বিভাগের কাজকর্ম চলতেই থাকল, তাও নামেই। খবরটা নেমে গেল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। কেমন হয় এমনটা করলে? তারপরও যে-ব্যয়টা টিকে যাবে, তা তেমন দুর্বহ হওয়ার কথা নয়।"

এখন এই "সম্পাদনা বিভাগ" কথাটা শুনতেই গালভরা। আসলে সমগ্র বিভাগটাতেই লোকসংখ্যা দেড়জন মাত্র। পুরো একজন হল ল্যাডিসলস, বাকী আধজন হল হ্যারিস নামে এক প্রৌঢ় পল্লীবাসী, যে একাধারে টাইপিস্ট, কেরানী, এবং বার্তাবহেরও কাজ করে এসেছে এতাবৎকাল। তা তাকে ছেঁটে দিলে সম্পাদনার ব্যয় শতকরা পঞ্চাশ

কেন, পঁচিশ ভাগও যে কমবে না, তা ব্রুকও যেমন জানেন, জানে তেমনি ল্যাডিসলসও। মবলগ খরচা কমানোর এক এবং অদ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে স্বয়ং ঐ ল্যাডিসলসকেই ছাঁটাই করা, যার মাইনে হল মাসিক পঞ্চাশ পাউণ্ড।

ল্যাডিসলসও রেখে-ঢেকে কথা কইল না। "শতকরা পঞ্চাশ খরচা কমানোর উপায় কিছু আমার চোখে পড়ছে না। তবে শতকরা আশী অনায়াসেই কমতে পারে। আমাকে যদি আর কাজ করতে না হয় পাইওনিয়ারে। মাসিক মাইনের বিল ঐ পরিমাণই কমে আসতে পারে নিশ্চয়ই। বেশ, কাল থেকে আমি আর আসব না পাইওনিয়ারে।"

"তা বলে আমার বাড়িতে কিন্তু তোমার থাকার কোন বাধা নেই" —ব্রুকের অন্তর্নিহিত ভদ্রবুদ্ধি হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাঁর মুখ দিয়ে এই কথাটিই বার করিয়ে ছাড়ল যে—"তোমায় আমি রোম থেকে নিমন্ত্রণ করে টিপটনে এনেছিলাম যখন, পাইওনিয়ারের সঙ্গে তোমাকে গেঁথে দেওয়ার কথাও আমি চিন্তা করি নি। এখন পাইওনিয়ারের ভাগ্যে যা হবার তা হোক। তা বলে তুমি আমায় ছেড়ো না যেন।"

"এর উত্তরে আমি যদি একটা স্পষ্ট কথা বলি মিস্টার ব্রুক, তা হলে আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন। সে-স্পষ্ট কথা এই যে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার মতলব যদি আপনি না-ও করতেন, পাইওনিয়ারের চাকরি যদি আপনি লেখাপড়া করে আবহমান কালের জন্য কায়েমী করে দিতেন আমায়, তবু আমায় মিডলমার্চ ছাড়তেই হত। কারণটা আপনি জানেন না, এমন কথা দয়া করে বলবেন না মিস্টার ব্রুক! বলেন যদি। সেটা হবে—"

"সত্যের অপলাপই" বলতে চাইছিল ল্যাডিসলস, বেধে গেল তার রুচি বোধে। কিন্তু সে বলুক বা না-বলুক, অনুক্ত শব্দগুলি যে কী, তা বুঝতে ব্রুকের তিলমাত্র বাকী রইল না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ল্যাডিসলসের পানে।

কথা ল্যাডিসলসই বলল আবার—বলল তিক্ত স্বরে! "ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য অনেক চেষ্টাই করেছেন আপনারা। মিসেস ক্যাসুবনের আত্মীয় এবং হিতৈষীরা। কিন্তু জানেন ত, কোন কথাই তিন-কান হওয়ার পরে আর গোপন থাকে না। রেক্টর ক্যাসুবনের

উইলের কথা আমি অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি। আমি শুধু অবাক্ হয়েছি আমার পূজনীয় মামা মহাশয়ের আক্কেল দেখে। এরকম একটা পাদটিকা অন্তিম উইলের নীচে যোগ করে দিতে তাঁর ভদ্রতায় বাধল না? আমার সম্পর্কে ভদ্রতাবোধ থাকুক বা না-থাকুক, নিজের পত্নীর সেই দেবীর মত নিষ্কলুষ শুভ্রচরিতা মহীয়সী মহিলার সম্পর্কে ত তা থাকা উচিত ছিল! ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত লোক, উচ্চ পর্যায়ের যাজক, বেঁচে থাকলে আজ বাদে কাল বিশপ হতেন, তিনি কিনা মরণকালে প্রকাশ করে গেলেন যে নিজের স্ত্রীর উপরে তাঁর এতটুকুও আস্থা ছিল না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—"

ব্রুক পড়েছেন মহা ফাঁপরে। দারুণ দোটানায়। ক্যাসুবন যে অমন বিসদৃশ একটা পাদটিকা উইলের সঙ্গে যোগ করে ঘোরতর অন্যায়ই করেছেন, তাতে একটুও সন্দেহ নেই তাঁর। স্যার জেমস চেট্টামের সঙ্গে নিভৃত আলাপের সময় মনের কথা প্রকাশও তিনি করে ফেলেছেন। কিন্তু চেট্টাম হাজার হলেও পরমাত্মীয়, ব্রুক ও ক্যাসুবন দুজনেরই। তাঁর কাছে যে কথা অনায়াসেই প্রকাশ করে বলা যায়, অন্য কারও কাছে তা যায় না। বিশেষ করে উইল ল্যাডিসলসের কাছে ত নয়ই।

অথচ ল্যাডিসলসের কথার প্রতিবাদ তিনি করেন কেমন করে? সত্যকে সম্মান ত দিতেই হবে!

উইলের কথা অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে, ক্যাসুবনের মৃত্যুর পরদিনই। জানেন তা মৃত্যুভোজে উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুবর্গ। চমৎকৃত হয়েছেন সবাই। এ কী? এমন একটা শর্ত কেউ নিজের স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছার উপরে আরোপ করতে পারে নাকি? নিজের চেয়ে ত্রিশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠা রূপসী ভদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ যিনি করেন, তিনি ত একথা জেনেশুনেই তা করেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে বিধবা পত্নী তাঁর অতি অবশ্যই পত্যন্তর গ্রহণ করবেন! এবং এমন কথা কে কবে শুনেছে যে প্রথম স্বামী বিধিনিষেধ আরোপ করে যাচ্ছেন এই মর্মে যে অমুক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দ্বিতীয় পতিরূপে গ্রহণ করা তাঁর বিধবা স্ত্রীর পক্ষে চলবে না?

না, ক্যাসুবনের উইল অবশ্য ঠিক ও-ভাষায় লেখা হয় নি। হলে ত তা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে দিত যে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় রেক্টর মহাশয়টির

মস্তিষ্কই বিকৃত ছিল ঐ পাদটিকা উইলে যোগ করবার সময়। না, এমন কথা তিনি লেখেন নি যে ডোরোথিয়া বিবাহ করতে পারবেই না উইল ল্যাডিসলসকে। লিখলে ত তদ্দণ্ডেই সে-পাদটিকা বেআইনী এবং অসিদ্ধ হয়ে যেত। কারণ ইংরেজ রমণীরা বিবাহের ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে ঠিক সমানই অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন, সে-বিষয়ে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরে বিধিনিষেধ জারি করার ক্ষমতা নেই কারও। ক্যাসুবনের মৃত্যুর পরে ডরোথিয়া ল্যাডিসলসকে বাদ দিয়ে অন্য যে-কোন লোককে বিবাহ করতে পারবে, উইলে এমন একটা কথা থাকলে সে-উইল পাগলের প্রলাপ বলে গণ্য হত। সে-উইল ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কিছু করবার ছিল না।

কিন্তু ক্যাসুবন বোকা নন, মরণকালে বুদ্ধির বিকৃতিও তার ঘটে নি। তিনি নিজের ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য বাঁকা পথে পদক্ষেপ করেছেন। তিনি লিখে গিয়েছেন এই কথা যে, তার দেহান্তে তাঁর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী উইলের পূর্ব বয়ান অনুযায়ী ডোরোথিয়াতেই বর্তাবে, যদি অবশ্য সে না উইল ল্যাডিসলসকে বিবাহ করে।

উইল ল্যাডিসলসকেই নাম করে দেগে দেওয়া হয়েছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সেই একটিমাত্র পুরুষ বলে, যাকে বিবাহ করলে ডোরোথিয়া পূর্ব স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে এক কথাতেই বঞ্চিতা হবে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের এমন হীন পরিচয় যে কোন শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি কখনও দিতে পারেন, বিশেষ করে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে, একথা, ডোরোথিয়ার কথা বাদ দাও, সম্পর্কিত বা নিঃসম্পর্কীয় কোন লোকই ক্যাসুবনের সম্বন্ধে ভাবতে পারে নি।

আর ডোরোথিয়া? উইল যখন পড়া হল, সেও যথারীতি উপস্থিত ছিল সেই সমাবেশে। উইল ল্যাডিসলস? তাকে? তাকে কেন বিয়ে করতে যাবে ডোরোথিয়া? একে ত ক্যাসুবনের জীবদ্দশায় তাঁরই দীর্ঘজীবন কামনা ছাড়া অন্য কিছু কোনদিনই তার করণীয় ছিল না! ভদ্ররুচির অভিজাত মহিলার পক্ষে অন্য পুরুষের সঙ্গে জড়িয়ে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা ত ব্যভিচারেরই রকমফের। সুতরাং

এমন কোন কাজ ডোরোথিয়ার পক্ষে করা সম্ভবই ছিল না ক্যাসুবন বেঁচে থাকতে, যাতে উক্ত বিজ্ঞবরের মনে এ-ধারণা উঁকি দিতে পারত যে ডোরোথিয়া দ্বিতীয় স্বামিরূপে উইল ল্যাডিসলসের কথাই ভেবে রেখেছে।

যদি বা সে-ধারণা করার অনুকূলে কোনরকম কিছু ঘটতই, বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের পক্ষে কি চুপ করে থাকাই সংগত হত না সে-সময়ে, নিজে যখন তিনি মরতে বসেছেন? তাঁর মৃত্যুর পরে ডোরোথিয়া যাকেই বিবাহ করুক, তাঁর তাতে কী? লাভক্ষতি ত তিলমাত্র নেই কোনদিকে। তবে এই একটা পাদটিকার অবতারণা করে নিজেকে হাস্যাস্পদ তিনি করতে গেলেন কেন?

করতে গেলেন, মানে প্রচণ্ড বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছিল সে-সময়। তিনি ভেবেছিলেন অগাধ বিষয়-সম্পদ একদিকে, ল্যাডিসলস অন্যদিকে—এই যদি দাঁড়ায় দাঁড়িপাল্লার অবস্থা, তাহলে স্বভাবতঃই ল্যাডিসলসের দিকটা হালকা হয়ে পড়বেই! ডোরোথিয়ার খানিকটা ঝোঁক হয়ত পড়ে থাকতে পারে ঐ পোলবংশীয় ভবঘুরেটার উপরে, কিন্তু সে-ঝোঁক নিশ্চয়ই এমন প্রবল, এমন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে নি ইতিমধ্যে যাতে প্রভূত ধনৈশ্বর্যের উত্তরাধিকার থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে সেই ঝোঁকের খাতিরে!

এটা ঠিক যে সে-হিসাব খুব ভুল হত না ক্যাসুবনের পক্ষে, যদি ডোরোথিয়া অন্য ধরনের নারী হত। মানুষ ডোরোথিয়া একদিকে আদর্শবাদী অন্যদিকে একরোখা। স্বার্থচিন্তার স্থান তার চরিত্রে অতি কম। যা উচিত মনে হবে, তার জন্য সমগ্র পৃথিবীর প্রতিকূলে দাঁড়াতে সে রাজী। যাকে দুর্বল, সহানুভূতির যোগ্য বলে বিবেচনা করবে, ছুটে গিয়ে তার পাশে দাঁড়াবার আগে অগ্রপশ্চাৎ ভাববে না একবারও। বিবাহ যখন করবার হবে, বেছে নেবে নিজের পছন্দমত পুরুষটিকে, ক্যাসুবন বা অন্য কারও ভ্রূকুটিকে এক পেনি মূল্য না দিয়ে।

নিজের বিবাহের বৃত্তান্তটা যদি বিশ্লেষণের দৃষ্টি দিয়ে একবার আদ্যোপান্ত আলোচনা করে যেতেন ক্যাসুবন, তাহলে তাঁর এই পাদটিকার সুনিশ্চিত ব্যর্থতা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত তাঁর চোখে। ক্যাসুবন কোন্ দিক দিয়ে ছিলেন ডোরোথিয়ার যোগ্য? বিদ্যা ছাড়া

অন্য কি ছিল তাঁর, ডোরোথিয়ার চোখে নিজেকে শ্রদ্ধেয় বা বাঞ্ছনীয় প্রতিপন্ন করবার ব্যাপারে? অর্থ? স্যার জেমস চেট্টামের চেয়ে ত আর ক্যাসুবন বেশী ধনী নন। অথচ সমবয়সী, কাউন্টির শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশের একমাত্র সন্তান স্যার জেমসকে উপেক্ষা করে, হ্যাঁ, জেমস-এর আন্তরিক ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করে ডোরোথিয়া বেছে নিয়েছিল বৃদ্ধ, বিশ্রী, বইয়ের পোকা ক্যাসুবনকে—এ-রকম কাজ অন্য কোন্ মেয়েটা করত ক্যাসুবনের পরিচিত মণ্ডলে?

একবার স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখলেই ক্যাসুবনের উপলব্ধি হত যে অর্থ-ক্ষতির ভয়ে ভীত হওয়ার পাত্রী ডোরোথিয়া নয়। যে নারী প্রথম স্বামী নির্বাচনের বেলায় রূপযৌবন আভিজাত্য বৈষয়িক সম্পদ সব কিছুকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেছে, সে কি আর দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় পাণিপ্রার্থীর আর্থিক দৈন্য দেখে পিছিয়ে যাবে?

পাদটিকা যোগ করে ডোরোথিয়া-ল্যাডিসলসের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতাটা সমূলে উচ্ছেদ করে গেলেন বলেই বোধ হয় একটা অন্তিম আশ্বাস ছিল ক্যাসুবনের মনে। কিন্তু বস্তুতঃ ও-কাজের পরিণাম দাঁড়াল একেবারে উলটো। মৃত্যুভোজের সময় উইলের আলোচনা হল যখন, পাদটিকার কথা প্রকাশ হল সর্বসমক্ষে, তখন ডোরোথিয়া নিজেকে প্রথমেই বিবেচনা করল অপমানিতা বলে। ধিক্! ক্যাসুবন তাকে কী মনে করতেন তা হলে? গোরু ভেড়াজাতীয় একটা জীব? তা নইলে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপরেও এমন মালিকানা ফলাবার স্পর্ধা তাঁর কোথা থেকে এসেছিল? ল্যাডিসলসকে বিয়ে করলে সম্পত্তি পাবে না? কে করে ক্যাসুবনের সম্পত্তির তোয়াক্কা? ডোরোথিয়া সে মেয়ে নয়। অর্থকে সে বিবেচনা করে খোলামকুচি। ল্যাডিসলস বা অন্য যে-কোন লোককে নির্বাচন করার সময়ে সে তার পাউণ্ড-শিলিংগত যোগ্যতার কথাই বিবেচনা করবে, করবে না তার চারিত্রমূল্য বা মনুষ্যত্বের কথা, এমন হীন ধারণা ডোরোথিয়া সম্বন্ধে কী করে করলেন ক্যাসুবন?

আসল কথা, অভ্রভেদী অহমিকা আর আত্মকেন্দ্রিকতা, এই দুটো থেকেই সর্বনাশ হয়েছিল ক্যাসুবনের। স্বল্পকালের বিবাহিত জীবনে ডোরোথিয়াকে বুঝবার প্রয়াস তিনি কোনদিন করেন নি। সারাক্ষণ হাতের নাগালে অবস্থিত রূপসী ভার্যার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে

গিয়েছেন দুরধিগম্য গ্রীক-হিব্রু-লাটিন গ্রন্থরাজিকে। বোঝেন নি ডোরোথিয়াকে, কাজেই তাকে অন্য পাঁচটা মেয়ের মত ভেবেছেন, এবং সেইজন্যই সাহস পেয়েছেন অমন একটা কিম্ভূতকিমাকার পাদটিকা উইলে যোগ করতে।

আসল ব্যাপারখানা এই, ল্যাডিসলসকে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে চিন্তা করতে শুরু করল ডোরোথিয়া সেই মৃত্যুভোজের রাত্রেই। ক্যাসুবন ল্যাডিসলসের সঙ্গে তার বিবাহ বন্ধ করার জন্য একটা হীন কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, এমন একটা কথা উইল-মারফত অবগত হওয়ার পরে। ল্যাডিসলস? তাই ত! ভাবতে শুরু করল ডোরোথিয়া। ছেলেটি ভাল। শিল্পী, আদর্শবাদী, একদিকে সব রকম নীচতা থেকে, অন্যদিকে সব রকম অহমিকা থেকে মুক্ত। অর্থ নেই তার। তাকে বিয়ে করলে ক্যাসুবনের অর্থটাও হারাতে হবে। হয়েছে কী তাতে? পৈত্রিক অর্থ ডোরোথিয়ার অংশে যা পড়েছে, তার পরিমাণ বছরে সাতশো পাউণ্ড। সেটা ত ডোরোথিয়ারই রয়েছে! সেটা সম্বল করে কী ল্যাডিসলস নিজেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না?

ডোরোথিয়ার চিন্তাস্রোত যখন এই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই সময়ে এল ল্যাডিসলসের এক পত্র।

ল্যাডিসলস দারুণ ভুল করেছে একটা। ব্রুক তাকে ব্যক্তিগত কারণেই রেহাই দিয়েছেন পাইওনিয়ারের সম্পাদকীয় দয়িত্ব থেকে। সে কিন্তু ভেবে নিয়েছে অন্যরকম। সে ভেবেছে—ডোরোথিয়ার অভিভাবকেরা ল্যাডিসলসকে মিডলমার্চ থেকে তাড়াবার জন্যই এই ফন্দীটা করেছে। পাইওনিয়ারের চাকরি না থাকলে ল্যাডিসলস এখানে বসে খাবে কী? নিশ্চয় তাকে অন্যত্র যেতে হবে জীবিকার সন্ধানে। ঠিক সেই জিনিসটাই চাইছেন ব্রুক, স্যার জেমস গয়রহ। চাইছেন এই আশায় যে ল্যাডিসলসের উপরে ডোরোথিয়ার মন যদি পড়েও থাকে খানিকটা, চোখের আড়ালে গেলে সে-আকর্ষণ দিনের দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একদিন একেবারে মিলিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তার চাকরিটা নষ্ট হওয়ার কারণ এ-ছাড়া আর কিছু নয়

বলেই মনে হল ল্যাডিসলসের। মনে হতেই মনটা বিষিয়ে উঠল বড্ডো। পৃথিবীতে তাহলে সুবিচার বলে কি কিছু নেই? ক্যাসুবনের মত সবাই কি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে অপরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে রাজী? এমন কি, ডোরোথিয়াও?

যাক গিয়ে! চলেই সে যাবে। ডোরোথিয়ার প্রতি তার আকর্ষণ আছে একটা, প্রবল আকর্ষণই আছে। কিন্তু তা সে দমন করবে। আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না। চলেই যাবে মিডলমার্চ থেকে। একবার শেষ দেখা চেয়ে সে চিঠি লিখে ফেলল ডোরোথিয়াকে।

৯০

"দেউলে-খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলুন"—লিডগেটকে পরামর্শ দিয়েছেন বালস্ট্রোড। ল্যাডিসলসকে যেচে দিতে চেয়েছিলেন বার্ষিক পাঁচ শো পাউণ্ড ভাতা, সে তা নেয় নি। বেশ, তিনিও এই বন্ধ করে ফেললেন হাতের মুঠি, কাউকে আর একটি পেনি উপুড়হস্ত করছেন না।

এই সংকল্প যেদিন করলেন, তার পরের দিন সকালেই।

প্রাতরাশ সেরে ভদ্রলোক জামা পরছেন ব্যাঙ্কে যাওয়ার জন্য, ঘোড়া ছুটিয়ে দোরগোড়ায় এসে নামলেন গার্থ। মনে মনে খুব বিরক্ত বালস্ট্রোড। বেরুচ্ছেন এক কাজে, বাধিয়ে দিল আর এক কাজের ঝামেলা। স্টোনহাউসেরই ব্যাপার কিছু অবশ্য। কিন্তু খুটিনাটি ব্যাপারের মীমাংসা ত নিজেরই করতে পারা উচিত গার্থের। তুচ্ছ কাজে যদি মালিককে মাথা দিতে হবে, তাহলে ম্যানেজার রাখা কেন?

যা হোক, মনের বিরক্তি মনেই চেপে রেখে গার্থকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন বালস্ট্রোড। হাসিমুখেই বললেন—"সুপ্রভাত—, কোন কথা আছে নাকি? আমি ব্যাঙ্কে বেরুবো—"

"সুপ্রভাত"—বললেন গার্থ—"বাস থেকে নামল সেই লোকটা, র‍্যাফেলস। আমি গিয়েছিলাম ঐখানেই অন্য কাজে। আমাকে ধরে পড়ল আপনার কাছে নিয়ে আসবার জন্য। মানে, খুবই পীড়িত লোকটা, তার পকেটে একটা পেনি নেই, না পারে পায়ে হেঁটে আসতে, না পারে গাড়ি ভাড়া করতে। কী করি, আপনার চেনা লোক, তায় আপনার নাম করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যা-তা বকছে, বাধ্য হয়েই নিয়ে এলাম—"

একটি একটি করে কথা বেরুচ্ছে গার্থের মুখ থেকে, আর বালস্ট্রোডের মাথায় একটি করে পেরেক যেন হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে বসিয়ে দিচ্ছে কেউ। আবার র‍্যাফেলস! চুক্তি সে মানে নি। আবার এসেছে। কপর্দকহীন। গুরুতর পীড়িত। যা-তা বকছে। কী সম্বন্ধে বকছে, তাও কি আর বুঝতে বাকী থাকে? আজে বাজে কথা হলে গার্থের মত বিবেচক লোক তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন না—

"কিন্তু কই?" মুখে তিনি শুধু একটি প্রশ্নই করলেন—"আপনার সঙ্গে ত দেখছি না তাকে—"

"মানে, আমি তাকে এখানে আনা উচিত মনে করি নি। আপনার স্ত্রী আছেন এখানে, অচেনা একটা পীড়িত লোককে এখানে এনে ফেললে তাঁর অসুবিধা হতে পারে। তাই আমি স্টোনহাউসে নিয়ে তুলেছি লোকটাকে, পাচিকাকে বলে এসেছি—তার কাছে যেন কোন লোক না যায়, সেদিকে নজর রাখতে—"

মুখের বার্তার চেয়ে চোখের বার্তা অনেক সময় বেশী অর্থবহ হয়, এ আর না জানে কে? মুখে যে-খবরটুকু দিলেন গার্থ, চোখের বিষণ্ণ অপ্রসন্ন দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বালস্ট্রোডকে বুঝিয়ে দিলেন তার চেয়ে অনেকখানি বেশী। বুঝিয়ে দিলেন যে এমন সব কথা পথে আসতে আসতেই গার্থকে শুনিয়ে দিয়েছে ঐ পাপিষ্ঠ র‍্যাফেলস, যা শুনে অন্তর বিষিয়ে উঠেছে গার্থের।

কিন্তু অনুক্ত বার্তা নিয়ে কথা তোলার পাত্র বালস্ট্রোড নন, অন্ততঃ বর্তমান ব্যাপারে নিশ্চয়ই না। তিনি খুব খুশী-খুশী ভাব দেখিয়ে বললেন—"খুব ভাল কাজ করেছেন তাকে স্টোনহাউসে তুলে। এখানে আনলে আমার স্ত্রীর সত্যিই অসুবিধে হত। তা চলুন, পীড়িত লোকটা এসেছে যখন আমার আশ্রয়ে, তাকেই আগে দেখি গিয়ে। ব্যাঙ্কে যেতে দেরি হয়ে যাবে, তার আর করছি কী? লোকটাকে ফেলতে পারি না মিস্টার গার্থ, এক সময়ে অনেক কাজ পেয়েছি ওর দ্বারা।"

গাড়ি অনেকক্ষণ থেকেই তৈরী রয়েছে, বালস্ট্রোড উঠে বসতে যাবেন, এমন সময়ে গার্থ বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে আবার একটা কথা বললেন—"আমি আপনার কাছে আন্তরিকভাবেই ক্ষমা চাইছি। আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু এর পর আর আমার পক্ষে স্টোনহাউসের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হবে না।"

বালস্ট্রোড মূক, স্তব্ধ এক মিনিটের জন্য। তাঁর মনে পড়ে গেল—অতি নীতিনিষ্ঠ বিবেকবান পুরুষ বলে সারা মুলুকে সুনাম আছে গার্থের। নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা র‍্যাফেলস—

তিনি প্রশ্নটা করেই ফেললেন—"আপনার কথাটা এমন আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত, কিন্তু একটা জিনিস খুলে বলুন—আপনার এই যে সিদ্ধান্ত, এর মূলে কি র‍্যাফেলস-এর—?"

প্রশ্নটি কীভাবে শেষ করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না বালস্ট্রোড। গার্থ নিজেই এগিয়ে এলেন তাকে সাহায্য করতে—"হ্যাঁ, র‍্যাফেলস যা-তা বলেছে। বেশির ভাগই আমার কাছে। তা ছাড়া রাস্তার লোকের কাছেও না বলেছে, তা নয়।"

"ওর সব কথাই যে পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়, তাও কি বুঝতে পারেন নি?"···হাসি-হাসি মুখের প্রশ্নটার ভিতরে যে একটু প্রচ্ছন্ন দুশ্চিন্তার সুর জড়িত আছে, তা কি ধরা পড়ল গার্থের কানে?

তা না পড়ুক, গার্থ অন্য দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও বিষণ্ণ সুরে জবাব দিলেন—"না, তেমনটা আর বুঝতে পারলাম কই? উলটে মনে হল—থাকুক অপ্রিয় কথা। যে যার বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। তবে আমার কথা এই যে সবরকম দুর্নীতিকে আমি সর্বরকমে এড়িয়ে চলেছি চিরদিন। নমস্কার!······" গার্থ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। বালস্ট্রোডও ধীরে ধীরে উঠে বসলেন গাড়িতে। কোচম্যান গাড়ি চালিয়ে দিল স্টোনহাউসের দিকে।

র‍্যাফেলস সিঁড়িতই বটে, একটা লম্বা কৌচে কাত হয়ে পড়ে আছে আর কাতরাচ্ছে। কাছে জনপ্রাণী নেই, কেউ যাতে না থাকে তেমনি নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন গার্থ।

লোকটার পরিবর্তন হয়েছে অনেক, এই অল্প দিনের মধ্যেই। জামাজুতোর চাকচিক্য আগের তুলনায় বেশীই বটে, শেষ কিস্তিতে যে একশো পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল বালস্ট্রোডের কাছ থেকে, তার কিয়দংশ যে ঐগুলিরই শ্রীবৃদ্ধিকল্পে খরচা হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু জামার সৌষ্ঠবে কি আর ভগ্ন স্বাস্থ্যের মালিন্য চাপা পড়ে? র‍্যাফেলস-এর চোয়াল সেদিনও ছিল জাগ্রত, উদ্ধত, আজ তা ভেঙ্গে চুপসে গিয়েছে ফুটো বেলুনের মত। নিশ্বাসের মাঝে মাঝে একটা করে কাশির টান। টানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু যেন দেহ ছেড়ে একেবারেই বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বালস্ট্রোড ডাকলেন—"কী ব্যাপার র‍্যাফেলস? তুমি এখানে কেন? তুমি না কথা দিয়ে গিয়েছিলে যে—"

বালস্ট্রোডকে প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে জোর করেই উঠে বসল র‍্যাফেলস, আর তাঁর মুখের সামনে দু'হাত নাড়তে নাড়তে বেদম কাশতে লাগল—

"বুঝেছি, বুঝেছি"—ব্যঙ্গের সুরে বললেন বালস্ট্রোড—"সেই মামুলি কৈফিয়ত জোচ্চোরে পয়সাকড়ি ঠকিয়ে নিয়েছে, কেমন কিনা? কাজেই কোথায় আর যাওয়া যায়, লণ্ডনের ব্যাঙ্ক আরও এক মাস না গেলে এক পেনিও দেবে না। অতএব ফিরে যাওয়া যাক মিডলমার্চের সেই এলডোরাডোতে*। সেখানে হাত পাতলেই মোহর মেলে। তা সে-কথা এখন থাকুক, অসুখটা কী?"

"কী যে, তা কে বলে দিয়েছে আমায়? তবে বিশেষ কিছু যে নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাসই আছে। একটু মাংস-টাংস খেতে পেলে, আর একটুখানি ব্র্যাণ্ডি, ব্যস্, নিয়মিত বিশ্রাম আর এই খাওয়া-দাওয়া—"

গাড়িতে আসতে আসতেই, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় ঠিক কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছিলেন বালস্ট্রোড। প্রথমেই তিনি ভৃত্যদের ডেকে উপরের একটা শয়নকক্ষে স্থানান্তরিত করলেন র‍্যাফেলসকে। তার পরে ডেকে পাঠালেন—

অন্য কোন ডাক্তারকে নয়, যে-ডাক্তারকে সদ্য সেদিন দেউলে-খাতায় নাম লেখাবার সৎপরামর্শ দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন তিনি। সেই ডাক্তার লিডগেটকে।—কেন? কী কারণ?

কারণ এই যে লিডগেট বর্তমানে অর্থাভাবে বিপন্ন, এবং বর্তমানে এমন ডাক্তারই দরকার বালস্ট্রোডের, যে মবলগ পয়সার বিনিময়ে রোগীর মুখের কুৎসাকথাকে বিকারের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে।

লিডগেট এলেন, দেখলেন, ব্যবস্থা করলেন। বালস্ট্রোডের প্রশ্নের জবাবে নিভৃতে তাঁকে বললেন—"ব্যারাম খুব কঠিন মশাই, নিউমোনিয়ার সঙ্গেও অন্য পাঁচ রকম জটিলতা জড়িয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা চলুক, ব্যবস্থামত ওষুধপত্র পড়ে যদি, আর রোগীর খবরদারিতে শৈথিল্য না হয় যদি, তাহলে বেঁচেও যেতে পারে। যাবে বলেই বিশ্বাস আমার। কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিউমোনিয়ার যে চিকিৎসার বিধান দিচ্ছে, তাতে রোগী মরবার কোন কথা নেই—"

"খবরদারির শৈথিল্য মানে কী?" জিজ্ঞাসা করলেন বালস্ট্রোড।

* কল্পনার সোনার দেশ।

রোগী মরবার কোন শঙ্কা নেই, একথা শুনে তিনি উৎফুল্ল হতে পারেন নি। আপদ মরলেই যে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন! আদ্ধেক মিডলমার্চে সে ইতিমধ্যেই বালস্ট্রোডের অতীত জীবনের গোপন পাপের কথা প্রচার করে দিয়েছে। বাঁচে যদি, সে-প্রচার মিডলমার্চের বাকী আদ্ধেকেও ছড়িয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। তার ফলে এত বৎসরের সযত্নে-গড়া নাম-যশ-প্রতিপত্তির সৌধে দারুণ রকম চিড় খাবে নিশ্চয়। হয়ত সব ছেড়ে দিয়ে বালস্ট্রোডকে দেশত্যাগই করতে হবে জনমতের ধিক্কারে।

অপরাধ তুচ্ছ নয়। মার্থা ডাগলাস নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তাকে খুঁজে বার করার ভার তার মা দিয়েছিলেন বালস্ট্রোডের উপরে। বালস্ট্রোড লোকের চোখে সাধু সাজবার জন্য লোক লাগিয়েছিলেন কয়েকজন। তাদেরই মধ্যে সাফল্য যে লাভ করল, সে হল ঐ র‍্যাফেলস। মার্থা কোথায় আছে, খবর এনে সে দিল বালস্ট্রোডের কাছে। বালস্ট্রোডের মাথায় হল বজ্রাঘাত।

কারণ, তিনি ভালরকমই জানতেন যে মেয়ে জীবিত আছে, একথা একবার জানতে পারলে মার্থার মা সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তক্ষুণি উইল করে দেবেন তাকে। তার পরে তিনি বালস্ট্রোডকে বিবাহ করুন বা না করুন, একই কথা বালস্ট্রোডের পক্ষে। কারণ বিয়ে করা ত সম্পত্তিটারই লোভে! সেই সম্পত্তিই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে এক সম্বলহীনা প্রৌঢ়াকে বিয়ে করে কী স্বর্গ লাভ হবে তাঁর?

তিনি তাই চেপে দিলেন খবরটা। মার্থার ঠিকানা জানা গিয়েছে, এই কথাটাই প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন র‍্যাফেলসকে। মার্থার মা জানতেও পারলেন না যে তাঁর মেয়ে জীবিত আছে ও দৈন্যদশায় কালাতিপাত করছে স্বামিপুত্রসহ।

অগাধ বিষয় নিয়ে তিনি করেন কী তখন? বিয়ে করলে সন্তান হবে আবার, ভোগ করার ন্যায্য অধিকারীর আবির্ভাব হবে নতুন পত্তনে। এই আশাতেই তিনি বিয়ে করলেন আবার। বিয়ে করলে যে বালস্ট্রোডকেই বিয়ে করবেন, এটা আগে থেকে অবধারিতই ছিল। বালস্ট্রোড সেদিকে জমিন তৈরি করে রেখেছিলেন।

ব্যস, সুমীমাংসা হয়ে গেল সব সমস্যার। সোনায় সোহাগা, মার্থার মা বেশী দিন বাঁচলেন না। বালস্ট্রোড তখন আগের কলঙ্কিত ব্যবসা

গুটিয়ে ফেললেন, অপরিমিত অর্থ নিয়ে মিডল মার্চে এসে জীবনযাত্রা আরম্ভ করলেন নতুন ভাবে। বিয়ে করলেন মেয়র ভিন্‌সির সুন্দরী ভগ্নী হ্যারিয়েটকে, সুখসমৃদ্ধি উপচে পড়তে লাগল চারিধার থেকে।

বেশ চলছিল, সুন্দর চলছিল। হঠাৎ হল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। স্টোনহাউস কিনতে গিয়ে জড়িয়ে পড়লেন এক নোংরা জালে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল র‍্যাফেলস নামক সেই ভূতপূর্ব পাপকর্মের সহকারীর সঙ্গে, যে নাকি এখানে এভাবে বালস্ট্রোডকে আবিষ্কার করার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করে নি।

এখন সেই র‍্যাফেলস তাঁর বুকের উপর চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মত। তাঁর নাম যশ প্রতিপত্তির মাথায় উদ্যত করেছে লৌহ মুষল। এখন উপায়?

বালস্ট্রোড মরিয়া। র‍্যাফেলস তাঁকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। সেক্ষেত্রে সুযোগ যদি মেলে, তিনিই কেন আগে থেকে ধ্বংস করে ফেলবেন না র‍্যাফলসকে? এ যে মৃত্যুপণ দ্বৈরথ যুদ্ধ।

* * *

নিরীহভাবেই বালস্ট্রোড প্রশ্নটা করেছিলেন লিডগেটকে—"খবরদারির শৈথিল্য মানে কী?"

সরলভাবেই জবাব দিয়েছিলেন লিডগেট—"এই ধরুন ওষুধটা ঘড়ি ধরে খাওয়াতে হবে, কোন ভাবে ঠাণ্ডা লেগে না যায়, তা দেখতে হবে। আর সব চেয়ে যা বড় কথা, মানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হচ্ছে ও হয়ত সুরাসক্ত লোক—মদ যদি চায় কোন মতেই তা দেওয়া হবে না। কোন মতেই না। এ-অবস্থায় ওকে মাদক কিছু দেওয়া হয় যদি, সে হবে সুনিশ্চিত ভাবে ওকে হত্যা করা। এখানে আপনার লোকজন যারা আছে, রোগীর পরিচর্যার ভার অবশ্য তাদের উপরেই থাকবে? তা যদি থাকে, তাদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেবেন—মদ ওকে কোন মতেই দেওয়া হয় না যেন। কোন মতেই না। দেওয়া হলে তার মানে দাঁড়াবে ওকে গলা টিপে মেরে ফেলা।"

কাজ শেষ করে লিডগেট বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন—হঠাৎ বালস্ট্রোড তাঁকে পিছন থেকে ডাকলেন—"শুনুন ডাক্তার!"

লিডগেট ফিরে এলেন এক পা।

বালস্ট্রোডের হাতে একখানা চেক। "দেখুন ডাক্তার, আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে। সেদিন আপনি ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা আমাকে বলতে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিশেষ কারণে মনটা আমার ছিল তখন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, উত্তেজিত। আপনার কথার উত্তরে তাই কতকগুলি এমন এমন মন্তব্য করেছিলাম, যা কখনোই আমার করা উচিত ছিল না। আজ দীর্ঘ দিন ধরে আপনি আমার হাসপাতালের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কি পরিমাপ হয়? অত্যন্ত মূঢ়, অত্যন্ত অর্বাচীনের মত কথাবার্তা সেদিন বলেছি আমি—, দয়া করে ভুলে যান সে-সব। আর আপনার আর্থিক অসুবিধার কথা যা সেদিন বলেছিলেন, হাজার পাউণ্ডের কথাই ত বলেছিলেন আপনি?—এই নিন এক হাজার পাউণ্ড। দেনা-টেনা মিটিয়ে ফেলুন, মনের আনন্দে মানুষের উপকার, সমাজের সেবা করুন, আমার কাছ থেকে সব রকম সহযোগিতাই পাবেন আপনি।

হঠাৎ এই ভাগ্যোদয়ে লিডগেট এমনি অভিভূত হয়ে পড়লেন যে মুখ দিয়ে তাঁর কথাটি বেরুলো না, হাত বাড়িয়ে চেকখানা নিয়ে একটা ধন্যবাদের বাণী উচ্চারণ করতে গেলেন, কী যে তিনি বললেন, তা বালস্ট্রোড ত দূরের কথা, তাঁর নিজেরও বোধগম্য হল না। চোখে বুঝি জল এসে যাচ্ছিল, সেইটি গোপন করবার জন্য তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি মর্ত্যে, না স্বর্গে, তা তিনি তখন বুঝতে পারছিলেন না। সর্বনাশ এসে দাঁড়িয়েছিল শিয়রে, হঠাৎ দেখছেন—তিনি সব রকমে নিঃশঙ্ক। রূপকথার রাজ্যে ছাড়া এমনটা আর হয় না।

ওষুধের ফল এদিকে ফলতে শুরু হয়েছে। রোগী একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বালস্ট্রোড পাচিকাকে ডেকে বললেন—প্রথম রাতটা তিনি নিজেই জেগে পাহারা দেবেন রোগীকে, অপর কারও সাহায্য নিতান্ত দরকার না হলে চাইবেন না। তবে শেষ রাতে ঘণ্টা দুই পাচিকা যদি পাহারার ভার নেয়, ব্যক্তিগতভাবে খুব উপকার হয় বালস্ট্রোডের। রোগীর সেবা করা ত আর বেতনভুক লোকের কর্তব্যের অংশ নয়। নিজের বন্ধুর সেবার দায়িত্ব তিনি কোন্ অধিকারে তাদের উপর চাপাবেন?

পাচিকা ত তাঁর সুবিবেচনায় মুগ্ধ একেবারে। শেষ রাত্রিটা সে রোগীর কাছে বসবে বলে তক্ষুণি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল।

শেষ রাত্রে বালস্ট্রোড নিজের বিছানায় এপাশ ওপাশ করছেন, ঘুম আজ তাঁর আসবে কেমন করে? পাচিকা রয়েছে রোগীর ঘরে, সে এসে জানাল, রোগী মদের জন্য বড়ই জেদ করছে। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না।

জেগেই ছিলেন বালস্ট্রোড, কিন্তু কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব ঘুমকাতুরের মতন করে তিনি বললেন—"মদ চাইছে? তা দাও না গিয়ে! ভাঁড়ার থেকে একটা বোতল—" এই বলে চাবিটা ঝনাৎ করে পাচিকার সামনে ফেলে দিলেন বালস্ট্রোড।

পরের দিন বেলা নয়টা নাগাদই জরুরী ডাক এল লিডগেটের কাছে—"স্টোনহাউসের রোগী মারা গেছে, শীগ্‌গির আসুন—"

"এমন কেন হল?" লিডগেট জিজ্ঞাসা করলেন এসেই,—রোগীর ত মারা যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না! মদ-টদ কেউ দেয় নি ত ওকে?"

কপালে করাঘাত করে বালস্ট্রোড বললো—"দিয়েছে। শেষ রাতে পাচিকা এসে আমাকে বলল—মদের জন্য রোগী বড় ছটফট করছে। আমি তখন সবে এসে ঘুমিয়েছি, সারারাত জাগার পরে। ঘুমের ঘোরে আপনার হুঁসিয়ারির কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম, চাবিটা ফেলে দিলাম পাচিকাকে, সে গিয়ে মদ বার করে দিল ভাঁড়ার থেকে। তারপর বেলা আটটায় ঘুম থেকে তুলল পাচিকাই, রোগী এখন-তখন এই খবর দিয়ে।..."

লিডগেট নির্বাক। তিনি চেয়ে আছেন বালস্ট্রোডের দিকে, বালস্ট্রোড তাকিয়ে আছেন লিডগেটের দিকে। বালস্ট্রোডের দৃষ্টি বলছে—"এটা ভুল। মারাত্মক ভুল বটে। কিন্তু তবু ভুলই। কী করা যাবে?" আর লিডগেটের দৃষ্টি মৌন জিজ্ঞাসায় বিস্ফারিত হয়ে উঠছে—"সেই হাজার পাউণ্ডের চেক, সেটা ঘুষ নয়ত?"

লিডগেটের সার্টিফিকেটের জোরে র‍্যাফেলস-এর সমাধি নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল—কিন্তু তার পরই নানাদিক থেকে নানা গুজব এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল মিডলমার্চের হাওয়ায়। র‍্যাফেলস যখন বাসে আসছিল

স্টোনহাউসে, তখন বকতে বকতেই এসেছিল, কতক রোগের ঘোরে, কতক নেশার ঘোরে, বালস্ট্রোডের পূর্বজীবনের পাপের কথা মুক্তকণ্ঠে শোনাতে শোনাতে এসেছিল বাসের শতেক যাত্রীকে। এখন তারা একে একে জল্পনা শুরু করল—সেই বালস্ট্রোডের বাড়িতেই তাঁরই সমুখে র‍্যাফেলস লোকটা মারা গিয়েছে যখন, তখন এ-মৃত্যুর পিছনে সন্দেহ-জনক ব্যাপার কিছু অবশ্যই আছে।

সন্দেহের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল লিডগেটের চেকের বিবরণ। লিডগেটের প্রচুর দেনার কথাও অজানা ছিল না কারও, সে-ঋণ হঠাৎই যে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছেন লিডগেট, সে-কথাও কারও অজানা রইল না। সবাই আরও জানল বালস্ট্রোডের চেকের কথা, ব্যাঙ্ক থেকেই প্রকাশ করে দিল কোন বাচাল কর্মচারী। অতএব কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলা তিলার্ধ আর দেরি হল না মিডলমার্চবাসীদের। র‍্যাফেলস লোকটাকে যে খুন করা হয়েছে এবং ঘুষ খেয়ে ডাক্তার লিডগেট যে সাহায্য করেছেন—

হ্যাঁ, খুনের ব্যাপারে জড়িত না থাকুন, অন্ততঃ স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে হত্যাকারী বালস্ট্রোডকে যে আইনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন লিডগেট, এই অভিযোগ এতই মুখর হয়ে উঠল যে, ঘটনাটা ডোরোথিয়ার কানে পর্যন্ত পৌঁছে গেল। লিডগেটের সঙ্গে সামান্যই আলাপ হয়েছিল ডোরোথিয়ার, ক্যাসুবনের ব্যারামের সময়। কিন্তু সেই সামান্য আলাপেই লিডগেট সম্পর্কে যে-ধারণা করে রেখেছিল ডোরোথিয়া, তাতে করে লিডগেটকে হত্যাপরাধে জড়িত বলে সন্দেহ করা তার পক্ষে অসম্ভবই হয়ে পড়ল এখন। তার দৃঢ়প্রতীতি জন্মাল যে দারুণ একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে কোথাও, লিডগেটকে অকারণে দূষছে সবাই। সত্য-নির্ণয়ের জন্য সে ডেকে পাঠাল লিডগেটকে।

লিডগেট গেল, এবং আনুপূর্বিক ঘটনাটা সব খুলে বলল ডোরোথিয়াকে। আর তক্ষুণি ডোরোথিয়া হাজার পাউণ্ডের একটা চেক লিখে হাতে দিল লিউগেটের—"আপনি মিস্টার বালস্ট্রোডের দেনাটা এক্ষুণি শোধ দিয়ে দিন এই চেক দিয়ে। তাহলে দেশের লোক বুঝবে যে আপনি ধার নিয়েছিলেন তাঁর কাছে, ঘুষ নেন নি।"

লিডগেটের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তাঁর কলঙ্ক স্খালন হল। র‍্যাফেলস লোকটার মৃত্যুসম্বন্ধে বালস্ট্রোডের দায়িত্ব যতই থাকুক না কেন, লিডগেটের যে কিছুমাত্র ছিল না, এ-বিষয়ে মিডলমার্চের লোক নিশ্চিত হল। তাঁর উপরে ভুলক্রমে কিছুদিন অবিচার করা হয়েছিল, এটা বুঝতে পেরে জনগণ যেন আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল—অতঃপর সদ্ব্যবহারের দ্বারা কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করার জন্য। পসার বাড়তে লাগল লিডগেটের।

কিন্তু বালস্ট্রোডের রেহাই পাওয়ার কোন আশা দেখা গেল না। জনমত দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। বালস্ট্রোড দুই একটা মীটিংয়ে অপমানিতও হলেন প্রকাশ্যে। এ-অবস্থায় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য স্থানান্তরে গিয়ে থাকাই সমীচীন বোধ করলেন তিনি। তাঁর অন্য সব ব্যবসাপত্র চালাবার লোক সেই সব প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে, কিন্তু স্টোনহাউস চালায় কে? এই সময়ে মিসেস বালস্ট্রোড ধরে বসলেন যে সম্পত্তিটা ইজারা দেওয়া হোক তাঁর ভাইপো ফ্রেড ভিন্‌সিকে। বালস্ট্রোড রাজী হলেন এই শর্তে যে মিস্টার গার্থ জামিন থাকবেন সম্পত্তির সুপরিচালনার জন্য। অবশেষে সেই স্টোনহাউস নানা হাত ঘুরে সেই ফ্রেড ভিন্‌সির হাতেই এল। এর পরে মেরি গার্থের সঙ্গে তার বিবাহ হতে অনাবশ্যক দেরি আর কেন হবে?

একটা ছোট্ট কথা শুধু বলতে বাকী রয়ে গেছে। ল্যাডিসলস একখানা চিঠি লিখেছিল ডোরোথিয়াকে, শেষবারের মত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। সাক্ষাৎ করে সে যখন বেরিয়ে এল, তখন ল্যাডিসলস ডোরোথিয়ার বাগ্‌দত্ত স্বামী। না পাওয়া যাক ক্যাসুবনের অর্থ, ডোরোথিয়ার নিজের আয় ত বার্ষিক সাতশো পাউণ্ড রয়েছেই। লণ্ডনে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঐ আয়ের ভিতরই সব খরচা চালিয়ে নেবে, মায় ল্যাডিসলসের ব্যারিস্টারি পড়ার খরচাও। তারপর বংশানুক্রমিক উইলের শর্ত অনুযায়ী মিস্টার ব্রুকের জমিদারির উত্তরাধিকারী ত ডোরোথিয়ারই পুত্র!